উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,০৯৪.০৭ (+২৯১.১৭)
নিফটি : ২৪,১০২.৯০ (+৮৯.৮০)

ফের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩১° সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩১° সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩১° সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩১° সর্বনিম্ন ২৪°

বঙ্গ বাজেট-২০২৬ ৬-৭

শিলিগুড়ি ৮ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 23 June 2026 Tuesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 36

রূপকথার জোড়া গোল

বিশ্বরেকর্ড মেসির

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আর্জেন্টিনা-২ (মেসি-২)
অস্ট্রিয়া-০

ডালাস, ২২ জুন : ফুটবল মহাকাব্যের পাতায় পাতায় শুধু একজনই! লিওনেল মেসি, তোমার সামনে আজ নতজানু সারা বিশ্ব। তুমি অতিমানব ছাড়া আর কী? ডালাসের আবহাওয়া কখন যে ভোল বদলায়, তা আবহাওয়া দপ্তরও বলতে পারে না। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই হয়তো নামল স্বস্তির বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। তবে ডালাসের এটি অ্যান্ড টি কাউবয় স্টেডিয়াম পুরোপুরি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ছাদও আজ বন্ধ। বাইরের ঝড়-বৃষ্টির আক্রমণ থেকে তো বাঁচা গেল, কিন্তু এই গম্বুজের ভেতরে যে নীল-সাদা আবেগের প্রবল ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য বোধহয় কোনও যন্ত্রেরই নেই। প্রেস বক্সে বসে চোখের সামনে দেখছিলাম, কাউবয়দের এই রুক্ষ শহর আক্ষরিক অর্থেই এক মিনি বুয়েনস আয়ার্সে পরিণত হয়েছে। আর কেনই বা হবে না? ক্যালেন্ডারের পাতায় আজকের তারিখটা তো আর্জেন্টাইনদের কাছে এক অনন্ত নস্টালজিয়া। ঠিক ৪০ বছর আগে এই ২২ জুনেই যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিয়েগো মারাদোনার সেই বিখ্যাত 'হ্যান্ড অফ গড' গোল ফুটবল বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল! আজ ডালাস সেজেছিল আরও এক ঐতিহাসিক রাজসূয় যজ্ঞের অপেক্ষায়। যেখানে আগামী বুধবার ৩৯ বছরে পা দিতে চলা মহাতারকা প্রস্তুত হচ্ছিলেন ফুটবল ইতিহাসের এক নতুন চূড়ায় নিজেকে খোদাই করতে।

ডালাসের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ট্রিনিটি নদীর মতোই মেসি এদিন

এরপর দশের পাতায়

আমিই সেরা।। দ্বিতীয় গোলের পর যেন সেটাই বোঝাতে চাইছেন আর্জেন্টাইন তারকা। -এএফপি

> এমন কোনও অংশ বাজেটে বাকি নেই, যা নিয়ে বিরোধীদের কিছু বলার মুখ আছে!
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

লাগে টাকা দেবে...

ত্রিশক্তির রোডম্যাপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জুন : সেবা, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি- রাজ্য বাজেটের পাঁচ পিলার। এমনই দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢেলে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি বরাদ্দের পিছনে কেন্দ্রের আর্থিক মঞ্জুরির ইঙ্গিত স্পষ্ট। তবে বাজেট বক্তৃতায় নাগরিক সুরক্ষা, ভয়মুক্ত পরিবেশের ওপর জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। শিল্পের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটের অন্যতম ঘোষণা।

এজন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটরাজ বন্ধের পাশাপাশি শিল্পের জন্য এক জানলা নীতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে প্রত্যাশিতভাবে। বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১০০ কোটি টাকার বেশি যাঁরা বিনিয়োগ করবেন, তাঁদের পঞ্চায়েত বা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুমতি নিতে হবে না। স্থানীয় স্তরে হয়রানি থেকে তাঁরা মুক্ত হবেন।' শিল্পবিকাশের তাগিদের কথা বলে আগের সরকারের তুলে দেওয়া ইনসেনটিভ ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনলেন অর্থমন্ত্রী।

এখনই বাজেটের সার্বিক বিরোধিতার পথে না হাঁটলেও মমতাপন্থী তৃণমূল সরকারকে বিঁধতে ছাড়ছে না। দলীয় বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'ভাতা বৃদ্ধির টাকা কোথা থেকে আসবে, তার কোনও দিশা নেই। সবটাই কেন্দ্রের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁরা ডাবল ইঞ্জিনের সুবিধা নিচ্ছেন। মমতার আমলের বাজেট ছিল স্বনির্ভর আর এটা পরনির্ভর।' ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল মোটামুটিভাবে বাজেটকে স্বাগতই জানিয়েছে।

শুধু ১ লক্ষ সরকারি চাকরি এই বাজেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু শুধু সরকারি চাকরিতে বাংলার বিপুল হারের বেকারত্বের মোকাবিলা অসম্ভব বুঝে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের পাশাপাশি বেসরকারি শিল্পে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করতে মরিয়া শুভেন্দু সরকার। এজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে নজর দেওয়া হয়েছে বাজেটে। উত্তরবঙ্গের মালদা, বালুরঘাটের পাশাপাশি কল্যাণী থেকে উড়ান চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। সেইসঙ্গে আছে কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ।

৪,৩৮,৭৭৫.২৯ কোটি টাকার এই বাজেটে ১ লক্ষ শূন্য সরকারি পদে নিয়োগের প্রস্তাবের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, সিভিক ভলান্টিয়ার,

এরপর দশের পাতায়

ঋণের বোঝা মাথায় রেখেও উন্নয়নের দিশা

অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত

নতুন সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করলেন ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত। একজন অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ৪,৩৮,৭৭৫.২৯ কোটি টাকার এই বাজেটটি আসলে ট্র্যাপিজের এক নিখুঁত খেলা। এরপর দশের পাতায়

- মোট ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব
- সরকারি চাকরিতে ১ লক্ষ শূন্যপদ (শিক্ষক ৫০ হাজার, পুলিশ ২০ হাজার, ইএফআর-এ ১ হাজার)
- মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ
- সরকারি নিয়োগে আবেদনে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছর ছাড় (দু'বছরের জন্য)
- সরকারি কর্মচারীদের ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি (১ অক্টোবর থেকে কার্যকর, মোট ৩৮ শতাংশ)
- অন্নপূর্ণা প্রকল্পে বরাদ্দ ৩৬ হাজার কোটি টাকা
- অন্তঃসত্ত্বাদের ২১ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা। সঙ্গে ৬টি পুষ্টি কিট
- উচ্চশিক্ষায় অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা সাহায্য

উত্তরবঙ্গে

- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে বরাদ্দ ১,৮২১.৫২ কোটি টাকা
- আইআইটি, আইআইএম, ক্যানসার হাসপাতাল, এইমস
- মালদা ও বালুরঘাটে বিমানবন্দর
- কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ
- শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে মেট্রো
- শিবমন্দির, গাজোল, চাঁচল ও জয়গাঁয় পুরসভা
- শিলিগুড়িতে ইন্টিগ্রেডেট লজিস্টিক হাব ও আইটি হাব
- দক্ষিণ দিনাজপুরে টেক্সটাইল হাব
- চা শিল্পে শ্রমিক কল্যাণে বোর্ড
- দার্জিলিংয়ের পর্যটনে জোর
- ৩.৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জন্য ১১০০০ কোটি টাকা
- রাজবংশী ভাষা আকাদেমিতে ৫০ কোটি টাকা
- ব্যাটারিচালিত গাড়ির কারখানা
- আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম

বেতন বৃদ্ধি

- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা ও আশাকর্মীদের ৫০০০ টাকা
- সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ, গ্রিন পুলিশ ও হোমগার্ডদের ২০০০ টাকা
- মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের ১০০০ টাকা

নতুন পাঁচ জেলা

- কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর এবং আরামবাগ
- কাঁথিতে পুলিশ জেলা, গোপীবল্লভপুরে নতুন মহকুমা

পরিযায়ীর শ্রম 'কিনতে' পরিকল্পনা নেই

ঢেলে অর্থ, উত্তরে শিল্প কই!

দীপ সাহা ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

একরের পর একর জমি রয়েছে। সরকারিভাবে শিল্পতালুক কিংবা শিল্পপার্ক ঘোষণাও হয়েছে। কিন্তু কলকারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেননি কেউ। নেই যন্ত্রের খটখট শব্দও। উত্তরের অধিকাংশ শিল্পতালুকের দিকে তাকালে শুধু চোখে পড়ে, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ডাবগ্রামের শিল্পপার্ক হোক বা জয়গাঁর শিল্পতালুক- ছবিটা প্রায় একই।

বাম আমল তো বটেই, শুধু তৃণমূল আমলেই কমবেশি ৬৪টি শিল্পতালুক গড়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। তার অধিকাংশ বিশবাঁও জলে। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হোক বা শিল্প সম্মেলন, হাজার হাজার কোটি বিনিয়োগের আশ্বাস এসেছে শুধু। অগত্যা সরকারি খাতার শিল্পতালুকগুলো সবই আজ সাইনবোর্ড-সর্বস্ব গোচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে।

এবার একটু চোখ ঘোরাই উত্তরের রেলস্টেশনগুলির দিকে। রোজ রাত-ভোরে কত তরুণের স্বপ্ন এই স্টেশনগুলিতে আসা ট্রেনে সওয়ার হয়, সে খবর ক'জন রাখেন! ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, শীতলকুচি, সিতাই, মালদার কালিয়াচক, চোপড়া, চাকুলিয়ার মতো জায়গা থেকে রোজ হাজার হাজার শ্রমিক পেটের টানে পাড়ি দেন ভিনরাজ্যে। প্ল্যাটফর্মে তিলধারণের জায়গা থাকে না। হাতে সস্তার রেক্সিনের ব্যাগ আর চোখেমুখে একরাশ অনিশ্চয়তা নিয়ে

এরপর দশের পাতায়

বাজেট ঘোষণার পর খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী।

অপসারিত অভিষেক, বাদ মমতার ছবিও

তৃণমূলে হচ্ছেটা কী!

বিশেষ সেশনে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতারা।

কলকাতা, ২২ জুন : তৃণমূলে আড়াআড়ি বিভাজন সম্পূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাকাপাকি সম্পর্কচ্ছেদ করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তৃণমূল নেত্রীকে তাঁরা সরিয়ে দিলেন। নতুন জাতীয় কর্মসমিতি গঠন করলেন ঋতব্রতপন্থীরা। এতদিন ওই কর্মসমিতির চেয়ারম্যান মমতা ছাড়া কাউকে ভাবাই যেত না। বেসুরো তৃণমূলিরা সেই পদে বসিয়ে দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়কে। কর্মসমিতিতে প্রাক্তন মমতা-ঘনিষ্ঠদেরই ভিড়। সহ সভাপতি পদে আছেন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম ও রথীন ঘোষ।

নিজেদের প্রকৃত তৃণমূল হিসেবে তুলে ধরতে ঋতব্রতপন্থীদের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। কর্মসমিতি পুনর্গঠনে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বাদ পড়ে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ওই পদে ঋতব্রত ছাড়াও আরও কয়েকজন আছেন। ওই পদক্ষেপে শুধু ৬০ জন বিধায়ক নন, কলকাতা পুরসভার প্রায় ৭০ জন প্রাক্তন কাউন্সিলারও শামিল হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই মিলে সোমবার সন্ধ্যায় নিউটাউনের একটি বিলাসবহুল হোটেলে বৈঠক করেন।

শুধু জাতীয় কর্মসমিতি গঠনই যে উদ্দেশ্য, তা বোঝা যায় বৈঠকের সময়কাল দেখে। মাত্র ৩১ মিনিট ২০ সেকেন্ডে শেষ হয়ে যায় বৈঠক। বিধানসভায় আলাদা ব্লক তৈরি করার সময় ঋতব্রত অবশ্য বলেছিলেন, মমতাই তাঁদের নেত্রী। তাঁরা চান, তৃণমূল নেত্রী তাঁদের নেতৃত্ব দিন ও পরামর্শদাতার ভূমিকায় থাকুন। সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায় বসুনিয়া ও বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু বিধায়ক সে কথার প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন।

কিন্তু সোমবার ওই বিধায়করাই মমতাকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেললেন। বৈঠকস্থলে মমতার ছবি পর্যন্ত রাখা হয়নি। বদলে ছবি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধিজি, নজরুল ইসলাম ও বিআর আম্বেদকরের। মমতাপন্থী তৃণমূল অবশ্য এই পদক্ষেপকে আমলই দিচ্ছে না। ওই শিবিরে আজকাল সবচেয়ে বেশি সোচ্চার বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকি দল থেকে অপসারিত করা হয়েছে! এ কথা শুনলে আমাদের শুধু হাসি পায়। ঋতব্রত তো নিজেই দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। একজন বহিষ্কৃত, অন্য কাউকে কী করে বহিষ্কার করবেন?'

তাঁর কথায়, বাংলার মানুষের কাছে মায়ের মতো এই নেত্রীর প্রতি এমন জঘন্য অসম্মানের জবাব আগামী দিনে এ রাজ্যের মানুষ কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দেবে। তৃণমূল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমার্থক। আমাদের দলের যা কাঠামো, তাতে এগুলি করার এক্তিয়ার ওঁদের নেই।' ঋতব্রত ও তাঁর সহযোগীরা অবশ্য এই রদবদলে তৃণমূলের গঠনতন্ত্রকে হাতিয়ার করে ফেললেন।

এরপর দশের পাতায়

ঐতিহ্য ফেরাতে দার্জিলিংয়ে বরাদ্দ রেলমন্ত্রকের

সাজবে লোকো শেড

নিতাই সাহা

দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনের লোকো শেড।

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ঐতিহ্যবাহী রূপ ফিরে পেতে চলেছে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিনের লোকো শেড। ব্রিটিশ ভারতে গড়ে ওঠা লোকো শেডে লাগবে আধুনিকতার ছোঁয়া। রেলমন্ত্রকের তরফে অর্থবরাদ্দ হতেই উদ্যোগী হয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ। রেলকর্তারা জানাচ্ছেন, এই কাজ শেষ হলে পাহাড়ের বুকে চষে বেড়ানো স্টিম ইঞ্জিনগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের ক্ষেত্রে গতি অনেকটাই বাড়বে। তবে শুধু লোকো শেড নয়, দার্জিলিং রেলস্টেশনের ভবনটিকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রেও ঐতিহ্যবাহী রূপকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'পৃথক দুটি কাজের জন্য রেলমন্ত্রকের তরফে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। ধাপে ধাপে স্টেশন ও লোকো শেডের কাজ হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।'

ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮১ সালে দার্জিলিং স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিনের লোকো শেডটি গড়ে উঠেছিল। তবে সময়ে সময়ে সংস্কারের ফলে লোকো শেডের ঐতিহ্যবাহী রূপ কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে পড়েছে। যদিও দার্জিলিং রেলস্টেশনের পাশাপাশি ওই লোকো শেডটিও বর্তমান সময়ে পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির কারণে পাথর ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আওতাধীন লোকো শেডের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে সেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে নতুন করে লোকো শেডটি আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষা।

ডিএইচআর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই স্টেশন ও লোকো শেডের নকশা ও ডিপিআর (ডিটেল্ড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নকশা তৈরিতে ঐতিহ্যবাহী রূপ তুলে ধরা হচ্ছে। রেলকর্তারা জানাচ্ছেন, নকশা ও ডিপিআরের অনুমোদন মিলতেই কাজ শুরু করা হবে। মোট চারটি পর্যায়ে স্টেশন ও শেড আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের কাজ হবে। প্রথম পর্যায়ে হবে স্টেশনের কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে শেডের কাজ শুরু হবে। রেলকর্তাদের দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।

- প্রথম পর্যায়ে হবে স্টেশনের কাজ, দ্বিতীয় পর্যায়ে লোকো শেডের কাজ শুরু হবে
- স্টেশনের পাশাপাশি লোকো শেডটিও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু
- লোকো শেডের কাজ শেষ হলে স্টিম ইঞ্জিনগুলি রক্ষণাবেক্ষণে গতি অনেকটাই বাড়বে

গীতা পাঠে আত্মশুদ্ধির উদ্যোগ সংশোধনাগারে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার।

বালুরঘাট, ২২ জুন : এক বিচারাধীন বন্দি সামনে গীতা খুলে শ্লোক ব্যাখ্যা করছেন। আর তা মন দিয়ে বসে শুনছে জনা পঞ্চাশেক অন্য মামলার বন্দি আবাসিকরা। অপরাধ, বিচার আর সাজার গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে মানসিক পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির পথ খুঁজে নিতে আবাসিকদের দ্বারাই নতুন এই উদ্যোগ শুরু হল বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে।

গত ২১ জুন, রবিবার সকালে প্রথম গীতা পাঠের আসর বসে সংশোধনাগারে। সেখানকার একাংশ আবাসিককে দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবদগীতার শ্লোক পাঠ, তার ব্যাখ্যা ও চর্চায় মন দিতে। আবাসিকদের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে স্বাভাবিকভাবেই সম্মতি মিলেছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের। সংশোধনাগারের পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই। গীতা পাঠের মাধ্যমে আত্মসমালোচনা, নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা এবং মানসিক স্থিতি অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বর্তমানে মোট ৮০২ জন আবাসিক রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং বাকিরা ভারতীয়। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসবাস করলেও কয়েকজন ধর্মপ্রাণ আবাসিকের আবেদনের ভিত্তিতে সম্প্রতি গীতা পাঠের আয়োজন শুরু হয়েছে। এই সংশোধনাগারে দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজো সহ বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। প্রতি শুক্রবার মৌলবি দ্বারা নমাজ পাঠের আসর চলে। তবে কয়েকজন আবাসিক গীতা পাঠের আসরের আবেদন জানিয়েছিল। মাত্র এক সপ্তাহ আগে সংশোধনাগারের নতুন সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রাজেশকুমার মণ্ডল। দায়িত্ব নেওয়ার পরেই তিনি আবাসিকদের এই আবেদনে সাড়া দেন।

রবিবার প্রথম গীতা পাঠের আসরে প্রায় ৫০ জন আবাসিক অংশ নেয়। সংশোধনাগার সূত্রে খবর, চার-পাঁচজন আবাসিকের বিশেষ উদ্যোগেই এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। গীতা পাঠ ও আলোচনা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ২৫ বছর বয়সি এক বিচারাধীন আবাসিক, যিনি একটি পকসো মামলায় বর্তমানে জেলে রয়েছেন। অংশগ্রহণকারী অন্য আবাসিকদের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন মামলার বিচারাধীন বন্দি ও সাজাপ্রাপ্তরা। বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপার রাজেশকুমার মণ্ডল বলেন, 'সংশোধনাগার শুধু শাস্তি দেওয়ার জায়গা নয়, মানুষের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নেরও ক্ষেত্র। কয়েকজন আবাসিক গীতা পাঠের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। প্রতি রবিবার এই আসর বসবে। আবাসিকদের মধ্যে ভালো সাড়া মিলছে।'

পটকা ফাটিয়ে তাড়ানো হল হাতি

ময়নাগুড়ি, ২২ জুন : গত কয়েকদিন ধরে জলঢাকা নদীর চরে আশ্রয় নিয়েছিল বেশ কয়েকটি বুনো হাতির পাল। এদের মধ্যে খাবারের সন্ধানে দুটি শাবক সহ চারটি হাতি রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারঘাট এলাকায় ঢুকে পড়ে। রবিবার রাতে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টি ও জলঢাকার জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় তারা একটি চা বাগানে আটকে পড়ে। সকালে সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাতিগুলিকে দেখতে ভিড় জমান কৌতূহলী স্থানীয়রা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীরা পটকা ফাটিয়ে হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন।

রবিবার রাতে বৃষ্টির মধ্যেই দুটি শাবক সহ চারটি হাতি জলঢাকা নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়ে রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারঘাট এলাকার একটি চা বাগানে। সোমবার সকালে নদীর জল এতটাই বেড়ে যায় যে, নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ফেরত যাওয়া সম্ভব হয়নি ওই হাতির পালটির। গ্রামবাসী রত্নে খেড়িয়া বলেন, 'গত বছর অক্টোবর মাসের ৫ তারিখ একইভাবে জলঢাকা নদীতে জল বাড়ায় রামশাই কালীবাড়ি সংলগ্ন একটি চা বাগানে আটকে পড়েছিল একটি হাতির পাল। এদিন ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।' সকাল ১১টা নাগাদ হাতির পালটি নদীর ধার ধরে রামশাইয়ের জঙ্গলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন বনকর্মীরা। সেই সময় জলঢাকা নদীর জল অনেকটা কমে যাওয়ায় বন দপ্তরের কর্মীরা পটকা ফাটাতে থাকেন। হাতিগুলি রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়ারবাড়ি এলাকা দিয়ে জলঢাকা নদী পেরিয়ে নাথুয়ার জঙ্গলে ঢুকে যায়।

'ডাস্টার' রপ্তানি শুরু রেনোঁর

নিউজ ব্যুরো

২২ জুন : ফরাসি গাড়ি নির্মাতা সংস্থা রেনোঁ তাদের সম্পূর্ণ নতুন ডাস্টার মডেলের বিশ্বব্যাপী রপ্তানি শুরু করল। প্রথম পর্যায়ে ৭৫০টি গাড়ির একটি বড়সড়ো চালান চেন্নাই বন্দর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের তৈরি গাড়ির কদর যে ক্রমশ বাড়ছে, রেনোঁ ইন্ডিয়ার এই পদক্ষেপ তারই স্পষ্ট প্রমাণ। রেনোঁ ইন্ডিয়ার সিইও স্টিফেন ডেবলাইস জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত থেকে বার্ষিক ২ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের গাড়ি রপ্তানির বড় লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বুকে ভারতকে একটি প্রথম সারির অটোমোটিভ রপ্তানি হাব হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। নতুন ডাস্টার মডেলটি রেনোঁ গ্রুপ মডিউলার প্ল্যাটফর্মে তৈরি ভারতের প্রথম গাড়ি, যা ভারত এনক্যাপ ক্র্যাশ টেস্টে ৫-তারা সুরক্ষা রেটিং পেয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
e-N.I.T. No. 07 of 2026-27 of Assistant Engineer, Mal Sub-Division, P.W.D. Tender Reference No: WBPWD/AE/MAL/NIeT/07 MAL/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015762_1. Bid Submission Closing Date: 30-Jun-2026, 12:00 PM. Technical Bid Opening Date: 02-Jul-2026, 12:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Mal Sub Division, Mal, Jalpaiguri ICA-T10834(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Sub- division II, PWD invites online e- tender for 1 (One) no building work. i.e. e-NIT No. WBPWD/AE/RSD-II/NIT-03/2026-27, having Tender ID: 2026_WBPWD_5015695_1 Bid submission start date (online) 22.06.2026 from 5:30 p.m. Bid submission of closing date (online) 29.06.2026 12:30 p.m. For details please log on to website http://wbpwd.gov.in/or enquire at this office notice board. Corrigendum notice(s) of this/ this e- NIT if any will be published in the above website only. Sd/-Assistant Engineer (Civil) Raiganj Sub-DivisionII, PWD. ICA-T10841(1)/2026

TENDER
E Tender is hereby invited by the MSVP of MJN Medical College & Hospital, Cooch Behar, vide Memo No.: MJNMCH/MSVP/3059/2026, Dt. 19/06/2026 & Tender ID : 2026_HFW_1029203_1 for Procurement of Instruments of Radiology Department, MJN MCH, Cooch Behar. For details please follow the websites- **www.wbtenders.gov.in** / **www.wbhealth.gov.in** & **www.coochbehar.gov.in**. Last date of bid submission is 13/07/2026 up to 05.00 PM.
Sd/-
MSVP
MJN MCH

TENDER
E Tender is hereby invited by the MSVP of MJN Medical College & Hospital, Cooch Behar, vide Memo No.: MJNMCH/MSVP/3060/2026, Dt. 19/06/2026 & Tender ID : 2026_HFW_1029176_1 for Procurement of Instruments of Dental Department, MJN MCH, Cooch Behar. For details please follow the websites- **www.wbtenders.gov.in** / **www.wbhealth.gov.in** & **www.coochbehar.gov.in**. Last date of bid submission is 13/07/2026 up to 05.00 PM.
Sd/-
MSVP
MJN MCH

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Tender Notices
Tenders No. 01/BTR(E)/Tiger Re-introduction Programme/2026-27, 02/BTR(E)/Tiger Re-introduction Programme/2026-27. The undersigned invites e-Tenders for; i) 01/BTR(E)/Tiger Re-introduction Programme/2026-27-Maintenance of Forest Road from Jainti to 23rd Mile PJ Tower (7km), Jainti to 23rd Mile Sanghai Tower (7km), Bhutiyabasti to Chunia Watch Tower (3km), Buxa road beat to 28th Mile Dima Tower (2km) (ii) 02/BTR(E)/Tiger Re-introduction Programme/2026-27 - Hiring of vehicles for Security based tracking & Monitoring Team (01 no) and Rapid Response Team (02 Nos). Details also can be seen at the website www.wbtenders.gov.in. & www.westbengalforest.gov.in. Last date of Bid submission: 30.06.2026 up to 03:00 pm. Sd/-Deputy Field Director Buxa Tiger Reserve (East) ICA-T10797(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION AND TENDER NOTICE
Publication of (i) e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ03e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015791_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work including indoor sub-station at Jalpaiguri Government Engineering Collage, Jalpaiguri for FY: 2026-27. The last date for submission of tender on 07-Jul-2026 at 12:00 PM. and (ii) e-NIT No.: WBPWD/EE/JED/NIT 04e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015803_1, Name of work: Upgradation of Banarhat RH under Banarhat Block in the district of Jalpaiguri-SITC of Fire Detection & Alarm system. 07-Jul-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI ICA-T10849(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
e-Tender Notice
WBFOR/JWD-WBZA/NIT-16(e)/26-27- Strengthening and repairing of leopard enclosures at South Khairbari Mini Zoo under Jaldapara Wildlife Division. FY.-2026-27. Last date of online submission of bid- **30/06/2026.** For details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/www.westbengalforest.gov.in Sd/- D ivisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar ICA-T10780(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-18/2026-2027. (Tender ID: 2026_WBPWD_5015828_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Urgent replacement of 1 No 15 Bed cum Passenger Lift applicable Collapsible Gates, Electro Mechanical Door Locks and Provide ARD at Dinhata SD Hospital, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 27.06.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 07.07.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 09.07.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur. Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T10872(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online percentage rate Tender Notice is invited for 2(Two) Nos. works for NIT no. 04 of Sr. SE/NHC in the district of Dakshin Dinajpur under Dakshin Dinajpur Highway Division are as follows: 1) Patun More to Jordighi via Badalpur Road from 0.00 Kmp to 9.00 Km, Surfacing Work. Project ID : PD2526482655000. (3RD CALL) Rs. 2,90,41,149.00, **(Tender ID. 2026_WBPWD_5015820_1), 2)** Aminpur Battala More to Dehaband Road via Katason, Sarala from 0.00 Km to 10.00 Km, Surfacing Work Project ID: PD2526481915000. (3RD CALL). Rs. 2,89,58,809.00, **(Tender ID. 2026_WBPWD_5015820_2)**. Last date of bid submission of NIT is 21.07.2026 up to 1:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://tenders.wb.gov.in and this office notice board. Sd/- SANJEEV KUMAR MEHTA, Sr. Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate. ICA-T10879(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites Tender Electronic Tender Notice No.- 07 of 2026-27 of Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division. Name of Work : Emergent restoration of kulik Bridge at Soharai NH-34 to south of Raiganj Road, in the district of Uttar Dinajpur under Uttar Dinajpur Highway Division. Tender ID: 2026_WBPWD_5015809_1. Estimated Amount : 499569.00 Name of Work : Emergent restoration of rain cut damages and hard shoulder of Bindol-Bhatol Road from 0.00 km to 4.000 km, Uttar Dinajpur Highway Division. Tender ID : 2026_WBPWD_5015809_2. Estimated Amount : 482890.00 Bid Submission start date (online) 23.06.2026 from 02:00 P.M. Closing date of Bid Submission on 30.06.2026 up to 2:00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division P.W. (Roads) Directorate. ICA-T10854(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tenders No. 01/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27, 02/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27, 03/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27, 04/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme /2026-27, 05/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme /2026-27, 06/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme /2026-27. The undersigned invites e-Tenders for; (i) 01/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme /2026-27 - Maintenance of Forest Road from Sanghai Road to 23rd Sangi Tower to 26th Mile Road towards Jainti River (5 Km), 24th Mile Road from Dima to Bala river (6 Km), 25th Mile Road to Dima to Bala (6 Km), 1 No. Core Buffer Road (2 Km) (ii) 02/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme /2026-27 - Repair and maintenance of 25th Mile Anti-poaching camp (iii) 03/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme /2026-27 - Strengthening of Herbivore Enclosure Foundation (iv) 04/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme /2026-27 - Repair and Maintenance of Herbivore Enclosure Chain Link Fencing (v) 05/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme/2026-27- Construction of 2 nos. of Elephant Pilkhanas with EPTs and installation of Solar energized vertical Fencing for pilkhanas (vi) 06/BTRW/ Tiger Re-introduction Programme/2026-27 - Hiring of vehicles (4 Wheeler maxi cab) for security base tracking and monitoring team (01 no.) and Rapid Response Teams (02nos.) Details also can be seen at the website www.wbtenders.gov.in. & www.westbengalforest.gov.in Last date of Bid submission: 30.06.2026. Up to 03:00 pm Sd/- Deputy Field Director Buxa Tiger Reserve (West) ICA-T10796(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Bid reference no. - WBMSCL/NIT-566/2026, Dated –19/06/2026 WBMSCL is Notice inviting Tender for the work "Preparation of Detail Project Report (DPR) for Proposed Medical College at Alipurduar, West Bengal". Last date of submission of bid (online) – 29.06.2026 upto 01.00 P.M. The tender documents can be downloaded from www.wbmsc.gov.in on or after 11.00 A.M. on 20.06.2026. Clarification requests, if any may be sent to info@wbmsc.gov.in Sd/-General Manager, WBMSCL Additional Secretary to the Govt. of West Bengal. ICA-T10800(2)/2026

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 02 of 2026-27 (SL. No. 1 & 2)
Closing date extended upto 25/06/2026 at 12.00 Hours.
Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

পূর্ব রেলওয়ে

জুলাই ২০২৬ মাসের জন্য ই-অকশন প্রোগ্রাম

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭, তারিখ ১৮.০৬.২০২৬। চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে :

ক্রম নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ		
১.	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, লিলুয়া ওয়ার্কশপ	০৫/০৭/২০২৬	১৪/০৭/২০২৬	৩১/০৭/২০২৬
২.	এইচএলআর ডিপো	এইচএলআর ডিপো, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ	০৭/০৭/২০২৬	২১/০৭/২০২৬	২৮/০৭/২০২৬
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো, জামালপুর ওয়ার্কশপ	০৬/০৭/২০২৬	২২/০৭/২০২৬	৩০/০৭/২০২৬
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১০/০৭/২০২৬	২০/০৭/২০২৬	৩০/০৭/২০২৬
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৭/০৭/২০২৬	১৫/০৭/২০২৬	২৪/০৭/২০২৬
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৮/০৭/২০২৬	১৭/০৭/২০২৬	২৭/০৭/২০২৬
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০১/০৭/২০২৬	২৩/০৭/২০২৬	৩১/০৭/২০২৬

STORES-19/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

I, Minu Karjee Roy, Vill. & P.O. Hatiduba, P.S. Pundibari, Dist Coochbehar, by an affidavit before the Judicial Magistrate 1st Court Sadar Cooch Behar, 19-06-26 that in my husband Jatindra Nath Karjee who servicing in to Assam Rifles, C/O 99 APO, in his service documents his nominee's name Smt Minu Karjee, in place of Minu Karjee Roy has been written. That said, Minu Karjee Roy and Smt Minu Karjee is one and same identical person. (C/121458).

•

আমি Muslema Bibi, W/o- Mahidur Sk, আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- B/2025/2232471 (old No- 9057) Dt.-22/07/2015 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 2/3/26এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Nayan Sk থেকে Nayem Sk করা হলো। (C/122515)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২ টা। Ph:- 8250106017. (C/122242)

•

শিলিগুড়িতে Doctor's Opd Clinic -এর জন্য Female Receptionist চাই। (M) : 98323-27375. (C/122243)

•

ময়নাগুড়ি চা ফ্যাক্টরির জন্য হেল্পার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 15,000/-, মাসে ছুটি। ডাইরেক্ট জয়েনিং। M:- 8653609553. (C/122243)

•

পাইকারি খেলনার দোকানে কাজের জন্য সৎ, কর্মঠ পুরুষ কর্মীর প্রয়োজন। (বেতন এবং লভ্যাংশ)। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৭১৬৯৬৬ (দিনবাজার, জলপাইগুড়ি)। (C-122517)

আচার্য - আচার্যা নিয়োগ

আগামী ২৬/০৬/২০২৬ শুক্রবার, সারদা শিশুতীর্থ, সুদর্শনপুর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর- এ শিশুবাটিকা বিভাগে আচার্য/আচার্যা নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। যোগ্যতা- ন্যূনতম উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ তৎসহ ডি.এল.এড/বি.এড আবশ্যিক। যোগাযোগ - ৯৬১৪২৩৮৭৫৭, ৮৯০৬৩৩২৭৯৫, ৯৭৩৩১৭২৪৫৭। (C/122519)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, O+, বয়স 30-40 ID ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. - 7439962789. (C/122514)

বিক্রয়

জল্পেশ মন্দিরের সন্নিকটে পাকা রাস্তার ধারে 4d বাস্তু রেকর্ডেড জমি বিক্রয় হইবে। M: 8101152900. (SC)

ব্যক্তিগত

আমি সমীর সাহা (বুড়া) সাহেবগঞ্জ রোড নাট্য সংস্থা, দিনহাটার সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘ কয়েক বছর দায়িত্বভার পালন করিয়া আসিতেছি। বর্তমানে শারীরিক কারণে আমি এই পদ থেকে অব্যাহতি নিলাম। সাহেবগঞ্জ রোড, দিনহাটা। (SM)

অ্যাফিডেভিট

I Brajen Kr. Sarkar S/o. Jogesh Ch. Sarkar Vill- Paschim Duramari, P.O- Purba Duramari PS- Banarhat, Dist- Jal, Pin- 735233, shall hence forth be known as Brajen Kumar Sarkar, S/o- Jogesh Chandra Sarkar declared before the Executive Magistrate Court Dist-Jal (W.B) vide affidavit no- 13783, Date- 17/06/26 Brajen Kr. Sarkar and Brajen Kumar Sarkar, and Jogesh Ch. Sarkar and Jogesh Chandra Sarkar both are Same and identical person.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ বিরোধ, দুপুর ১২.০০ নাগিনকন্যা, ২.০০ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বউ, সন্ধে ৭.৩০ দেবীবরণ, রাত ১০.০০ দিওয়ানা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ পাওয়ার, দুপুর ১২.৪৫ শাপমোচন, বিকেল ৩.৪৫ বাংলা বধূ, সন্ধে ৭.০০ সংগ্রাম, রাত ১০.১৫ জোর

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ জন্মদাতা, সন্ধে ৬.৩০ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.১৫ বদলা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বউঠান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান সম্মান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সোলজার

মাসাই মারা : আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফ স্টোরিজ
বিকেল ৩.২৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

দিওয়ানা রাত ১০.০০ জি বাংলা সোনায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বৃষ : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমাজে প্রশংসিত হবেন। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। কর্কট : অফিসের কোনও কাজ সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। পাওনা আদায় করতে পেরে স্বস্তি পাবেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি। সিংহ : সাংসারিক কাজে সারাদিন ব্যস্ততায় কাটবে। নিজের শরীর নিয়ে অযথা চিন্তা ছাড়ুন। বাবার সঙ্গে ব্যবসার পরিকল্পনায় সাফল্য। কন্যা : দীর্ঘদিনের পুরোনো কোনও বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। তুলা : দীর্ঘদিনের দাম্পত্যের ঝামেলা মিটে যাবে। ব্যক্তিগত কারণে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৃশ্চিক : বিপন্ন কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য কেটে যাবে। ধনু : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। প্রেমে সমস্যা কাটবে। মকর : পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ। নিজের ভুলে কোনও ভালো কাজ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। আজ কথা কম বলার চেষ্টা করুন। কুম্ভ : বাড়ি সারানোর কাজে নেমে আর্থিক সমস্যা হতে পারে। বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের আইনি সমস্যা কাটবে। প্রেমের সম্পর্ক আজ বাড়িতে মেনে নিতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২ আষাঢ়, ২৩ জুন ২০২৬, ৮ আহার, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৭ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৫, অঃ ৬।২৪। মঙ্গলবার, নবমী রাত্রি ৭।৪৫। হস্তানক্ষত্র দিবা ৩।৩৫। বরীয়ানযোগ দিবা ২।২২। বালবকরণ দিবা ৭।৪৩ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।৪৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।৩৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।১১ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৭।৪৫ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ১।২০ গতে ৩।১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস (২৩ জুন)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কলেজে নিরোধ

বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজের লাইব্রেরি ভবন থেকে ব্যবহৃত নিরোধ ও মদের বোতল উদ্ধার। সমগ্র ঘটনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কুপিয়ে খুন

ভরসন্ধ্যায় মহিলাকে কুপিয়ে খুন হাওড়ার শিবপুরে। অভিযুক্তের দাবি, তাঁর মায়ের সম্প্রতি ক্যানসার ধরা পড়ে। মহিলার থেকে ধারের টাকা চেয়েও পাচ্ছিলেন না। সোমবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়।

হাজতে কর্মাধ্যক্ষ

এক তরুণকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়কে। স্থানীয়রা তার বিরুদ্ধে হুমকি ও তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ এনেছে।

জুতোপেটা

হালিশহর পুরসভায় নথি সরানোর অভিযোগে জুতোপেটা করা হল প্রাক্তন চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষের ভাই পাপন ঘোষকে। তাঁকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীরা।

ফুটবল ফিভার.. সোমবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

আশাকর্মীদের স্বপ্নপূরণ অবশেষে

কলকাতা, ২২ জুন : তৃণমূল জমানায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে একাধিকবার পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে রাজ্যের আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। কয়েক মাসের ব্যবধানে ঘুরে গেল তাঁদের ভাগ্যের চাকা। প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ৫ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের বিজেপি সরকার। এতদিন আশাকর্মীদের সাম্মানিক ছিল ৬ হাজার টাকা, নতুন সরকার প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়ানোয় এবার তা দাঁড়াল ১১ হাজার টাকায়।

সোমবার রাজ্যের অষ্টাদশ বাজেটে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অন্তঃসত্ত্বা, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বাজেটে একগুচ্ছ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বাজেট পেশের সময় তিনি বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আশাকর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।' আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধি নিয়ে বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আশা করি আশাদিদি-বোনেরা খুশি হয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৪ হাজার টাকা চেয়েছিলেন, লাঠি মেরেছিল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাইতে হয়নি, আপনারা না চাইতেই পেয়েছেন।' সাম্মানিক বৃদ্ধি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, '৫ হাজার টাকা মাসিক সাম্মানিক বাড়ায় কর্মীদের একাংশ অবশ্যই খুশি হয়েছেন। আমরা মনে করি এটা আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের আংশিক জয়। আশা করব আমাদের বাকি দাবি পূরণে

বেতন বৃদ্ধি সিভিক, অঙ্গনওয়াড়িদের

সরকার সদর্থক ভূমিকা পালন করবে।'

নতুন বাজেটে মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের মাসিক ভাতা ১ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলে পড়ুয়া প্রতি বরাদ্দ বেড়ে ১০ টাকা করা হচ্ছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে যদিও খুশি নয় মিড-ডে মিল রাঁধুনি সংগঠন। অ্যাসোসিয়েশন অফ মিড-ডে মিল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর আহ্বায়ক নাতাশা খানের দাবি, 'আশা ও অঙ্গনওয়াড়ির তুলনায় মিড-ডে মিল কর্মীদের টাকা বৃদ্ধি অত্যন্ত নগণ্য। তার ওপর মিড-ডে মিল কর্মীদের ক্ষেত্রে এই টাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। তাঁরা এখনও বছরে ১০ মাসের মাইনে পান। ডিমের দাম বর্তমানে ৮ টাকা। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে পড়ুয়া পিছু অন্তত ২০ টাকা বরাদ্দ না হলে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া যায় না।'

অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য করার কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও গ্রিন পুলিশ কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে আমি অগাস্ট মাস থেকে তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার বাড়ানোর প্রস্তাব করছি। এছাড়া হোমগার্ড ও এনভিএফ কর্মীদেরও মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হবে।' মাসিক বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় খুশির হাওয়া সিভিক ভলান্টিয়ার মহলে। এছাড়া প্রাণীমিত্র ও প্রাণীসেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বেতনও ২ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত সরকারের আমলে বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা ছিল ১ হাজার টাকা। নতুন বাজেটে সেই টাকা বাড়িয়ে দেড় হাজার করা হয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষমরা এতদিন মাসে হাজার টাকা করে 'মানবিক ভাতা' পেতেন। এবার তাঁরাও পাবেন দেড় হাজার টাকা।

আরও পাঁচটি জেলা বাংলায়

কলকাতা, ২২ জুন : রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের বাজেটে পাঁচটি নতুন জেলার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতা, সুন্দরবন, বসিরহাট, জঙ্গিপুর ও আরামবাগ নতুন পাঁচ জেলা হতে চলেছে। ফলে বর্তমানে জেলার সংখ্যা ২৩ থেকে বেড়েছে ২৭-এ। পাশাপাশি কাঁথিতে নতুন পুলিশ জেলা, ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে নতুন মহকুমা, দার্জিলিংয়ের শিবমন্দির-মালদার গাজল-চাঁচল-পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা-হাওড়ার বাগনান-পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট-হুগলির কামারপুকুর-আলিপুরদুয়ারে জয়গাঁতে নতুন পুরসভা গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে কলকাতাকে আলাদা জেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। রাজধানী কলকাতাকে এমনিতেই জেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাহলে আলাদা জেলা গঠনের কথা কেন বলা হচ্ছে? প্রশাসনিক বক্তব্য, অন্যান্য জেলার তুলনায় কলকাতায় প্রশাসনিক কাজ আলাদা ও প্রশাসনিক কাঠামো ভিন্ন। এখানে জেলাশাসক থাকেন না। তার বদলে কালেক্টর থাকেন। রাজ্য সরকারের যে কোনও দপ্তর কলকাতায় সরাসরি কাজ করে। অন্য জেলাগুলিতে প্রশাসনিক কাজের জন্য বিভিন্ন স্তর থাকে। তাই অন্য জেলার মতো কলকাতাতেও কাজ চলবে।

কৃষিক্ষেত্রে ১০০ কোটি

কলকাতা, ২২ জুন : সোমবার বিধানসভায় পেশ করা বাজেটে আনাজ আর ডালের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১০০ কোটির একটি বিশেষ তহবিল গড়ার ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। পাশাপাশি ফসল নষ্ট হওয়া রুখতে বড় আকারের হিমঘর এবং প্যাকিং সেন্টার তৈরিতে সরকার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেবে।

আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলির গ্রামীণ পরিকাঠামো ও চাষের উন্নতির জন্য একটি নতুন বিশেষ কৃষি যোজনা চালু করছে সরকার। এবার থেকে আলু চাষিদের ফসল বিমার প্রিমিয়ামের অর্ধেক টাকা সরকার নিজেই মিটিয়ে দেবে। সরকারিভাবে আলু কেনার সময় কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০০ টাকা বেশি দেওয়া হবে। একইভাবে খারিফ মরশুমে ধান বিক্রি করলেও মিলবে কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০০ টাকা ইনসেন্টিভ। আগামী দিনে ধানের সরকারি দাম ধাপে ধাপে বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ৩,১০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনায় আম উৎপাদনে আধুনিক পরিকাঠামো গড়তে ৫০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

'দিল্লির তৈরি বাজেট'

কটাক্ষ তৃণমূলের, তবে এখনই সমালোচনা নয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ জুন : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোমবার তাঁর সরকারের প্রথম বাজেট প্রসঙ্গে বলেন, 'এটি একটি সুন্দর, ইনক্লুসিভ বাজেট। অতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার কথা বলা নেই। অতিরিক্ত ঘাটতিও নেই। সামান্য ১-২ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে।' তিনি 'সুন্দর, সর্বজনীন ও ঘাটতিহীন' বলে সার্টিফিকেট দিলেও, বিরোধী শিবির তৃণমূল ও কংগ্রেস তা মানতে নারাজ। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর বাজেট পেশের পর নবান্নের প্রাক্তন শাসকেরা একযোগে সুর চড়িয়েছেন নতুন সরকারের বিরুদ্ধে। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও মদন মিত্র বলেন, 'এটি বাংলার বাজেট নয়, আসলে দিল্লির তৈরি করা 'কেন্দ্রীয় বাজেটের রাজ্য সংস্করণ'।' তবে সদ্য ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকারকে এখনই পুরোপুরি কাঠগড়ায় না তুলে গঠনমূলক সমালোচনার স্বার্থে শুভেন্দুর সরকারকে আরও কিছুটা সময় দিতে চান তাঁরা। প্রদেশ কংগ্রেসের অবশ্য মত, বাজেটে বড় বড় ঘোষণার মাধ্যমে প্রচারের আলো কুড়োনোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলার মৌলিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজ্য।

পূর্বতন শাসকদলের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'তৃণমূলের বাজেট ছিল রাজ্য সরকার নির্ভর বাজেট। আর বর্তমান বিজেপি

বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল ঘোষ ও মদন মিত্র। -রাজীব মণ্ডল।

সরকারের রাজ্য বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার নির্ভর বাজেট। এখানে খরচের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে, সরকারের আয় কী, তা বাজেট বিবৃতিতে স্পষ্ট নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ভর এই বাজেটের ভালোমন্দ কোনওটাই আমরা বলছি না। বাজেট শুনতে শুনতে বারবার মনে হচ্ছিল রাজ্য বাজেট শুনছি নাকি কেন্দ্রীয় বাজেটের রাজ্য সংস্করণ শুনছি।'

এদিন বাজেট শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুক ঠুকে দাবি করেন, বাজেটে কোনো অতিরিক্ত ঋণের বোঝা বা বড়সড় ঘাটতি নেই। পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে আগের আমলের 'জল মেশানো' আর 'ভুয়ো সার্টিফিকেট' ঝাড়াই-বাছাই করার হুঁশিয়ারি দিলেও, কাউকেই ছাঁটাই করা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে সরকারি হাসপাতালে রোগী পিছু খাবারের বরাদ্দ ৫৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করা এবং আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের না চাইতেই সাম্মানিক বাড়ানোর বড় দাওয়াই দিয়েছেন শুভেন্দু। মনে করিয়ে দিয়েছেন, আগের সরকারের আমলে দাবি জানাতে গিয়ে এরা কেবল পুলিশের লাঠিই পেয়েছিল।

শুভেন্দুর এই সব জনমোহিনী চালকে অবশ্য 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফর্মুলা' বলেই কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপি আগে তৃণমূলকে 'ভাতা নির্ভর সরকার' বলে ব্যঙ্গ করত, অথচ আজ নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সেই ভাতার পথেই হাঁটতে হচ্ছে।' বাজেটে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের উল্লেখ না থাকায় এবং তার বদলে 'আয়ুষ্মান ভারত'কে ঢুকিয়ে দেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তৃণমূল। কুণালের প্রশ্ন, 'গরিব মানুষ আয়ুষ্মান ভারত না পেলে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে দয়া ভিক্ষা করবেন কেন? অন্নপূর্ণা যোজনায় কেন 'যোগ্য' শব্দের মারপ্যাঁচে সবাইকে সুবিধা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করার ছক চলছে?' এমনকি সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্র যদি গায়ের জোরে বাংলার টাকা আটকে না রাখত, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই আরও বেশি ডিএ দিয়ে দিতেন।

ডিম থাকবে তো?

ইসকনকে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়ায় সন্দেহ

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুন : রাজ্যের বিজেপি সরকারের বাজেটে জানানো হয়েছে কলকাতা পুরসভা এলাকার স্কুলগুলিতে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দিতে পাইলট প্রকল্প হিসেবে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ইস্কনকে। একইসঙ্গে প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের মধ্যাহ্নভোজ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। তবে মিড ডে মিলে ইস্কনকে দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর ঘোষণার পর থেকেই শিক্ষামহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, কলকাতার স্কুলের পড়ুয়াদের পাতে ডিম বা আমিষজাতীয় খাবার থাকবে তো? ধীরে ধীরে কি জেলার স্কুলেও কি মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হবে ইস্কনকে?

বিধানসভার অধিবেশন শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, 'পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে কলকাতার স্কুলগুলির জন্য মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ইস্কনকে। তারাই খাওয়াবে। খেয়ে দেখুন গুণমানে ভাল। ইচ্ছা না হলে আপনাকে হরেকৃষ্ণ বলতে হবে না।' তবে ঠিক কবে থেকে এই ব্যবস্থা চালু হবে, কী ধরনের খাবার দেওয়া হবে কিংবা বর্তমান ব্যবস্থার কী হবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট করা হয়নি। বর্তমানে কলকাতার বহু স্কুলে মিড-ডে মিল স্কুলেই রান্না হয়। কোথাও আবার কমিউনিটি কিচেন থেকে খাবার আসে। শিক্ষা দফতরের একাংশের বক্তব্য, সরকারি নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত পুরো বিষয়টি স্পষ্ট নয়। শিক্ষকদের একাংশের আশঙ্কা, ইস্কনের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ হলে নিরামিষ খাদ্যই প্রধান হয়ে উঠতে পারে। তাঁদের প্রশ্ন, সংখ্যাগরিষ্ঠ আমিষভোজী রাজ্যের রাজধানীতে পড়ুয়াদের খাদ্যাভ্যাস কি পরোক্ষে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার? এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চর্চার মধ্যেই কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য রাজ্যের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে বলেছেন, 'এটা রাজ্য সরকারের হিন্দুত্ববাদকে লালন পালন করার পদক্ষেপ। ইস্কন একটি আন্তর্জাতিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।' অন্যদিকে অ্যাসোসিয়েশন অব মিড ডে মিল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আম্মার পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে কাজ হারাবেন মিড-ডে মিল কর্মীরা। আগামীদিনে রাস্তায় নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংস্থার আহ্বায়ক নাতাশা খান।

বিতর্কের মধ্যেই এবিষয়ে মুখ খুলেছে ইস্কন। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ইস্কনের কলকাতা শাখার সহসভাপতি রাধারমন দাস জানিয়েছেন, 'আমিষ খাবারই বাঙালি সংস্কৃতির অংশ নয়। ডিম দেওয়া হয় পুষ্টির জন্য কিন্তু নিরামিষ অনেক খাবার আছে যা থেকেও সমপরিমাণ পুষ্টি পেতে পারেন পড়ুয়া।' তিনি আরও জানিয়েছেন, '২০০২ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের খাবার সরবরাহ করে আসছে ইস্কন। মহারাষ্ট্রের মত রাজ্যে যেখানে আমিষ খাবারের চল রয়েছে সেখানেও পড়ুয়ারা তৃপ্তিতেই ইস্কনের পাঠানো খাবার খান।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'খাদ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েই উন্নতমানের খাবারই পাবেন পড়ুয়ারা। রোজ খাবারের থালায় রকমারী পদও দেওয়া হবে।'

শিল্পে তোলাবাজি রুখতে আইনের পথে রাজ্য

কলকাতা, ২২ জুন : সোমবার বিধানসভায় শুভেন্দু সরকারের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ২০২৬-'২৭ সালের যে বাজেট পেশ করলেন, সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে, ১০০ কোটি টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আলাদা করে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ, ট্রেড লাইসেন্স বা কোনও অনুমতির জন্য মাসের পর মাস ঘুরে জুতো ক্ষয় করতে হবে না। 'সিঙ্গল উইন্ডো' বা এক-জানলা ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্য সরকার নিজেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত অনুমতি দিয়ে দেবে।

পাশাপাশি, সরকারি সংস্থা বা বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত জমি উদ্ধার করে তৈরি হবে ল্যান্ড ব্যাংক। শিল্পতালুকে জমি নিয়ে যাঁরা বছরের পর বছর ফেলে রেখেছেন, তাঁদের জমি ফেরত নেবে সরকার। কোনও সুদ ছাড়াই লিজ প্রিমিয়াম ও সালামি ফেরত দিয়ে সেই জমি প্রযুক্তিচালিত স্বচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বাণিজ্য বাড়াতে এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে দোকান ও বাজার আইন বদল করছে সরকার। এবার থেকে কড়া শ্রম সুরক্ষা মেনে দোকান, রেস্তোরাঁ, অফিস এবং হোটেল চব্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখা যাবে। প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কলকাতা ও রাজ্যের বড় শহরগুলিতে এই নিয়ম চালু হচ্ছে।

সেইসঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আইন মেনে ব্যবসা করতে এলে কাউকে তোলা দিতে হবে না। তোলাবাজি করলে সরাসরি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে দ্রুত জেলে পাঠানো হবে। এছাড়া আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন স্টার্ট-আপ পলিসি আসছে। বাংলায় বিশ্বমানের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ধরে রাখতে ৫০ কোটি টাকার একটি বিশেষ ফান্ড গড়া হচ্ছে। এমনকি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জকে আবার চাঙ্গা করবে রাজ্য। আর মা-বোনেদের 'মাইক্রো-উদ্যোগী' করে তুলতে ডিজিটাল স্কিল ও মাইক্রো-ফিন্যান্সের সুবিধা দিয়ে আনা হচ্ছে নতুন 'ক্লাউড-কিচেন পলিসি'।

দলীয় তহবিল ফিরে পেতে মামলা তৃণমূলের

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ জুন : দলীয় তহবিল বাঁচাতে কার্যত মরিয়া কালীঘাট তৃণমূল শেষমেশ আইনি পথেই হাঁটল। ফ্রিজ হয়ে যাওয়া তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে জোড়াফুল। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেও দ্রুত শুনানির আর্জি গ্রহণ করেননি বিচারপতি। অন্যদিকে পরিস্থিতিতে আরও জটিল করেছে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের শোকজের জবাব। তিন পাতার চিঠি দিয়ে দলীয় তহবিলে বিভিন্ন তছরুপের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সেই কারণে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়ার পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন তিনি।

দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়ার পরে তাঁকে শোকজ করে তৃণমূল। পালটা জবাবে অরূপ জানিয়েছেন, দলের প্রয়োজনে কিছু চেক আগে থেকে সই করে রাখতেন তিনি। সেই চেক কোথায় ব্যবহার হয়েছে, কারা সেই চেক ব্যবহার করে কীভাবে টাকা তুলেছেন, কত টাকা তোলা হয়েছে তা জানেন না তিনি। সম্পূর্ণ হিসেব তাঁর কাছে নেই। সেই কারণে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানানো হয়। তবে দলত্যাগ ও দলবদলের আবহে তিনি এখনও তৃণমূলে আছেন বলে জবাবে লিখেছেন অরূপ। এদিন মেসি কাণ্ডে হাজিরা দিয়ে বেরোনোর পরে তিনি বলেন, 'কে ভালো তৃণমূল, কে খারাপ তৃণমূল তা জানি না। আমি তৃণমূলের সঙ্গে আছি, মমতাদির সঙ্গে আছি। দলীয় ফান্ডের বিষয়টি অভ্যন্তরীণ।' এছাড়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, ডেরেক ও'ব্রায়েনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যবসায়ীদের সময়সীমা বেঁধে দিলেন পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ জুন : বাজার ও জনপরিসরে অপরিচ্ছন্নতা বরদাস্ত করা হবে না। গড়িয়াহাট বাজার পরিদর্শনে গিয়ে এমনই কড়া বার্তা দিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন সকালে কলকাতা পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে বাজার ঘুরে দেখেন তিনি। পরিদর্শনের সময় একাধিক অনিয়ম তাঁর নজরে আসে। মাছের বাজারে যত্রতত্র আবর্জনা ও আঁশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে নর্দমার জল বেরোতেও সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পুরমন্ত্রী।

ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেন, মাছের আঁশ পরিষ্কার করার পরেই জল ফেলতে হবে। বাজারের কয়েকটি দোকানের সামনে অতিরিক্ত নির্মাণও নজরে আসে তাঁর। সরকারি জায়গা দখল করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সমস্ত অনিয়ম দূর করতে ব্যবসায়ীদের ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মন্ত্রী।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাছের বাজারের পাশাপাশি ফলের বাজারও পরিদর্শন করেন অগ্নিমিত্রা পাল। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি পুরকর্মীদেরও সচেতন করেন তিনি। বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান পুরমন্ত্রী।

ম্যাজিক ফিগার পেল না কালীঘাট

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ জুন : জয়ী প্রার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশই বিক্ষুব্ধ হয়ে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। বাকি পরাজিত প্রার্থীদের কাছাকাছি বেঁধে রাখতেও ব্যর্থ কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা কেন্দ্র অনুযায়ী ভোটের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু পরাজিতদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৮ জন প্রার্থী ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বাকি ২০৩ জনকে পথেই আনতে পারলেন না মমতা। অন্তত ১০০ জনকে দিয়ে মামলা করানোর টার্গেট নেওয়া হলেও 'ম্যাজিক ফিগার' ছোঁয়া সম্ভব হয়নি।

নিয়মানুযায়ী ভোটের ফলাফলের পর ৪৫ দিনের মধ্যে ইলেকশন পিটিশন করা যায়। গত শুক্রবার সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে। তার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ৮ জন কারচুপির অভিযোগে ইলেকশন পিটিশন করেছেন। বাকি প্রার্থীরা এই পথেই হাঁটেননি। ফলাফলের পর্যালোচনা অনুযায়ী প্রায় ৫০টি আসনে বিজেপি ও তৃণমূলের ভোটের পার্থক্য খুব বেশি নয়। এমনকি ৩০টি এমন আসন রয়েছে যেখানে ১০ হাজারেরও কম ভোটে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। তা সত্ত্বেও দলের এই ভরাডুবির সময়ে পরাজিত প্রার্থীদের অধিকাংশকেও পাশে পাচ্ছেন না মমতা-অভিষেক। তৃণমূলের হয়ে প্রথম মামলা করেন পাণ্ডবেশ্বরের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পরবর্তীতে ভবানীপুর আসন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন দলনেত্রী। এছাড়াও বিনপুরের বীরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রামের মঙ্গল সোরেন, মানবাজারের সন্ধ্যারানি টুডু, গোপীবল্লভপুরের অজিত মাহাতো, রাজারহাট নিউটাউনের তাপস চট্টোপাধ্যায়, পটাশপুরের পীযূষকান্তি পন্ডারা মামলা করেছেন।

তবে পরাজিত প্রার্থীদের অধিকাংশের মতে, ইলেকশন পিটিশন করতে গেলে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা দরকার। সকলে সব প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখেননি। কিছু অনিয়ম থাকলেও জনতার রায় মাথা পেতে নিতে হবে। নদিয়ার এক পরাজিত প্রার্থীর কথায়, 'এখন যা পরিস্থিতি তাতে কেউ ব্যক্তিগতভাবে মামলা করতে রাজি নন। করলেও দল কি পাশে থাকবে?' তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়তেই দূরত্ব তৈরি করেছেন অনেকেই।

এই পরিস্থিতিতে বিপদের দিনেও নৈকট্য সঙ্গীদের সঙ্গ থেকেও ব্রাত্য তৃণমূল। উল্লেখ্য, তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপির ৬ জন প্রার্থীও আদালতে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বহু মামলা এখনও বিচারাধীন। ফলে মামলা দায়ের হলেও আদৌ তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ের কারণে কি দূরত্ব রচনা, সেই প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে।

চর্চায় অর্থমন্ত্রীর চটের ফাইল

কলকাতা, ২২ জুন : চটের তৈরি ফাইলে মাদুরকাঠির অর্ধচন্দ্রাকৃতি নকশা। ব্যাগের ডান দিকের উপরের কোণে রুপোলি ধাতব অশোকস্তম্ভ। রাজ্যে বিজেপি সরকারের পেশ করা প্রথম বাজেট ঘোষনার দিন শুধু হিসেব নিকেশ আর বরাদ্দই নয়, চর্চায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর হাতের বিশষ ফাইলটিও। অনেকেই ধারনা করছেন, সংখ্যাতত্ত্বে ভরা ওই চটের ব্যাগের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের নতুন সম্ভাবনার বার্তা দিয়েছেন। তবে এটা প্রথম নয়।

এর আগে ২০২৫ সালের পূর্বতন সরকারের বাজেটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দেখা গিয়েছিল শীতলপাটির কাজ করা চটের মোড়কে বাজেট পেশ করতে। তবে সেই সময়ও বাজেট অঙ্কের হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই ফাইল হাতেই বাজেট অধিবেশনে যান অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

এদিন রুপোয় মোড়া অশোকস্তম্ভের চমক নজর কাড়ল রাজ্যবাসীর। আগে এই ধরণের আলোচনা শুধুই হত কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বাজেট নিয়ে । মোদি ক্যাবিনেটের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে দেখা যেত চামড়ার ব্যাগে লাল শালুতে মোড়া খেরোর খাতার মতো করে বাজেট পেশ করতে । অনেকেই মনে করেছিলেন এইভাবে

তিনি সনাতনি সংস্কৃতির বার্তা দিতে চেয়েছেন। আবার ট্যাবের মাধ্যমেকাগজহীন বাজেট প্রকাশ করেও চমক দিয়েছেন তিনি। যদিও বিগত দুটি বাজেটকে সড়িয়ে রাখলে পশ্চিমবঙ্গের হাল হিসেব প্রকাশ চিরকালই হয়ে এসেছে সাদামাটাভাবে।

বাম আমলে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তকে দেখা যেত চামড়ার অফিস পোর্ট ফলিও ব্যাগে আবার কখনও মোটা খাতা হাতে বাজেট পাঠ করতে। এমনকি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকেও ২০২৩ ও ২০২৪ সালে দেখা গিয়েছিল বাজেটের খাতা নিয়েই বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে। এদিন একাধিক খাতে ঘোষনা করা বিপুল গ্রান্ট যেমন চমক দিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে, তেমনই স্বপন দাশগুপ্তের হাতের ব্যাগটিও চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকল।

'শক্তিপীঠ সার্কিট' ঘোষণা সরকারের

কলকাতা, ২২ জুন : বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে একগুচ্ছ ঘোষণা করল রাজ্যের বিজেপি সরকার। এদিন অর্থমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন শক্তিপীঠ ও ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের উন্নয়নে গঠন করা হবে 'হেরিটেজ কমিশন' ও নির্মাণ করা হবে 'বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট'। এদিন তিনি বলেন, 'দুর্গাপুজো শুধু উৎসব নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক আত্মার প্রতীক। ইউনেস্কোর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই উৎসবকে সামনে রেখে দেশ-বিদেশে প্রচার চালাবে রাজ্য সরকার।' সরকাররে পরিকল্পনা বলতে গিয়ে তিনি বলেন,'দুর্গাপূজা-এক বিশ্বজনীন উৎসব, বাংলার চিরন্তন আবেগ শীর্ষক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে থিম প্যাণ্ডেল, শিল্প, সঙ্গীত, ঐতিহ্য এবং সম্প্রীতির বার্তাকে আন্তর্জাতিক পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরা হবে।' অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, 'পর্যটকদের জন্য বিশেষ ট্যুর প্যাকেজ, ডিজিটাল গাইড এবং উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থাও করা হবে।'

রাজ্য বাজেটে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, কালীঘাট, তারাপীঠ, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি, জল্পেশ মন্দির, তারকেশ্বর, কঙ্কালীতলা, কিরিটেশ্বরী-সহ একাধিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পুনর্গঠন করা হবে হেরিটেজ কমিশন। এছাড়াও, ধর্মীয় পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করতে চালু হবে 'বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট'। ভ্রামরীদেবী, নন্দীকেশ্বরী, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ফুল্লরা ও কঙ্কালীতলার মতো শক্তিপীঠগুলিকে একটি পর্যটন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। সরকারের আশা, এই উদ্যোগে রাজ্যের ধর্মীয় পর্যটন যেমন বাড়বে, তেমনই চাঙ্গা হবে স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান।

মেসি কাণ্ডে দ্বিতীয়বার হাজিরা অরূপের

কলকাতা, ২২ জুন : মেসি কাণ্ডে দ্বিতীয়বার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ তিনি থানায় আসেন। এদিন তিনঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মেসি কাণ্ডে এখনও তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু অসংগতি রয়ে গিয়েছে। তাই পুনরায় তাঁকে চলতি সপ্তাহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে। এদিন অরূপ আসার আগেই জুতোর মালা হাতে অপেক্ষা করছিলেন বিক্ষুব্ধরা। তবে সেই মালা পরাতে না পারলেও অরূপ বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ফুটবল ছোড়া হয়।

সূত্রের খবর, ঘটনার দিন টিকিট কালোবাজারি নিয়ে শতদ্রু দত্ত যে অভিযোগ তোলেন, তা নিয়ে জানতে চাওয়া হয় অরূপের থেকে। মাঠের মধ্যে মেসির নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন এবং ৩০ জনের বেশি চিত্রগ্রাহক কেন মাঠে ছিলেন, তা নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি প্রাক্তনমন্ত্রী।

এসো স্বপ্নপূরণের দিন...

ছবি : সূত্রধর

পাওয়া-না পাওয়ার অভিযোগ, অভিমান জমতে জমতে পাহাড় সমান। দিন বদলেছে, চরিত্র বদলেছে জনপদের। মাথা তুলেছে কতশত নির্মাণ। কোনওটি বৈধ, কোনওটি আইনকে পাত্তা না দিয়েই। উন্নয়নের আশ্বাস দিয়ে ভোট বৈতরণি পার হয়েছেন নেতারা। কথা রাখার দায় ছিল না যেন কারও। জনসংখ্যা বাড়লেও নাগরিক পরিষেবা রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরে। অবশেষে দাবিকে মান্যতা। পুরসভা ঘোষণা করল বিজেপি সরকার। আরও পথ চলা বাকি। আরও অনেক আদায় করার বাকি। এবার অন্তত ঘুচে যাক বঞ্চনার যন্ত্রণা...

পুরসভা ঘোষণা শিবমন্দিরকে

অনেক লড়াইয়ের পর জয় এল। শিবমন্দিরের মানুষকে দেওয়া কথা রাখতে পারলাম। ভালো লাগছে জনগণকে ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে পেরে।

আনন্দময় বর্মন, *প্রতিমন্ত্রী*

নীতেশ বর্মন

শিবমন্দির, ২২ জুন : বিরোধী দলের বিধায়ক থাকার সময়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে শিবমন্দিরকে আলাদা পুরসভার দাবিতে সরব হয়েছিলেন। এমনকি চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূল জমানায় বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের দাবি গুরুত্ব পায়নি। তবে তিনি যে নাছোড়বান্দা। বঙ্গে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরেই উত্তরকন্যার বৈঠকে সেই দাবি তোলেন আনন্দময়। তাঁর দাবিতে সম্মতি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপরই রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী করা হল আনন্দময়কে। তাঁর হাতেই যখন রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডারের ব্যয় পরিকল্পনার দায়ভার, তখন তিনি সেই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাজেট ঘোষণায় যখন নতুন পুরসভার কথা পড়ছিলেন, সেখানে প্রথম নামটাই শিবমন্দিরের। খানিক দূরে বসে আনন্দময়ের চোয়াল তখন শক্ত। পরে ফোনে বলছিলেন, 'অনেক লড়াইয়ের পর জয় এল। শিবমন্দিরের মানুষকে দেওয়া কথা রাখতে পারলাম।'

বিকেলে অকাল হোলিতে মেতে উঠেছিলেন শিবমন্দির এলাকার আট থেকে আশি, প্রায় সকলেই। প্রত্যেকের মুখে মুখে আনন্দময়ের নাম।

শুধু মাটিগাড়া ব্লক ধরলে আড়াই লক্ষের কাছাকাছি বাসিন্দা রয়েছেন। পাশের নকশালবাড়ির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ধরলে সংখ্যা পৌঁছে যাবে ৪ লক্ষে। একদা ছোট জনপদ শিবমন্দিরের প্রধান আকর্ষণ ছিল শুধু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে যত শিলিগুড়ির ওপর চাপ বেড়েছে, ততই ভিড় বাড়তে শুরু করেছে মাটিগাড়া, শিবমন্দিরের মতো এলাকায়। ক্রমে জাতীয় সড়ক, এশিয়ান হাইওয়ে ২ শিবমন্দিরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। চাঁদমণি চা বাগানের জায়গায় আলো ঝলমলে সিটি সেন্টার শিবমন্দিরকে নগরীর রূপ দিতে থাকে। ততদিনে শিবমন্দিরের আশপাশের এলাকায় কয়েকশো সরকারি, বেসরকারি স্কুল-কলেজ তৈরি হয়ে গিয়েছে। নতুন বসতি স্থাপন হয়েছে রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে, জঙ্গল ঘেঁষে। একদা কৃষিপ্রধান এই এলাকাতেও বহুতল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক রূপ নিচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে শিবমন্দির এবং আশপাশের এলাকার মানুষকে নাগরিক পরিষেবা দিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সমস্যা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, শিবমন্দিরকে যে পুরসভা করা প্রয়োজন, তা নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তবে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে কংগ্রেসের বিধায়ক থাকাকালীন শংকর মালাকারও শিবমন্দিরকে পুরসভা তৈরির দাবি তুলেছিলেন। তবে শংকর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁর কথা গুরুত্ব পায়নি। এখন শংকর বলছেন, 'অনেকদিনের দাবি পূরণ হল। দ্রুত বাস্তবায়িত করতে পারলে ভালো।'

এখন পুরসভার কৃতিত্বের কিছুটা নিজেদের দিকে টানতে চাইছে তৃণমূল, এমনকি বামেরাও। তৃণমূল সরকারের আমলে বিধানসভায় শিবমন্দিরকে পুরসভা করার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল বলে দাবি করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা দুর্লভ চক্রবর্তী। তিনি বলছেন, 'বিজেপি বিধায়ক কথা দিয়েছিলেন, রাখলেন। আশা করি ভালো হবে।' শিবমন্দিরের সিপিএম নেতা অসীম চৌধুরী আবার দাবি করছেন, 'বামেদের সময় শিবমন্দিরকে পুরসভার প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ হয়েছিল। রাজ্যপালের স্বাক্ষরের অভাবে হয়নি।'

বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষের বক্তব্য, 'বাম এবং তৃণমূল ভিত্তিহীন দাবি করছে। কাজের কাজ করতে না পেরে ফায়দা তোলার চেষ্টা। ভরসার নাম বিজেপি।'

দাবি আদায়ের উচ্ছ্বাস। সোমবার শিবমন্দিরে।

রাস্তা-জল-জঞ্জাল

পরিষেবা উন্নত করাই মূল চ্যালেঞ্জ

শমিদীপ দত্ত

শিবমন্দির, ২২ জুন : দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান। সোমবারের বাজেটে শিবমন্দিরকে পুরসভা করার কথা ঘোষণার পরেই স্থানীয়দের প্রত্যাশা এখন আকাশচুম্বী। তবে বড় বড় শপিং মল, অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকিয়েই শিবমন্দির এলাকার আসল ছবিটা কিন্তু ধরা পড়বে না। শিলিগুড়ি শহর ঘেঁষা এই এলাকায় আধুনিক জীবনযাত্রার ছাপ পড়লেও পানীয় জল থেকে নিকাশি ব্যবস্থা, নাগরিক পরিষেবার অনেক কিছু নিয়েই এখনও সমস্যার জাল ছড়িয়ে আছে।

বিএড কলেজ রোড, চৈতন্যপুর মেইন রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি যদি কাদা, গর্তে ভর্তি থাকে, তাহলে এলাকার বাই লেনগুলোর যে কী পরিস্থিতি হতে পারে, আলাদা করে আর কিছু বলার কিছু নেই। পথবাতি নিয়েও সমস্যা প্রকট শিবমন্দিরের বিস্তীর্ণ এলাকায়। পথবাতি না থাকায় রাতে বেশিরভাগ রাস্তাই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। কিছু কিছু জায়গায় পথবাতি বসানো হলেও থাকলেও সেগুলো মাঝেমধ্যেই অকেজো হয়ে যায়। এখন এলাকার ফাঁকা জায়গাগুলো এক-একটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করাটাই শিবমন্দিরকে পুরসভার রূপ দিতে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

শিবমন্দির মোড়ের একপাশের রাস্তা ইন্দিরাপল্লি হয়ে চলে যায় নারায়ণপল্লি, বিধানপল্লির মতো একাধিক জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। আবার বিএড কলেজ রোড ধরে সোজা ধরে চললে মেডিকেল মোড় সংলগ্ন রাস্তায় ওঠা যায়।

অঞ্চল রোড ধরে সোজা গেলে পড়ে হালেরমাথা। সেখান থেকে রাস্তা দুইভাগ হয়ে যায়। সোজা রাস্তাটি চলে যায় আর্মি ক্যাম্পের দিকে। বামদিকের রাস্তাটি চলে যায় তারাবাড়ির দিকে। হালের মাথার কিছুটা আগে ডানদিকের রাস্তা ধরে গেলে চৈতন্যপুর হয়ে রাস্তা চলে যায় শিশাবাড়ির দিকে। উঁচু উঁচু বাড়ি, কমার্সিয়াল ভবন দেখার সঙ্গেই দুইদিকে যাওয়া পঞ্চায়েত রোড এবং ইন্দিরাপল্লি হয়ে যাওয়া পেভার্স ব্লকের রাস্তার দিকে তাকালে মনে হবে, এলাকায় রাস্তার হয়তো কোনও সমস্যাই নেই। কিন্তু বিএড কলেজের রোডের দিকে ঘুরলেই কঙ্কালসার রূপটা বেরিয়ে আসবে। চৈতন্যপুর হয়ে শিসাবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি কাদার চাদরে ঢেকে গিয়েছে। আঠারোখাই পঞ্চায়েত অফিসের পাশের রাস্তাটিও খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। প্রিয়রঞ্জন দাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'শিবমন্দির মোড়ের দুইদিকে থাকা পেভার্স ব্লকের রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই পথের দৈন্যদশাটা বোঝা যায়।'

নারায়ণপল্লি সংলগ্ন ফয়রানিজোত এলাকার মূল রাস্তা ধরে চললে কোনও পথবাতিই নজরে পড়বে না। তারাবাড়ি, চৈতন্যপুর থেকে শিসাবাড়ির রাস্তায় পথবাতির সংখ্যা কার্যত হাতেগোনা। তারও সিংহভাগ জ্বলে না। ফয়রানিজোতের বাসিন্দা আরতি মণ্ডল বলছিলেন, 'ইন্দিরাপল্লি এলাকায় বাজার থাকায় রাত পর্যন্ত এলাকা ঝকমক করে। তবে ফয়রানিজোতে ঢুকতেই রাতে টর্চ নিয়ে চলাফেরা করতে হয়।'

এখনই পানীয় জলের সংকট রয়েছে। পুরসভা হলে বসতি বাড়বে। তখন পানীয় জলের চাহিদাও বাড়বে। নারায়ণপল্লির বাসিন্দা মণীন্দ্র রায় বললেন, 'এখন পানীয় জল কিনে খেতে হয়।' তাঁর কথায়, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সুষ্ঠু পরিষেবা না থাকায় ভুগতে হচ্ছে দিনের পর দিন।'

আবিরে রাঙিয়ে, মিষ্টিমুখে উদযাপন

শিবমন্দির, ২২ জুন : রাজ্য বাজেটে শিবমন্দিরকে পুরসভা ঘোষণার পর থেকেই আবির খেলায় মাতেন বাসিন্দারা। শিবমন্দির, কাওয়াখালি এবং আঠারোখাইয়ের অলিগলিতে বাজি ফাটিয়ে, একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ উদযাপনে মেতে উঠেছেন অনেকেই। রাজনৈতিক রং ভুলে সাধারণ মানুষকেও এই খুশিতে শামিল হতে দেখা যায় এদিন। বাম, তৃণমূল নেতাদেও অনেকে এই ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমেও শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে গিয়েছে মানুষের দাবিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা হরিশঙ্কর রায়ের বক্তব্য, 'আমরা বহু বছর ধরে শিবমন্দিরকে আলাদা পুরসভা হি সেবে দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। পঞ্চায়েত স্তরে যে কাজগুলো থমকে থাকত, এবার পুরসভার অধীনে আসায় সরাসরি রাজ্য সরকারের বড় বড় প্রকল্পের সুফল মিলবে। এটা আমাদের এলাকার জন্য একটা ঐতিহাসিক দিন।'

বর্তমানে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে বাৎসরিক ১০ কোটি টাকার মতো খাজনা আদায় হয়। পুরসভা হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশি কর দিতে হবে, সে বিষয়টি চিন্তায় ফেলেছে অনেককে। বর্তমানে পঞ্চায়েত এলাকায় যে খাজনা দিতে হয়, তার থেকে কিছুটা বেশি অংক। খেটে খাওয়া, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই বোঝা বাড়তি চাপ হবে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। আবার একদল উন্নয়নের স্বার্থে বাড়তি খরচেও রাজি।

জমির মিউটেশন করাতে এদিন মাটিগাড়া ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরে গিয়েছিলেন তন্ময় রায়। তাঁর কথা, 'চারদিকে জমি কারবারিদের দাপাদাপি। কখন কার জমি মিউটেশন হচ্ছে, বোঝা দায়। ভূমি সংস্কার আধিকারিক সেগুলি নিয়ে ব্যস্ত। পুরসভা হলে তো জমির দাম আরও বাড়বে। তখন অবৈধ কারবারও বাড়বে। সেই বিষয়গুলি প্রথম থেকে প্রশাসনকে কড়া হাতে সামলাতে হবে।'

চিন্তা আছে, তবে তার থেকে বেশি আছে উচ্ছ্বাস। দোকানে বসে খেলার মাঠটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ষাটোর্ধ্ব ইরা ঘোষ। স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বললেন, 'ছোটবেলায় এই মাঠটাতে কত খেলতাম। প্রাতর্ভ্রমণে অনেকের সঙ্গে দেখা হত। এখন কেমন মাঠটার কঙ্কালসার অবস্থা। মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে মন চায় না। নোংরা আর এবড়োখেবড়ো গর্ত।' বলছিলেন, 'কতদিন থেকে শুনে আসছি, শিবমন্দির পুরসভা হবে। এবার বিজেপির আমলে হল। ভালো লাগছে। এবার অন্তত খেলার মাঠটার সংস্কার হবে।'

তিনি যে মাঠের কথা বলছিলেন, সেটি আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের খেলার মাঠ। মাঠটা আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রত্যেক বছর এই মাঠে মেলা বসে, হয় নানা রাজনৈতিক কর্মসূচিও। প্রসিদ্ধ মাঠটা এখন ব্যবসার জায়গায় পরিণত হয়েছে। এখন এখানে আর প্রাতর্ভ্রমণকারীদের ভিড় দেখা যায় না। ওই বৃদ্ধা তাই এলাকায় একটি খেলার মাঠের দাবি জানিয়েছেন।

অমিত সরকার সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। হালেরমাথা থেকে কিছু দূরেই বাড়ি। তাঁর কথায়, 'পুরসভা হলে সরকারি অর্থ বরাদ্দ অনেকটাই বেশি হবে। এখন তো, কোনও সমস্যার কথা বলতে গেলে শুনতে হয় টাকা নেই, টাকা নেই।'

চৈতন্যপুর হয়ে শিসাবাড়ি যাওয়ার রাস্তা। সোমবার।

বাগডোগরাকে নিয়েই পুরসভা

নীতেশ বর্মন

শিবমন্দির, ২২ জুন : বাজেট তৈরির সময় তিনি শিবমন্দির এবং বাগডোগরা, দুটি নাম দিয়েই পুরসভা ঘোষণার কথা লিখতে বলেছিলেন। কিন্তু নথিতে শুধু শিবমন্দির নামটিই দেওয়া হয়েছে বলে দাবি অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের। তবে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি যেরকমটা চাইছেন মানে 'বাগডোগরাকে নিয়ে শিবমন্দির পুরসভা', সেরকমটাই হবে। এদিন ফোনে প্রতিমন্ত্রী জানালেন, 'মাটিগাড়া ব্লকের পাঁচটি এবং নকশালবাড়ি ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশকে নিয়ে এই পুরসভা হবে। নামটা পরে সংশোধন করা যায় কি না দেখব।'

সূত্রের খবর, আগামী বছর রাজ্যজুড়ে অনেক পুরসভার ভোট হতে পারে। তার আগেই শিবমন্দিরকে পুরসভা করার বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেজন্য প্রশাসনের নানা স্তরে তাদের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কোথায় পুরসভার কার্যালয় হবে, তা নিয়ে দিনভর চর্চা চলেছে। চর্চায় উত্তরায়ণ উপনগরী কিংবা হিমাঞ্চল বিহারে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জায়গা রয়েছে। এছাড়া মাটিগাড়া মেডিকেল মোড়ে একটি মাঠও রয়েছে। বাগডোগরাতে এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর ধারে একটি বায়ুসেনার ফাঁকা জমি রয়েছে। এই তিনটি এলাকা বাদে বর্তমানে মাটিগাড়া বিডিও অফিস চত্বরও আলোচনার মধ্যে রয়েছে। আনন্দময় বলেছেন, 'জায়গা দেখতে বলা হয়েছে। আমার নজরে ৩-৪টি এলাকা রয়েছে। প্রয়োজনে আরও দেখা হবে।'

কার্যালয়ের জায়গা নিয়ে চর্চা

মাটিগাড়া ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে চম্পাসারি, পাথরঘাটা, মাটিগাড়া-১, মাটিগাড়া-২ এবং আঠারোখাই। আনন্দময় জানিয়েছেন, এর সঙ্গে নকশালবাড়ি ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত (গোঁসাইপুর, আপার বাগডোগরা, লোয়ার বাগডোগরা) জুড়ে যাবে নতুন প্রস্তাবিত এই পুরসভার সঙ্গে। তবে মোট আটটি পঞ্চায়েতের সব এলাকা পুরসভার সঙ্গে যুক্ত হবে কি না, তা নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। কারণ, পঞ্চায়েতগুলির কিছু এলাকায় এখনও চা বাগান রয়েছে। ফলে সেই এলাকাগুলিকে পুরসভা করার ক্ষেত্রে নানা জটিলতা তৈরি হতে পারে। যেমন চম্পাসারির গুলমার একাংশ মহানন্দা নদীর ধারে। সেই এলাকাগুলি বাদ যেতে পারে।

আনন্দময়ের বাড়ি পাথরঘাটা পঞ্চায়েতে। সেখানে রয়েছে সিটি সেন্টার এবং প্রচুর বেসরকারি স্কুল, কলেজ, কারখানা। সেদিক থেকে পাথরঘাটার প্রায় সব এলাকাকেই পুরসভার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। আঠারোখাই পঞ্চায়েত বিশাল এলাকাজুড়ে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিসাবাড়ি এবং গ্রামীণ আরও কিছু এলাকা বাদ পড়তে পারে। তবে মাটিগাড়া-২ পঞ্চায়েতের এলাকা বাদ পড়ার সম্ভাবনা কম। মাটিগাড়া-১ পঞ্চায়েতের কিছুটা এলাকা বাদ পড়তে পারে। আপার এবং লোয়ার বাগডোগরা দুটি পঞ্চায়েতেই ঘন জনবসতিপূর্ণ। রয়েছে চা বাগান এবং জঙ্গল এলাকা। এখানকার চা বাগান এলাকাগুলি বাদ পড়তে পারে। গোঁসাইপুরের কিছুটা গ্রামীণ এলাকা বাদ পড়তে পারে। ৩০টি ওয়ার্ড হতে পারে। বিভাজন কীভাবে হবে, তা প্রশাসনিক স্তরে আলোচনায় ঠিক হবে।

হতাশ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, প্রশ্নে শিখা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দিলেও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি গ্রামীণ এলাকাকে নিয়ে পুরসভা করার দাবি আদায়ে পিছিয়ে পড়লেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। বিজেপি সরকারের প্রথম রাজ্য বাজেটে শিবমন্দির এলাকাকে নতুন পুরসভা করার দাবি আদায় করতে সফল মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। সেখানে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক নগরায়ণ সত্ত্বেও কেন পুরসভা করা হল না, তা নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিজেপিও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির গ্রামীণ এলাকাকে নিয়ে পুরসভা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু শিখা চট্টোপাধ্যায় ওই এলাকা থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক হলেও তিনি পুরসভার স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থ হলেন কেন? আশাহত হওয়ার প্রশ্ন নেই, দাবি করছেন শিখা। তিনি বলছেন, 'ধাপে ধাপে বিভিন্ন এলাকাকে পুরসভা করা হচ্ছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির গ্রামীণ এলাকাও এরপর পুরসভা হবে। সেই বিষয়ে সোমবার নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে কথা হয়েছে। পরের ধাপে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি গ্রামীণ এলাকাকে পুরসভা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।'

ডাবগ্রাম-১, ডাবগ্রাম-২, ফুলবাড়ি-১ ও ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই বিধানসভা আসনের গ্রামীণ এলাকা। গত কয়েক বছরে এই এলাকায় ব্যাপকহারে নগরায়ণ হয়েছে। ফলে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বাসিন্দাকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। এলাকার রাস্তাঘাট, জলনিকাশির বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। জঞ্জাল অপসারণেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।

পুরসভা হলে যে এলাকার উন্নয়নে ব্যয়বরাদ্দ অনেক বেশি আসত, এমনই বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্ব ধনতলার ভিডিওকন মাঠ এলাকায় ছোট খাবারের দোকান চালান স্বপ্না চাকি। স্থানীয় বাসিন্দা স্বপ্নার কথায়, 'পুরসভা এলাকার মতো আবর্জনা সংগ্রহ করার কোনও ব্যবস্থা নেই এখানে। তাই এলাকার ফুলেশ্বরী নদীতে সমস্ত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। পুরসভা হলে জঞ্জাল থেকে নদীকে বাঁচানো যেত। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি বলেছিল, ভোটে জেতালে এই এলাকাকে পুরসভা করা হবে। কিন্তু সেটা হল না।' ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আশিঘর মোড় থেকে ফাড়াবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই। পুরসভা হলে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি ঠিক হবে, এমন স্বপ্ন গ্রামবাসীরা দেখেছিলেন। কিন্তু সেই আশা পূরণ হল না। এলাকার টোটোচালক রমেন অধিকারীর কথায়, 'এই এলাকায় জনবসতি অনেক বেড়েছে। বড় আবাসন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, হোটেল সব হচ্ছে। কিন্তু সেখানে রাস্তাঘাট চরম খারাপ। গ্রামীণ এলাকাজুড়ে এক অবস্থা। পুরসভা হলে টাকা বেশি আসত। এতে উন্নয়ন হত।'

আশা ছিল, পুরসভা হলে রেহাই মিলবে বেহাল নাগরিক পরিষেবা থেকে।

গ্রামীণ এলাকাজুড়ে পানীয় জল, পথবাতির খারাপ অবস্থা। বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ নির্মাণের রমরমা। কিন্তু তা দেখার মতো পরিকাঠামো পঞ্চায়েতের নেই। সব দিক থেকে এবারই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে পুরসভা হওয়া দরকার ছিল বলে মনে করছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ওই এলাকার দু'বারের বিধায়ক গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'শিবমন্দির পুরসভা হয়েছে ভালো কথা, কিন্তু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির গ্রামীণ এলাকাকে পুরসভা করা জরুরি ছিল। শহর ওই দিকে বিস্তৃত হয়েছে। সেই জায়গা থেকে পুরসভার মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবার প্রয়োজন ছিল।'

উন্নয়ন ও সংস্কারের যুগলবন্দি

২০০ কোটি ব্যয়ে লজিস্টিক পার্ক

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : রাজ্যে সরকার গঠনের জন্য উত্তরবঙ্গের কাছে 'ঋণী' বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে শুভেন্দু অধিকারী সেই 'ঋণ' শোধের বার্তা দিয়েছিলেন। সোমবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের রাজ্য বাজেটে 'ঋণ' শোধের প্রাথমিক প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িকে লজিস্টিক হাব এবং বাণিজ্যনগরী হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষে রাজ্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। বণিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও সরকারের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'শিলিগুড়ি শুধু উত্তরবঙ্গের জন্য নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল। বিজেপি উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেখানকার পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হলে যে এই এলাকার আর্থসামাজিক চিত্র বদল হতে পারে বাজেটে তা স্পষ্ট। এতে কর্মসংস্থানও হবে।'

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শংকর ঘোষের কথায়, 'এই বাজেট উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে বলে আশাবাদী।'

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের মূল সংযোগস্থল এই শহর। শিলিগুড়ি হয়ে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার চা, ফল (আনারস, কমলালেবু), অর্কিড, ওষুধ এবং ই-কমার্স পণ্য যাতায়াত করে। সে কারণেই এই অঞ্চলকে কোল্ড স্টোরেজ চেন, লজিস্টিক পার্ক, আধুনিক গুদামজাতকরণের সুবিধার মাধ্যমে লজিস্টিক হাব হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আশাবাদী অনেকে।

সূত্রের খবর, প্রস্তাবিত এই ২০০ কোটি টাকার বড় অংশ ব্যবহার হতে পারে অত্যাধুনিক ওয়্যারহাউস বা আধুনিক গুদাম তৈরিতে। প্রাথমিকভাবে বাগডোগরা বিমানবন্দরের পাশের এলাকায় গ্রেড-এ স্তরের ওয়্যারহাউস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও মাল্টিমোডাল কার্গো টার্মিনাল ও ড্রাই পোর্ট, রেল, সড়ক এবং বিমান—এই তিন মাধ্যমের সুবিধা শিলিগুড়িতে থাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসাকে আরও সহজলভ্য করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। সড়ক ও রেল যোগাযোগকে এক ছাতার তলায় এনে পণ্য লোড-আনলোডের জন্য মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের বিষয়টিও বাজেটে স্পষ্ট করা হয়েছে।

এদিকে, স্থলবেষ্টিত নেপাল ও ভুটানে বাণিজ্যের সুবিধার্থে একটি কার্যকর ড্রাই পোর্ট বা ইনল্যান্ড কনটেনার ডিপো শিলিগুড়িতে হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড বলা হয় চা শিল্পকে। সেই শিল্পকে আরও আধুনিক করতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। যার মধ্যে শিলিগুড়িতে একটি কমন টি প্রসেসিং সেন্টার গঠনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যেখানে চা ব্লেন্ডিং, প্যাকেজিং, টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং সরাসরি অকশন বা নিলামের আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও বাজেটে শিলিগুড়িতে আইটি পার্কের উন্নতিতে বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে, যা লজিস্টিক হাবের সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাবিত বারাণসী-শিলিগুড়ি হাইস্পিড রেল করিডর এবং রাজ্যের প্রস্তাবিত লজিস্টিক হাবের পরিকল্পনা দুটি একসঙ্গে মিলে গেলে শিলিগুড়ি আগামীদিনে শুধু পূর্ব ভারতের নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে বলে আশাবাদী বণিক মহল। সিআইআই উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকার কথায়, 'আগামীদিনে শিলিগুড়ির উন্নত যোগাযোগ উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলবে। আমরা আশাবাদী লজিস্টিক হাব দ্রুত বাস্তবায়ন হবে।'

ফোসিনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'মাটিগাড়া এবং ফুলবাড়িতে দুটি ছোট পরিবহণনগরী রয়েছে। এবার তা উন্নত হতে পারে। ফলে পোর্টে মালপত্র পাঠানো সহজ হবে।'

বাগডোগরা বিমানবন্দর। -ফাইল চিত্র

পাহাড়ি ঝোরা পুনরুদ্ধারে ৫০ কোটি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে পানীয় জলের অন্যতম উৎস ঝোরা। পার্বত্য অঞ্চলে ঝোরা সংরক্ষণ, বনসৃজন ও স্প্রিং শেড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে শুষ্ক ঝোরাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য ২০২৬-'২৭ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের এমন প্রস্তাবে আশার আলো দেখছেন পাহাড়ের ভূগোলবিদ ও পরিবেশপ্রেমীরা।

দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে পানীয় জলের সমস্যা বহুদিনের। পানীয় জলের সংকটের ফলে স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে ঝোরা পুনরুজ্জীবনের জন্য আর্থিক বরাদ্দ ঘোষণা করায় খুশির হাওয়া পাহাড়জুড়ে। যদিও পরিবেশবিদ ডঃ একলব্য শর্মা জানিয়েছেন, এধরনের উদ্যোগের জন্য পরিবেশ রক্ষা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দার্জিলিংয়ের সাউথফিল্ড কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক ডঃ বিশাল ছেত্রী বললেন, "সরকারের তরফে অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতীতে দার্জিলিংয়ের ঝোরাগুলি শুধু জলের উৎসই ছিল না। এগুলির সাংস্কৃতিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। ৯০-এর দশক পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া ফলসের ঠিক উপরে অবস্থিত 'কাকঝোরা' অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র স্থান হিসেবে মানা হত। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের ফলে ঝোরার চারপাশের ঢালগুলি দখল হয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জায়গার বর্জ্য সরাসরি ঝোরায় মিশছে।"

> পাহাড়ে এই প্রকল্প সফল করতে সঠিক এজেন্সির হাতে কাজ দেওয়া জরুরি।
>
> **হরকাবাহাদুর ছেত্রী**
> *প্রাক্তন বিধায়ক, কালিম্পং*

পরিবেশবিদরা জানিয়েছেন, ২০১৮-'১৯ সালে করা এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই দূষিত জল রঙ্গিত নদী ও রংডং নদীতে মিশে কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়ে তুলছে। ঝোরা বাঁচাতে অপরিকল্পিতভাবে বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধ করা ও পাহাড়ের উপরের ঢালগুলি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি বলেও দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, কালিম্পংয়ে বাসিন্দা তথা আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক ডঃ এডউইন পেনজোর ভুটিয়ার কথায়, 'বিগত কয়েক দশকে পাহাড়ের অনেক ঝোরা শুকিয়ে গিয়েছে। এর পিছনে প্রধান কারণ হল, পাইপের মাধ্যমে অতিরিক্ত মাত্রায় জল তুলে নেওয়া, গাছপালা কাটা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন। তা পুনরুজ্জীবিত করতে হলে পাহাড়ের চূড়ায় নতুন চারাগাছ রোপণ করতে হবে। স্থানীয়দের ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং জলের পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করতে হবে। এভাবেই দীর্ঘমেয়াদি জলের স্থায়িত্ব বজায় থাকবে।'

রাজ্য বাজেটে ঝোরা পুনরুদ্ধারে প্রস্তাব পেশ হলেও তা কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কালিম্পংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক তথা শিক্ষাবিদ হরকাবাহাদুর ছেত্রী বলছেন, 'পাহাড়ে এই প্রকল্প সফল করতে সঠিক এজেন্সির হাতে কাজ দেওয়া জরুরি।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

খুনশুটি।। দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলতাড়ায় ছবিটি তুলেছেন মদন চৌধুরী।

একসঙ্গে জ্বলল চিতা

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বন্ধুর

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুন : মেঘলা আকাশ থেকে তখন বৃষ্টি নামার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু উপস্থিত সকলের চোখের কোণ ছিল ভেজা। চোখের সামনে পরপর জ্বলছে দুটো চিতা, দুই বন্ধুর। মৃত আকাশ হালদার (২৪) এবং মিন্টু শীল (২০) লিউসিপাকড়ির বাসিন্দা। এর মধ্যে মাত্র দুই মাস আগে বিয়ে হয়েছিল আকাশের। সোমবার সকালে যখন দুই বন্ধু একটি স্কুটারে কাজে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁদের স্কুটারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে একটি লরির। রাস্তায় ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত আকাশ ও মিন্টু।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহানন্দা ব্যারেজের পার্শ্ববর্তী পুলিশ ক্যাম্পের কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুই বন্ধু সংশ্লিষ্ট ব্লকের লিউসিপাকড়ি সংলগ্ন কাশিরামজোতের বাসিন্দা। একই গ্রামের দুই তরতাজা প্রাণের চলে যাওয়ায় গভীর শোকে গোটা গ্রাম। জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুজোতের একই শ্মশানে এদিন সন্ধ্যায় একইসঙ্গে জ্বলে ওঠে দুই বন্ধুর দুটি চিতা। দুই বন্ধু আকাশ এবং মিন্টু মিলে ফুলবাড়ির কাছে চুনাভাটিতে চানাচুর কারখানায় কাজে যাচ্ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। আকাশ স্কুটার চালাচ্ছিলেন। পিছনে বসেছিলেন মিন্টু। সে সময়ই একটি লরির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন দুজনে।

বৃষ্টির সকালে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় দুজনকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেন ফাঁসিদেওয়া থানায়। পুলিশ পৌঁছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর দুটি মৃতদেহ পরিবার দুটির হাতে তুলে দেয় পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্কুটারটি আটক করেছে। বিকেলে মৃতদেহ গ্রামে আসে। সন্ধ্যায় তাঁদের দাহ করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের পর ওই কারখানাটিতে কাজে যোগ দেয় আকাশ। সেখানে ছয় মাস ধরে কাজ করছিলেন মিন্টু। আকাশ কাজে যোগ দেওয়ার পরই দুই বন্ধু মিলে একসঙ্গে যাতায়াত করতেন।

আকাশের বাড়িতে বাবা, মা, দিদা, মামা, মামি এবং এক ভাই রয়েছে। বাবা হিমাংশু হালদার রান্নার কাজ করেন, মা বাসন্তী হালদার গৃহবধূ। পুত্র শোকে কথা হারিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, মিন্টুর দাদা মনু শীল একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। বাবা সুবল শীল সেলুন চালান লিউসিপাকড়ি বাজারে। মা প্রমীলা শীল গৃহবধূ। মিন্টুর জেঠু শশীলাল শীল বাড়িতে একটি চেয়ারে বসে ভাইপোর কথাই ভাবছিলেন। জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'প্রতিদিন ছেলেটা ভোরে উঠে কাজে যেত। এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারছি না।'

মৃত মিন্টু শীলের বাড়িতে শোকার্ত আত্মীয়পরিজন। সোমবার।

উপপ্রধান গ্রেপ্তার

নকশালবাড়ি, ২২ জুন : বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হলেন নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের রঞ্জন চিকবড়াইক। রবিবার রাতে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ জাবরা চা বাগানে নিজের বাড়ি থেকে রঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন রঞ্জন।

ঘটনার সূত্রপাত একটি মিটিংকে কেন্দ্র করে। জাবরা চা বাগানের কমিউনিটি হলে বিজেপির ট্রেড ইউনিয়নের নামে চলছিল এই মিটিং। এই মিটিংয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, জাবরা চা বাগান এলাকায় বিজেপির নাম করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হয় রবিবার। তার প্রতিবাদ করতে গেলে বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে উপপ্রধান রঞ্জনের বিরুদ্ধে।

বিজেপি সূত্রে জানা যায়, এখানে তাদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। অথচ বিজেপির নাম করে রবিবার জাবরা ডিভিশনের কমিউনিটি হলে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ পরিকল্পনা করেছিলেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। তাঁকে বাধা দিতে গেলে ওই তৃণমূল নেতা অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হন। এনিয়ে রাতে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি সুদীপ্ত রায়। পুলিশ রাতেই উপপ্রধান রঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে।

এনিয়ে সুদীপ্ত বলেছেন, 'বিজেপির নাম করে উপপ্রধান ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন তৈরি করছিলেন। এতে দলের নাম বদনাম হচ্ছে। এজন্য এনিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলাম।'

এদিকে, সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার আগে অভিযুক্ত উপপ্রধান বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাকে নিয়ে কোনও দুর্নীতি পাবে না। এজন্য আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে।'

বৈঠক

চোপড়া, ২২ জুন : চোপড়া ব্লকের ইচ্ছামতি চা বাগানে সোমবার বিটিডব্লিউইউ-এর উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে একটি বৈঠক হল। এদিনের বৈঠকে সংগঠনের ব্লক ও স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও সংগঠনের ইউনিট গঠন নিয়ে বৈঠকে আলোচনা চলে।

ডাকাতির ছক বানচাল, ধৃত ৩

খড়িবাড়ি, ২২ জুন : খড়িবাড়িতে বড়সড়ো ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ। হাতেনাতে ধরা পড়ল ৩ দুষ্কৃতী। তবে পালিয়ে গিয়েছে ৭ জন। ধৃতদের সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, খড়িবাড়ির ফুলবাড়ি চা বাগানের পুল লাইন এলাকায় রবিবার রাত ১১টা নাগাদ কিছু দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দুষ্কৃতীদের ঘিরে ফেলে। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ৭-৮ জন দুষ্কৃতী চম্পট দেয়। সেসময় পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় ৩ দুষ্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে লোহার রড, চপার, ভোজালি, ছুরি, হাতুড়ি সহ একাধিক সরঞ্জাম। ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে এসে রাতভর জেরা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে, খড়িবাড়ি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যেই তারা জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের নাম অজয় নাগাসিয়া, শিবলাল নাগাসিয়া ও শিবা হাঁসদা। প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শিবলালের বাড়ি বিহারে, বাকিরা খড়িবাড়ি এলাকারই বাসিন্দা। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পলাতক দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পেশক রোডে তিস্তার জল

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : তিস্তার জলস্ফীতিতে ফের জল উঠল পেশক রোডে। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে যান চলাচল বন্ধ থাকল দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মধ্যে। নতুন করে আতঙ্কিত হলেন তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা।

সোমবার সকালে হঠাৎই জলস্তর বেড়ে যায় তিস্তায়। কিছুক্ষণের মধ্যে নদী উঠে যায় পেশক রোডে। ফলে বন্ধ হয়ে যায় সড়কটি দিয়ে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে যান চলাচল। আতঙ্কে অনেক যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের উঁচু অংশে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিস্তাবাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারাও। প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে স্থানীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শুরু হয় প্রশাসনিক নজরদারি। সিংতাম, রংপো সহ সংলগ্ন এলাকাগুলিতে রবিবার রাতে ভারী বৃষ্টি না হওয়ার পরেও তিস্তাতে জলস্ফীতি ঘটল কী করে, তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় চর্চা। তিস্তাবাজারের বাসিন্দা ধনকুমার রাই বলেন, 'চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি নদীর জল রাস্তায় উঠে আসছে। তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তবে দেড়-দু'ঘণ্টার মধ্যে জল নেমে যায়। বুঝতে পারছি না কোথা থেকে এত জল এল? এবছরও মনে হয় বারবার জল রাস্তায় উঠে আসবে।' জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে মংগনে ৫০.৩ এবং গ্যাংটকে ৩০.৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সে কারণেই জলস্ফীতি ঘটে তিস্তায় এবং জল উঠে যায় পেশক রোডে।

বচসা

চোপড়া, ২২ জুন : সোমবার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুফলগছ এলাকায় তিন তরুণের মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। বচসা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছালে এলাকাবাসী এগিয়ে এসে বিষয়টি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে দুই তরুণ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আক্রান্ত এক তরুণকে উদ্ধার করেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাদকদ্রব্য বিক্রির জন্য এলাকা দখল বা ব্যবসার সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই বচসার সূত্রপাত। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর দাবি স্থানীয়দের।

ছাত্রীকে হামলা, গ্রেপ্তার ১

দার্জিলিং, ২২ জুন : দার্জিলিংয়ের ঘুম জোড়বাংলোর স্কুলের এক ছাত্রীর ওপরে আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্ত এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, সোমবার সকালে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী স্কুলের শৌচালয়ে যাওয়ার সময় দুই তরুণ ব্লেড নিয়ে তার ওপর হামলা করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে, অভিযোগ পেয়েই জোড়বাংলো থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, অপরজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তাছাড়া এই স্কুলের বাইরে উইনার্স বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

জখম ২

চোপড়া, ২২ জুন : সোমবার চোপড়া থানার তিনমাইল এলাকায় জাতীয় সড়কে বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে দুজন জখম হয়েছেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় আহতদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন চোপড়ামুখী রুটে যাওয়ার সময় ওই বাইক ও টোটোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা দুজন ব্যক্তি জখম হয়েছেন।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংরাবান্ধা এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বাড়ি ফাঁকা রেখে পরিবারের সদস্যরা বাইরে যাওয়ার সুযোগে দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে কাঁসার বাসন ও নগদ নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার সকালে বাড়িতে এসে চুরির বিষয়টি দেখতে পান সদস্যরা। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযান

চোপড়া, ২২ জুন : টোটোর কারণে যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ এবার কড়া পদক্ষেপ করল। সোমবার চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে কালাগছ ও চোপড়া বাসস্টপ এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হয়। অভিযানে টোটোচালকদের জাতীয় সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিক্ষোভ তিন গ্রাম পঞ্চায়েতে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২২ জুন : সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমার তৃণমূল পরিচালিত তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাল বিরোধী বিজেপি এবং সিপিএম। সরকারি অর্থের হিসাব চাওয়ার পাশাপাশি প্রধান ও উপপ্রধানের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়।

এদিন সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটি আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। দলের এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিতকুমার নন্দী বলেন, 'আমরা গত ১৯ জুন প্রধানের কাছে সময় চেয়েছিলাম। প্রধান এদিন সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু জবাব দিতে না পারার ভয়ে অফিসে এলেন না। আমরাও ছাড়ার পাত্র নই। আমাদের কাছে জবাব দিতেই হবে। কতদিন পালিয়ে বেড়াবেন? শিসাবাড়িতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা কোথায়? সাধারণ মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না। নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হচ্ছে না। মাগুরমারি নদীতে আবর্জনা ফেলে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশকে এদিন ফোন করলে তিনি সাড়া দেননি।

বিজেপির মাটিগাড়া মণ্ডল, মহিলা মোর্চা, কিষান মোর্চা, এসসি মোর্চার তরফে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এদিন প্রধান দীপালি ঘোষ এবং উপপ্রধান শিবন বিশ্বাসকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি মিঠুন প্রামাণিক বলেন, 'মাটিগাড়া শুঁটকি গুদাম থেকে পতিরামজোত, ঝংকার মোড়ের রাস্তা গত ৫ বছর ধরে বেহাল। পতিরামজোতের কৃষিনালা বন্ধ করে কালভার্ট করে জমি মাফিয়ারা জমি বিক্রি করেছে। রানানগরে নদীর পাড়ে বহু বাড়িঘর তৈরি হয়েছে। কর বাবদ অতিরিক্ত টাকা নিয়ে নয়ছয় করা হচ্ছে। আবর্জনা ফেলার গাড়িগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফলে গোটা এলাকা আবর্জনার পাহাড় হয়ে গিয়েছে। আজকে সঠিক জবাব এবং হিসেবে মেলেনি। আমরা আবার আসব। সব হিসেব বুঝে নেব। এদিন বিক্ষোভের সময় চোর, চোর স্লোগানও দেওয়া হয়। প্রধান এবং উপপ্রধান অবশ্য বলেন, এখন ট্যাক্স সরকারি নিয়ম অনুসারে অনলাইন নেওয়া হয়। সেই টাকা অ্যাকাউন্টে জমা হয়। আবর্জনা ফেলার জন্য পাঁচটি টোটো, দুটি পিকআপ এবং একটি ট্র্যাক্টর কেনা হয়েছিল। সেগুলো চালাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। বিধানসভা ভোটের ফলের পর বিজেপি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। জমি দখলের বিষয়টি বিডিওকে জানানো হয়েছে।

এদিনই লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রধান মমতা বর্মন এবং উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির তরফে ২০২২ সাল থেকে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে সব পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে তার তালিকা, গ্রাম পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিলের আয়ব্যয়ের হিসাব, বাংলা আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের তালিকা চাওয়া হয়। এর পাশপাশি চোর, চোর স্লোগানও দেওয়া হয়। প্রধান এবং উপপ্রধান দাবি করেন, সব হিসাব পরিষ্কার রয়েছে। কোথাও দুর্নীতি হয়নি।

জেলার স্বীকৃতি মেলেনি, হতাশ ইসলামপুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২২ জুন : ফের হতাশ ইসলামপুর। সোমবার রাজ্য বাজেটে একাধিক নতুন জেলার ঘোষণা হলেও বঞ্চিতই থাকল ইসলামপুর। কয়েক দশক ধরে জেলার দাবিতে সরব ট্রান্সফার্ড এরিয়া সূর্যাপুর অর্গানাইজেশন (টাসো) ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে দেখছে। জেলার দাবিতে সরব রেজা কমিটি ৪ জুলাই থেকে নতুন করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি মালদার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। আমরা আশায় আছি।' রায়গঞ্জের সাংসদ বিজেপির কার্তিক পালের বক্তব্য, 'বিষয়টি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ফলে এখনই হতাশার কিছু নেই।'

ভৌগোলিক অবস্থানে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার শেষ প্রান্ত চোপড়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে জেলা সদর রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার দূরত্ব প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। ফলে সরকারি কাজে প্রান্তিক এলাকা থেকে সাধারণ একজন সড়কপথে জেলা সদরে গেলে যাতায়াত নিয়ে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার রাস্তার ধকল পোহাতে হয়। পাশাপাশি, এতটা পথ পাড়ি দিতে গাড়িভাড়া এবং হোটেলে খাওয়াদাওয়ার খরচও কম নয়। এমনকি একদিনে কাজ না সারতে পারলে সাধারণ মানুষকে মোটা টাকা গুনে হোটেলে রাত কাটাতে হয়। ফলে জেলার দাবিতে চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ার মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই সরব। ইসলামপুর মহকুমার করণদিঘি ব্লক থেকে রায়গঞ্জের সামান্য দূরত্ব। ফলে জেলা নিয়ে করণদিঘিতে ইতিপূর্বে বড় কোনও আন্দোলনের নজির নেই। বর্তমান বাজেটে করণদিঘির টুঙ্গিদিঘিকে নতুন পুরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া করণদিঘি থানা রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অন্তর্গত।

১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে ইসলামপুরকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। সেসময়ই ইসলামপুরকে আলাদা জেলা ঘোষণা করা হবে বলে তৎকালীন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের আশ্বাস ছিল। কিন্তু দশকের পর দশক কেটে গেলেও জেলার দাবি যত জোরালো হয়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে এই সংক্রান্ত ফাইলের ঠান্ডাঘরে আশ্রয় নেওয়া। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকেই বিজেপির ট্র্যাক রেকর্ড দেখে আশায় ছিলেন নতুন জেলা নিয়ে। কিন্তু এবারও তাঁদের প্রাপ্তি শূন্য। পুর টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে হেমেন সরকার বলেন, 'সরকারি কাজে আমাকে সপ্তাহে তিনদিন রায়গঞ্জে ছুটতে হয়। রাজ্য বাজেটে নতুন জেলার নাম ঘোষণা শুরু হতেই আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইসলামপুর বঞ্চিতই থেকে গেল।' টাসোর মুখপাত্র পাশারুল আলম বলেন, 'পুলিশ জেলা করলেও, আগের সরকার প্রশাসনিক জেলার স্বীকৃতি দেয়নি। বর্তমান সরকারও আমাদের হতাশ করল।'

জেলার দাবিতে চোপড়া থেকে কর্ণজোড়া পর্যন্ত পদযাত্রা করেছিল রেজা কমিটি। সংগঠনের সভাপতি মশরুর আলম বলেন, 'আবার নতুন করে জেলার দাবিতে ৪ জুলাই থেকে আমরা আন্দোলনে নামব। এবার চোপড়ার গোয়াবাড়ি থেকে সাইকেল মার্চ করে ইসলামপুর মহকুমা পরিক্রমা করে কর্ণজোড়া পৌঁছাব।'

কোন 'রাজনৈতিক প্যাঁচে' ইসলামপুরের জেলার ভাগ্য আটকে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ফুটে উঠছে প্রতিবাদ ও হতাশা।

বঙ্গ বাজেট-২০২৬

বছরে ১ লক্ষ চাকরি, সিন্ডিকেট রুখতে কড়া আইন

কলকাতা, ২২ জুন : কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, যুবকল্যাণ এবং শিল্পে বিনিয়োগ টানতে একগুচ্ছ সংস্কারের পথে হাঁটল রাজ্যের নতুন সরকার। সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। মোট ৪,৩৮,৭৭৫.২৯ কোটি টাকার এই বাজেটের মূল লক্ষ্যই যে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাজেট শেষে বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'বাংলায় কর্মসংস্থানের ছবিটা কতটা করুণ সকলেই জানেন। আগের সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চরম দুর্নীতি করেছে। আমাদের লক্ষ্যই হল স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ। সেই কারণে নিয়োগ কমিটিতে কোনও রাজনৈতিক নেতাকে রাখা হবে না।'

বেকারত্ব দূরীকরণে 'ত্রিশক্তি' নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই পরিকল্পনার প্রথম ধাপে রয়েছে সরকারি কর্মসংস্থান। বাজেটে ১ লক্ষ সরকারি শূন্যপদ পূরণের একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে, যার সিংহভাগ নিয়োগ হবে শিক্ষা ও পুলিশ বিভাগে। স্কুল ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে ৫০,০০০ শিক্ষক, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা মজবুত করতে পুলিশে ২০,০০০ কর্মী নিয়োগ করা হবে। এছাড়া, নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ রাখতে রাজ্য সরকার এবার কেন্দ্রীয় সংস্থা ইউপিএসসি-র ধাঁচে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করবে। এই ১ লক্ষ সরকারি চাকরির মধ্যে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার পাশাপাশি যোগ্য ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ আসন 'অগ্নিবীর'-দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আবেদনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমার ৫ বছরের ছাড় আরও ২ বছরের জন্য বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাজেটে 'ত্রিশক্তি'র দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে বেসরকারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ। শিল্পে উৎসাহ দিতে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। একই সঙ্গে রাজ্যে বিনিয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় 'সিন্ডিকেটরাজ' ও তোলাবাজি রুখতে বাজেটে কড়া আইন আনার বড় প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১০০ কোটি টাকার বেশি যাঁরা বিনিয়োগ করবেন, তাঁদের পঞ্চায়েত কিংবা স্থানীয়ভাবে কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার পর দেখা যায় জমি সহ বিভিন্ন অজুহাতে তোলা চাওয়া হয়। তা ঠেকাতেই এহেন সিদ্ধান্ত।' 'ত্রিশক্তি'র তৃতীয় ধাপে রয়েছে নতুন প্রজন্মের স্বনির্ভরতা ও ব্যবসা কেন্দ্রিক ভরতুকির সুবিধা। যেসব তরুণ স্কিল ট্রেনিংয়ের পর ব্যবসা করতে চান, তাঁদের পিএম মুদ্রা ও বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে ঋণ ও ভরতুকি দেওয়া হবে।

সরাসরি নিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষিত বেকার তরুণদের আর্থিক স্বস্তি দিতে আগামী অক্টোবর থেকে চালু হচ্ছে 'ভরসা কর্মসূচি'। যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম, সেই পরিবারের ২১ থেকে ৪৫ বছর বয়সি যোগ্য স্নাতক বেকার তরুণরা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা এবং বাকিরা মাসে ২,০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। সিভিক ভলান্টিয়ার, হোমগার্ড ও এনভিএফ কর্মীদের মাসিক বেতন ২,০০০ টাকা এবং আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন একধাক্কায় ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, 'রাজ্যের ওপর ৮ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ থাকলেও বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে সমস্ত সামাজিক প্রকল্প অব্যাহত থাকবে। একটা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠন করাই আমাদের লক্ষ্য। স্বচ্ছতার প্রতি আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।'

রাজবংশী ভাষার বিকাশে ৫০ কোটি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ জুন : ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরই তৈরি হয়েছিল রাজবংশী ভাষা আকাদেমি। এই ভাষার প্রসারের জন্য কাজ করার কথা ছিল তাদের। কিন্তু প্রায় দেড় দশকে উল্লেখযোগ্য কোনও কাজই তারা করতে পারেনি বলে অভিযোগ। রাজ্যের রাজনৈতিক পালা বদলেছে, ততদিনে তোর্ষা, মানসাই দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে বহু জল। ক্ষমতায় আসার পর নিজেদের প্রথম বাজেটেই রাজবংশী ভাষা, আকাদেমি ও লোকশিল্পীদের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল বিজেপি সরকার। এরপরই সেই টাকা ব্যয়ের জন্য নানা প্রস্তাব উঠে আসছে রাজবংশী সমাজের তরফে।

বর্তমানে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যানের পদ শূন্য। আগে এই দায়িত্বে ছিলেন হরিহর দাস। তিনি তৃণমূলের হয়ে শীতলকুচির প্রার্থী হওয়ায় এই পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। পরে এখানে আর কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। আকাদেমি সূত্রে খবর, রাজবংশী ভাষার প্রসারের জন্য তারা কয়েক বছর আগে থেকেই এই ভাষার অভিধান তৈরির কাজ করছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সম্পন্ন করা যায়নি। ভাষার প্রচারের জন্য নানা উদ্যোগের কথা থাকলেও তা কার্যত খাতায়-কলমেই বন্দি। হাতেগোনা কয়েকটি সেমিনার সহ কিছু কর্মসূচি বাদ দিয়ে উল্লেখ করার মতো কোনও কাজ মনে করতে পারছেন না এই ভাষা নিয়ে গবেষণা করা মানুষরাও। রাজবংশী ভাষার কবি কমলেশ সরকার বলেছেন, 'নামে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি থাকলেও সেখানে কাজের কাজ কিছু হত না। এখানকার কবি, সাহিত্যিকদের রাজবংশী ভাষার মৌলিক বই বের করা প্রয়োজন। অসম্পূর্ণ অভিধানটির কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।'

> নামে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি থাকলেও সেখানে কাজের কাজ কিছু হত না। এখানকার কবি, সাহিত্যিকদের রাজবংশী ভাষার মৌলিক বই বের করা প্রয়োজন। অসম্পূর্ণ অভিধানটির কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
> -কমলেশ সরকার, কবি

রাজবংশী ভাষার সঙ্গে ভাওয়াইয়া গান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের নানা অনুষ্ঠানে এই গান শোনা যায়। এই গানকে নিয়ে নতুনভাবে পরিকল্পনা করে বিশ্বের দরবারে তুলে আনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন ভাওয়াইয়াশিল্পী নির্মল রায়। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'এই ভাষা ও লোকশিল্পীদের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের খবরে আমরা অত্যন্ত খুশি। লোকশিল্পীদের বেশি করে কাজ দেওয়া, গানের বাদ্যযন্ত্র বিলি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে লোকশিল্পীদের উপকার হবে।' রাজবংশী ভাষার চর্চাকারীরা জানিয়েছেন, এই ভাষার গবেষণা, সাহিত্য রচনা, রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বা ব্যবহৃত যন্ত্রের সংরক্ষণ, রাজবংশী স্কুলগুলির পরিকাঠামো বৃদ্ধি, ভাওয়াইয়াকে কেন্দ্র করে মিউজিক কোর্স চালু করা সহ নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে এই ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণের কথায়, 'এই ভাষা নিয়ে যত বেশি চর্চা হবে, ততই ভাষার প্রসার ঘটবে। বাজেটে যে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে তা যথোপযুক্তভাবে খরচ করা হলে খুবই ভালো হবে।' বর্তমানে কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজবংশী ভাষার ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও উঠেছে।

উত্তরের উন্নয়নে রেকর্ড বরাদ্দ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বঞ্চনার দীর্ঘকালীন অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে উত্তরবঙ্গের ভাঁড়ার ভরিয়ে দিল বিজেপি সরকার। দপ্তর গঠনের পর এবারই প্রথম অভাবনীয় প্রাপ্তি হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের। প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে রাজ্য বাজেটে একধাক্কায় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেল দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দ। তৈরির পর থেকে দপ্তরের বার্ষিক গড় বরাদ্দ ঘোরাফেরা করত ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকার আশপাশে। কিন্তু এবারের বাজেটে সেই প্রথাগত অঙ্কের গণ্ডি ভেঙে বরাদ্দ হয়েছে ১৮২১.৫২ কোটি টাকা। বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর ওই ঘোষণায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ আট জেলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এক যুগান্তকারী পটপরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ, সকলেরই একমত, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবহৃত হলে পাহাড় থেকে সমতল, ডুয়ার্স থেকে তরাই- সমগ্র উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের চাকা অভাবনীয় গতি পাবে।

উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, দ্বিগুণেরও বেশি বরাদ্দ বৃদ্ধি হওয়ার সবচেয়ে বড় এবং তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়বে এই অঞ্চলের থমকে থাকা পরিকাঠামো উন্নয়নের গতিপ্রকৃতিতে। দীর্ঘদিন ধরেই তহবিলের অভাবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে (এনবিডিডি) মূলত ছোটখাটো রাস্তা, কালভার্ট মেরামত, গ্রামীণ পানীয় জলের ছোট প্রকল্প, বাসস্ট্যান্ড সংস্কার বা ছোট কমিউনিটি হল তৈরির মতো কাজেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে হত। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, অনেক সময় বড় মাপের সেতু বা বিস্তৃত সড়ক নির্মাণের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকলেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে তা দিনের পর দিন ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকত। বর্ধিত বরাদ্দ সেই ছবিটার আমূল বদল আনতে পারে। এখন থেকে দপ্তর আর ছোটখাটো সংস্কারকাজের মধ্যে আটকে না থেকে, মেগা প্রোজেক্ট বা বৃহৎ পরিকাঠামো নির্মাণে সরাসরি হাত দিতে পারবে। আটকে থাকা বা গতিহীন সমস্ত প্রকল্পগুলি এবার দ্রুতগতিতে শেষ করা সম্ভব হবে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পণ্য পরিবহণে গতি আসবে, যা এই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনীতির চেহারা বদলে দিতে সক্ষম বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

উন্নয়নের এই নতুন অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আরও বেশ কিছু নতুন ও সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পাবে বলেই মনে করছেন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। তাঁর কথা, 'মুখ্যমন্ত্রী উত্তরের বঞ্চনা ঘোচাতে বদ্ধপরিকর। এবার আরও বড় মাপের কাজের সুযোগ মিলবে।' আধিকারিকদের মতে, কৃষি পরিকাঠামো ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সার্বিক বিকাশ। উত্তরবঙ্গের আনারস, কমলালেবু এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক হিমঘর, লজিস্টিক পার্ক এবং সরাসরি কৃষকদের জন্য উন্নত বিপণন কেন্দ্র তৈরিতে দপ্তর এবার বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করতে পারবে দপ্তর। উত্তরের পর্যটন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে এবার আর অন্য দপ্তরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। শুধুমাত্র দার্জিলিং বা ডুয়ার্সের চেনা গণ্ডির বাইরে গিয়ে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও কোচবিহারের অজানা পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে নিয়ে নতুন 'ইকো-ট্যুরিজম সার্কিট' গড়ে তোলার কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করা সম্ভব হবে। পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে উন্নতমানের কটেজ ও রাস্তা সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুললে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে। যুবসমাজের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় অত্যাধুনিক দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র এবং প্রস্তাবিত আইটি হাবের প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরিতেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধিতে দপ্তরের কাজের গুণগত মান এবং কার্যকারিতাও আগের থেকে অনেক বেশি উন্নত হবে বলে আশা করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা। এক পদস্থ আধিকারিকের মতে, 'পর্যাপ্ত তহবিল থাকায় আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নতমানের নির্মাণ সামগ্রী এবং জাতীয় স্তরের বিশেষজ্ঞ বা কনসালট্যান্ট নিয়োগ করে যে কোনও বৃহৎ প্রকল্পের নকশা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। প্রতিটি জেলায় দপ্তরের নিজস্ব পরিকাঠামো ও লোকবল বাড়ানো সম্ভব হবে, যার ফলে শিলিগুড়িতে অবস্থিত প্রধান কার্যালয় উত্তরকন্যার উপর চাপ কমবে এবং কাজের প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে।'

ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মতো অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে 'নোডাল এজেন্সি' হিসেবে আরও বড় প্রকল্পেও এবার কাজ করতে পারবে এনবিডিডি। টাকার অভাবে মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির আর সৃষ্টি হবে না এবং প্রতিটি প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে। বরাদ্দ বৃদ্ধিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর কথা, 'আমি যখন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম তখন মাত্র ৭০০ কোটি টাকার বাজেট হত। তখন যদি এরকম বেশি টাকা দেওয়া হত তাহলে আরও ভালো কাজ করার সুযোগ পেতাম।' সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, এই বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি উত্তরবঙ্গের জন্য এক সঞ্জীবনী সুধার মতো। শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক কৌশলগত দিক থেকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলের উন্নয়ন সমগ্র দেশের সার্বিক নিরাপত্তার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গ শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পিছিয়ে রয়েছে বলে যে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, এই বিপুল আর্থিক বরাদ্দ সেই ব্যবধান ঘোচাতে একটি বড় সেতুবন্ধনের কাজ করবে। পরিকাঠামো উন্নত হলে বেসরকারি বিনিয়োগ আসবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং মেধা পাচার বন্ধ হবে। তবে, এই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন পুরোপুরি নির্ভর করছে প্রশাসনিক সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা এবং দ্রুততার উপর। লাল ফিতের ফাঁস যেন এই বিপুল বরাদ্দের সুফলকে গ্রাস করতে না পারে, এখন প্রশাসনকে সেদিকেই কড়া নজর রাখতে হবে।

পাহাড় থেকে জঙ্গল, জোর পর্যটনে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : নজরে উত্তরের পর্যটনও। পাহাড় থেকে জঙ্গল, সোমবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতেই ধরা পড়েছে উত্তরবঙ্গের পর্যটন সম্ভাবনার দিকগুলি। দার্জিলিংকে ইকো অ্যাডভেঞ্চার এবং ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা, পাহাড়ে আরও রোপওয়ে তৈরি এবং ট্রেকিং, হাইকিং, প্যারাগ্লাইডিংয়ের মাধ্যমে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে যেমন তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে, তেমনই রয়েছে তরাই-ডুয়ার্সের পর্যটনের উন্নয়নেও একগুচ্ছ প্রস্তাব। শক্তিপীঠ সার্কিট, পর্যটনের ব্র্যান্ড হিসেবে দুর্গাপুজোকে তুলে ধরা এবং চা পর্যটন নীতিতে জমি ব্যবহারের হার ৩০ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। স্বাভাবিকভাবেই এমন বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের দাবি, 'বাজেট উত্তরবঙ্গের জন্য চাঁদের পাহাড়। পর্যটন হচ্ছে অর্থনীতির একটা সুপ্ত শক্তি বা হিডেন স্ট্রেংথ। পর্যটনকে আরও বিকশিত করতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট।'

বাম আমল থেকে তৃণমূল জমানা, বারবার উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনা করার অভিযোগ উঠেছে। যাকে কাজে লাগিয়ে এখানে দিন-দিন শক্তিশালী হয়েছে বিজেপি। ফলে রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট নিয়ে প্রত্যাশাটা ছিল অনেক বেশি। বাজেটে পর্যটনের উন্নয়নে ৫২৭.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে জোর দেওয়া হয়েছে। টাইগার হিলে পর্যটকদের জন্য সূর্যোদয় দেখার আরও সুব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মদনমোহন মন্দির, জল্পেশ মন্দিরের মতো ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য হেরিটেজ কমিশন পুনর্গঠনের কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের শক্তিপীঠ হিসেবে খ্যাত ভ্রামরী দেবীর মন্দিরকে বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিটে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব রয়েছে। পুরোনো চা বাংলোগুলির সংরক্ষণ এবং হেরিটেজ মানচিত্রে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে অন্তত ৩০টি এমন বাংলো রয়েছে। এর মধ্যে কাঞ্চনভিউ চা বাগান, তাকদা চা বাগান, কলেজভ্যালি চা বাগান, লংভিউ চা বাগানের পুরোনো বাংলো রয়েছে। এছাড়াও ডুয়ার্সকে অরণ্য, বন্যপ্রাণী এবং উপজাতি পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। তবে অফবিট পর্যটনকেন্দ্র আবিষ্কারের কথা বলা হলেও, হোমস্টে নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও নীতির ঘোষণা নেই।

বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'অবহেলিত উত্তরবঙ্গকে বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রথাগত পর্যটনের বাইরেও দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের জন্য ইকো অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম এবং হেরিটেজ ট্যুরিজম হাব তৈরির প্রস্তাব করেছে। পর্যটনমন্ত্রীর পাঁচ দফা কর্মসূচি অনুযায়ী পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে শিলিগুড়ি উপকৃত হবে। তবে বাজেটে হোমস্টে, কমিউনিটি ট্যুরিজম নিয়ে প্রস্তাব থাকবে, আশা করেছিলাম।' অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু মনে করেন, 'বাজেটে কেন্দ্রীয় পর্যটন নীতির প্রতিফলন ঘটা উচিত ছিল। এতদিন রাজ্যের সরকার নিজের মতো করে পর্যটন নীতি করেছে। কিন্তু এখন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপিরই সরকার। ফলে পর্যটনের জন্য আরও ভালো কিছু আশা করেছিলাম। প্রাক-বাজেট বৈঠকে অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছু প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। কিছুটা রয়েছে, কিন্তু বাকি অনেককিছুই নেই। বরাদ্দও অনেক কম।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'বাজেটে দার্জিলিং সহ তরাই ও ডুয়ার্সের পর্যটনের উন্নয়নে প্রচুর প্রস্তাব রয়েছে। নতুন নতুন রোপওয়ে তৈরি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ধর্মীয় পর্যটনের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সামগ্রিকভাবে এই বাজেটে উপকৃত হবে।'

বঙ্গ বাজেট-২০২৬

যোগাযোগের দিগন্ত

মেট্রোয় চড়বে স্বপ্নে বুঁদ দুই শহর

সানি সরকার ও সৌরভ দেব

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২২ জুন : অগ্রগতির পথে আরও এক ধাপ। অতীতের স্বপ্নকে লালন করে মেট্রোয় চড়ার প্রতীক্ষায় উত্তরের জোড়া শহর শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি। রাজ্য বাজেটে সোমবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত দুর্গাপুর-আসানসোলের পাশাপাশি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে মেট্রো প্রকল্পের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করতেই উত্তরের দুই শহরে বাড়তি উচ্ছ্বাস। পরিকল্পনাটি প্রস্তাব আকারে থাকলেও কোন রুট দিয়ে চলবে, তা নিয়ে সাধারণের কৌতূহল আকাশচুম্বী। ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকেই যেন অপেক্ষায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। যেহেতু প্রকল্পটির কোনও সমীক্ষা এখনও পর্যন্ত হয়নি, ফলে রুট নির্দিষ্ট নয়। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। পর্যটনকে মাথায় রেখে ওই পরিকল্পনায় রয়েছে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিকে সংযুক্ত করা।

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মধ্যে নানা বিষয়ে বিরোধ কম নয়। কিন্তু বিজেপি সরকারের পদক্ষেপে এবার মেট্রোয় জুড়তে চলেছে দুই শহর। অর্থ এবং সময় কম খরচে বর্তমান সময়ে মেট্রো মূলত ছুটছে ওভারগ্রাউন্ড বা উড়ালপুল দিয়ে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রেও প্রকল্পটি হবে মাটির উপর দিয়ে। কলকাতা এবং দিল্লির মতো শহরে মেট্রো পরিচালনায় সরাসরি রেল যুক্ত থাকলেও, এখন জয়পুর, চেন্নাই, মুম্বইয়ের মতো অধিকাংশ শহরে মেট্রো চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। এমন পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যেরও। অর্থাৎ, একটি পরিবহণ কোম্পানি তৈরি করে তার মাধ্যমে মেট্রো প্রকল্পটি কার্যকর করা হবে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য পেতে পারে নগরোন্নয়নমন্ত্রক থেকে। পাশাপাশি, প্রকল্পটি কোনও রেলস্টেশনকে সংযুক্ত করলে, সে ক্ষেত্রে কারিগরি এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে রেল থেকে।

যেহেতু দুই শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিকে কানেক্ট করবে প্রকল্পটি, ফলে শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে বাগডোগরা বিমানবন্দরের পর শিবমন্দির, মাটিগাড়া, দার্জিলিং মোড়, শিলিগুড়ি জংশন, হাসমি চক, এনজেপি এবং জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে ফাটাপুকুর, বেলাকোবা, মোহিতনগর, আসাম মোড়, শিরীষতলা, কদমতলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রুটে মেট্রো চললে দুই শহরের গতি বৃদ্ধি হবে বলে মনে করেন সিস্টার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সের পর্যটন নতুন গতি পাবে বলে ধারণা হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের।

কিন্তু দুই শহরে এমন কিছু ঘিঞ্জি এলাকা বা জবরদখল রয়েছে, যা প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বাধা হতে পারে। যেমন, জলপাইগুড়ির আসাম মোড় থেকে শিরীষতলা, শান্তিপাড়া, বেগুনটারি, কদমতলা হয়ে যদি জলপাইগুড়ি স্টেশনে মেট্রো যায়, সেক্ষেত্রে অনেক বাড়ি, দোকান ভাঙা পড়তে পারে। এক্ষেত্রে রুট একই রেখে জলপাইগুড়ি শহরে ঢোকার মুখে মেট্রোর লাইনকে মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অনেকেই। একই সমস্যা রয়েছে দার্জিলিং মোড় হয়ে হিলকার্ট রোড দিয়ে এনজেপি যাওয়ার পথে। তবে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'কারও কোনও ক্ষতি না করেই প্রকল্পটি হবে। কীভাবে বড় সমস্যা এড়ানো যায়, তা গুরুত্ব পাবে সমীক্ষায়। প্রকল্পটির দ্রুত বাস্তবায়নে দুই শহরের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন গড়ে তোলা হবে, তেমনই গতি বৃদ্ধি হবে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির।'

মেট্রো প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক অভ্র বসু বলেন, 'কোনও এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সবার আগে প্রয়োজন। মেট্রো বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে চালু হলে জলপাইগুড়িবাসীকে আর চার ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বের হতে হবে না।' জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, পেশায় শিক্ষক পার্থ বিশ্বাস বলেন, 'চাকরি, চিকিৎসা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য আমাদের শহর থেকে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ শিলিগুড়ি যান। সেক্ষেত্রে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন।'

অগ্রগতির পথে আরও এক ধাপ। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে মেট্রো প্রকল্পের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করতেই উত্তরের দুই শহরে বাড়তি উচ্ছ্বাস। পাশাপাশি, কেন্দ্রের উড়ান প্রকল্পে রাজ্যে নতুন তিনটি বিমানবন্দর তৈরি হবে। উত্তরবঙ্গের মালদা, বালুরঘাট এবং দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া থেকে উড়বে বিমান। পাশাপাশি, কোচবিহার বিমানবন্দরের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করবে সরকার।

উড়ানে উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২২ জুন : শিল্পে আগ্রহ দেখাচ্ছে নতুন রাজ্য সরকার। সেজন্য প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রের উড়ান প্রকল্পে রাজ্যে নতুন তিনটি বিমানবন্দর তৈরি হবে। উত্তরবঙ্গের মালদা, বালুরঘাট এবং দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া থেকে উড়বে বিমান। পাশাপাশি, কোচবিহার বিমানবন্দরের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করবে সরকার। সেজন্য মঙ্গলবার ২০২৬-'২৭ এর অর্থবর্ষের জন্য বাজেটে ১০ কোটি টাকা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এখানেই শেষ নয়, আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারায় বায়ুসেনার ছাউনিতে অসামরিক বিমানবন্দর তৈরির প্রক্রিয়া আরও কিছুটা এগিয়েছে। বিমানবন্দর তৈরির জন্য ২৫ একর জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কলাইকুন্ডা এয়ারফোর্সেও ৩৭ একর জমি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে, বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে বিমান পরিষেবায় উত্তরবঙ্গে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করায় খুশির হাওয়া জনসাধারণ থেকে বণিকমহলে।

কোচবিহারের রাজ আমলের বিমানবন্দর নিয়ে অভিযোগের শেষ ছিল না। একসময় নিয়মিত বিমান চললেও তা বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৯ সালে নিশীথ প্রামাণিক সাংসদ হয়ে পুনরায় বিমান চলাচল শুরু করান। এতদিন ৯ আসনের বিমান চললেও গত মে মাসে তা বন্ধই হয়ে যায়। কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বেশি আসনের বড় বিমান চালুর দাবি ছিল দীর্ঘদিন থেকে। সেজন্য রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বিমানবন্দরের পেছনে মরাতোর্ষা নদী। এবার এই নদীর ওপরে কালভার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিকাঠামো বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেই কাজ শুরু হবে। কোচবিহার বিমানবন্দরে এখানে প্রায় ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রানওয়ে রয়েছে। দ্রুত সেটির সম্প্রসারণ হবে।

বাজেটে কোচবিহার বিমানবন্দরের পরিকাঠামো বৃদ্ধির ঘোষণা হওয়ায় ব্যবসায়ীরা নতুন আশা দেখছেন। কোচবিহারের মতো আলিপুরদুয়ার জেলাতেও আনন্দের খবর রয়েছে। হাসিমারায় বায়ুসেনার ছাউনিতে বিমানবন্দরের জন্য ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ২০২২ সাল থেকে হাসিমারায় বিমানবন্দর তৈরির কাজ শুরু হলেও জমিজটে তা আটকে ছিল। হাসিমারায় রানওয়ে থাকলেও টার্মিনাল তৈরির জন্য জমি প্রয়োজন। তৃণমূলের আমলে জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও জটিলতা কাটেনি। অবশেষে ডাবল ইঞ্জিন সরকারে ভর করে নতুন বিমানবন্দর তৈরির স্বপ্ন দেখছে আলিপুরদুয়ার। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ছিল রাজ্যের সব প্রান্তের মানুষ বিমানযাত্রা করবেন। সেই সূত্রে হাসিমারায় বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে।'

বালুরঘাটে মাহিনগর তৃতীয় বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫০ মিটার। এবার সেখানে আরও ৫০০ মিটার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। একাধিকবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর বিমানবন্দর পরিদর্শন করলেও কেন্দ্র-রাজ্যের আড়াআড়ি সম্পর্কের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এদিন অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার পর বালুরঘাটজুড়ে খুশির হাওয়া। বালুরঘাটের তথ্যচিত্র পরিচালক জয় নিরুপম ভাদুড়ি বলেন, 'বিভিন্ন কাজে আমাদের বিমান পরিবহণের প্রয়োজন। তাই বিমানবন্দরের দাবি দীর্ঘদিন ধরে ছিল। অবশেষে এই সরকার প্রথম বাজেটেই তা ঘোষণা করে দেওয়ায় আমরা ভীষণ খুশি।' কবি মৃণাল চক্রবর্তীর কথা, 'বালুরঘাট থেকে বিমান পরিষেবা চালু হতে যাচ্ছে শুনে ভালো লাগছে।' ব্যবসায়ী প্রকাশ আগরওয়ালের মতে, 'বিমান চালু হলে ব্যবসায় অনেক সুবিধা হবে।'

মালদাতেও নতুন বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণায় খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে। বর্তমান বিমানবন্দরকে অন্তত ৭২ সিটের বিমান চলাচলের উপযুক্ত করে তোলার দাবি তুলেছে বণিকসভা। গত ১৬ জুন মালদা বিমানবন্দর পরিদর্শন করেছিলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা। এদিন ঘোষণার পর মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি অসিতকুমার সাহা বলেন, 'আমরা চাই মালদা জেলায় নতুন করে বড় বিমানবন্দর তৈরি হোক। সেইসঙ্গে মালদা শহরের বিমানবন্দরটিতে অন্তত ৭২ সিটের বিমান চলাচলের উপযুক্ত করে তোলা হোক।'

তথ্য : শিবশংকর সূত্রধর, অভিজিৎ ঘোষ, সুবীর মহন্ত ও অরিন্দম বাগ

একধাক্কায় ডিএ ৩৮ শতাংশ

কলকাতা, ২২ জুন : রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সরকারি কর্মীদের নজিরবিহীন উপহার দিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করার সময় তিনি সরকারি কর্মী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মহার্ঘভাতা (ডিএ) একধাক্কায় ২০ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন। এর ফলে এখনকার ১৮ শতাংশ ডিএ বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৩৮ শতাংশে। ১ অক্টোবর অর্থাৎ, পুজোর মাস থেকেই এই বর্ধিত অর্থ সরাসরি কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। একই সঙ্গে পেনশনভোগীরাও বাড়তি ২০ শতাংশ হারে ডিয়ারনেস রিলিফ পাবেন।

বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কর্মীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ লাঘব করে আরও বড় ঘোষণা করেন। তিনি জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে আগামী জানুয়ারি মাসেই তা কার্যকর করা হবে। এমনকি ২০২৮-'২৯ অর্থবর্ষে অষ্টম পে কমিশন চালুর বিষয়টিও সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে ডিএ-র ফারাক দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে আপনাদের ডিএ-র ফারাক ছিল ৪২ শতাংশ। বন্ধু হিসাবে কথা দিচ্ছি, কয়েকটা মাস সময় দিন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ 'অ্যাট-পার' (সমতুল্য) করে দেব।' বর্তমানে কেন্দ্রের ডিএ ৬০ শতাংশ হওয়ায় এই ফারাক কমে দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশে, যা আগামী বাজেটে সম্পূর্ণ মেটানোর চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি। নাম না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে শুভেন্দু বলেন, 'ডিএ চাইলেই আগে বলা হত ঘেউ ঘেউ করবেন না। সেই অপমানের দিন আর নেই।' বকেয়া ডিএ প্রসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, সরকারি কর্মীদের ২০১৬-'১৯ পর্যন্ত যাবতীয় বকেয়া ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। ২০০৮-'১৫-র বকেয়াও দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে সরকার।

রাজ্য বাজেটে ডিএ বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন কর্মী সংগঠন। বিজেপির সরকারি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীল বলেন, 'একলাফে ২০ শতাংশ বর্ধিত ডিএ তিন-চার মাস পরে পেতেও কর্মচারীদের আপত্তি থাকবে না। এটা নজিরবিহীন বৃদ্ধি।' বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল একে 'মন্দের ভালো' বলে উল্লেখ করে বাকি ২২ শতাংশ ডিএ দ্রুত মেটানোর দাবি জানান। কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীর বক্তব্য, '২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এটা অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে কি না, সেটা দেখতে হবে।... মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ডিসেম্বর থেকে পে কমিশন কার্যকর হবে। এটা অক্টোবর থেকে হলে বকেয়া মহার্ঘভাতা ডিসেম্বরের মধ্যে দিয়ে পে কমিশন কার্যকর করার বাস্তবতা আছে কি? সেই প্রশ্ন উঠছে।' মামলাকারীদের অন্যতম সংগঠন ইউনিটি ফোরামের তরফে দেবপ্রসাদ হালদার বলেন, 'সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমরা খুশি। তবে অক্টোবরের আগে জুলাই মাস থেকেই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হলে বেশি ভালো হত।' তবে কনফেডারেশন অফ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি সংগঠনের তরফে মলয় মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'সরকার বদল হলেও পূর্বতন সরকারের আমলে যে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়েছিল তার কী হল? এ তো তঞ্চকতা।' এপ্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের আশ্বাস, 'সরকার গঠনের মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের বর্ধিত ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা সবে কাজ শুরু করেছি। আমাদের একটু সময় দিন। সমস্ত বকেয়া পূরণ করা হবে।'

শিক্ষার জাতীয় স্রোতে জুড়বে উত্তর

আইআইটি, আইআইএম এবং আইটি হাবের এই যুগান্তকারী ত্রিফলা উত্তরবঙ্গের পর্যটননির্ভর অর্থনীতিকে একটি আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করবে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোলে উত্তরবঙ্গ আগামীদিনে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দীর্ঘকাল ধরে উত্তরবঙ্গের মানুষের ক্ষোভ ছিল যে তাঁরা কেবল চা, কাঠ এবং পর্যটনেই সীমাবদ্ধ, ভারী শিল্প বা আধুনিক শিক্ষায় তাঁরা ব্রাত্য। সোমবারের রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গে একটি আইআইটি এবং একটি আইআইএম স্থাপনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়ে সেই ক্ষোভের ক্ষতে প্রলেপ দিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপটে যে আমূল পরিবর্তন আসবে সে বিষয়ে নিশ্চিত শিক্ষাবিদরা।

আইআইটি, আইআইএমের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ির আইটি পার্কের আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করে প্রায় ৫০,০০০ স্কোয়ার ফুটের একটি অত্যাধুনিক আইটি হাব গড়ার রূপরেখাও তৈরি করা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। শিক্ষাবিদদের মতে, আইআইটি এবং আইআইএমের মতো জাতীয় স্তরের উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলি তৈরি হলে উত্তরবঙ্গ সরাসরি দেশের প্রথম সারির শিক্ষামাপে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেবে। বর্তমানে এই অঞ্চলের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যানেজমেন্টের উচ্চশিক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে কলকাতা, দিল্লি বা দক্ষিণ ভারতে পাড়ি দিতে হয়। ঘরের কাছে এই বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠলে মেধা পাচার বা ব্রেন ড্রেন অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে। এছাড়া সারা দেশ থেকে হাজার হাজার সেরা ছাত্রছাত্রী, গবেষক এবং অধ্যাপকরা উত্তরবঙ্গে আসবেন, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জোগাবে। আইআইটি বা আইআইএম ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে আবাসন, পরিবহণ, বাজার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবসার বিশাল সুযোগ তৈরি হবে, যা বহু মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইটি হাবের ঘোষণা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ্য পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা মেধাবী তরুণ-তরুণীদের আর কাজের খোঁজে বেঙ্গালুরু বা পুনে যেতে হবে না, তাঁরা উত্তরবঙ্গেই নিজেদের উজ্জ্বল কর্মজীবন শুরু করতে পারবেন। শিলিগুড়ির এই প্রস্তাবিত আইটি হাব দেশি-বিদেশি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগে প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। রাজ্য সরকারের পরিকল্পিত 'বেঙ্গল এআই মিশন'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আইটি হাব উত্তরবঙ্গকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এক অন্যতম ভরকেন্দ্রে পরিণত করতে পারে বলেও মনে করছেন তাঁরা। এর ফলে উত্তরবঙ্গের যুবসমাজের সামনে নতুন উপার্জনের রাস্তা খুলে যাবে।

পরিকাঠামোগত ও কৌশলগত দিক থেকে বিচার করে প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সবচেয়ে আদর্শ ও উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হবে বলেই জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, আইআইটি এবং আইআইএম-এর মতো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের কর্পোরেট রিক্রুটার এবং ভিজিটিং ফ্যাকাল্টিদের যাতায়াতের সুবিধা থাকা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষাবিদ দিলীপ সরকারের মতে, 'বাগডোগরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন এবং এশিয়ান হাইওয়ের কারণে শিলিগুড়ির সঙ্গে দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে খুব সহজেই যাতায়াত করা যায়। যেহেতু শিলিগুড়ি আগে থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং একটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র, তাই সেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠলে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার সরাসরি সংযোগস্থাপন করা অনেক বেশি সহজ হবে। তথ্যপ্রযুক্তি হাবটিও শিলিগুড়িতে হলে তা প্রতিবেশী রাজ্য ও দেশগুলির স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমকেও আকর্ষণ করবে।'

বাজেটের ঘোষণাগুলি কেবল নথির প্রতিশ্রুতি হয়ে না থেকে দ্রুত বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গ সমগ্র রাজ্যের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ইঞ্জিনে পরিণত হবে বলেই মত তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর বক্তব্য, 'আইআইটি, আইআইএম এবং আইটি হাবের এই যুগান্তকারী ত্রিফলা উত্তরবঙ্গের পর্যটননির্ভর অর্থনীতিকে একটি আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করবে। এর জন্য প্রয়োজন দ্রুত জমি অধিগ্রহণ, কেন্দ্র-রাজ্য সুসমন্বয় এবং প্রশাসনিক সদিচ্ছা। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোলে উত্তরবঙ্গ আগামীদিনে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৩৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ আষাঢ় ১৪৩৩

সন্দেহের আঙুল

তদন্তে কী জানা যাবে, তা অনিশ্চিত। তবে ৬টি তাজা প্রাণ বলি হয়ে গেল। নিহতদের মধ্যে শিশুও আছে। আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তদন্ত বা সরকারি অর্থ- কোনওকিছুতেই ৬ জনের অভাব পূরণ হবে না। ময়নাগুড়ির কাছে দুর্ঘটনার বলি হয়েছেন এঁরা। রাজ্যে উন্নয়নের রোডম্যাপ পেশের আগের দিন এতজনের মৃত্যু অনেক প্রশ্নের জন্ম দিল। নিহতরা সবাই বাসের যাত্রী ছিলেন। বাসটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি)।

তদন্ত সব ঘটনাতেই হয়। তদন্তের ঘোষণায় জনরোষ প্রশমিত করা যায়। সবক্ষেত্রে অবশ্য তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে না। এলেও তদন্তের ভিত্তিতে সবসময় পদক্ষেপ দেখা যায় না। এনবিএসটিসি'র বাসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সঠিক কারণ সামনে আসবে কি না, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত এনবিএসটিসি'র আধিকারিকদের প্রাথমিক বয়ানে চালককে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে। তদন্ত ছাড়াই এমন ক্লিনচিট সন্দেহের উদ্রেক করবেই।

কেননা, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির অধিকাংশ যাত্রীর আঙুল চালকের দিকেই। কারও অভিযোগ, চালক পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। কেউ অভিযোগ করছেন, অত্যন্ত দ্রুতগতি ছিল বাসটির। ব্যস্ত জাতীয় সড়কে বাসের মতো গণপরিবহণের জন্য সেই গতি কাম্য ছিল না। এমনও অভিযোগ উঠেছে যে, যাত্রীরা গতি কমানোর জন্য বারবার আর্জি জানিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ বাস থামিয়ে চালককে চোখে-মুখে জল দিয়ে সুস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

যাত্রীদের অভিযোগ, চালক কারও কথায় কর্ণপাত করেননি। পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তাঁর আঙুল বাসের যান্ত্রিক ত্রুটির দিকে। অথচ কনডাক্টরের যুক্তি অনুযায়ী টায়ার ফেটে যাওয়ায় বাসটি আর চালকের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এরকম যুক্তি, অজুহাত প্রায় প্রতিটি দুর্ঘটনায় থাকে। কিন্তু তাতে কতগুলি প্রাণের পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ হয় না।

বাসের মতো যাত্রী পরিবহণে চালকদের অনেক বেশি সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। বাস চলাকালীন কার্যত তাঁদের ওপরই থাকে যাত্রীদের জীবনের দায়িত্ব। চালকরা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে দুর্ঘটনা অবধারিত। ময়নাগুড়ির দুর্ঘটনার দিন অনেক দূরে মুম্বই শহরে দুজনের মৃত্যু হয়েছে একটি বিলাসবহুল গাড়ির চালকের অবিমৃশ্যকারিতার কারণে। দুর্ঘটনার সময় ওই গাড়িটি ঘণ্টায় ২৫১ কিলোমিটার গতিবেগে চলছিল বলে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

চালকের যুক্তি অনুযায়ী বাসে যান্ত্রিক ত্রুটির কথা সত্যি হলে এনবিএসটিসি'র দিকে আঙুল উঠবে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি খুব পুরোনো নয়। মাত্র দু'বছরের পুরোনো। সেক্ষেত্রে বাসটির রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি ছিল কি না- সেই প্রশ্ন ওঠে। যদি ফিটনেস না থাকে, তাহলে বাসটিকে পথে নামানো হল কেন? এরকম আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে না। সদ্য পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ঘোষণা করেছেন, এরপর থেকে বাস ছাড়ার আগে চালকদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা পরীক্ষা করা হবে।

তাতেও এই প্রশ্ন এড়ানো যায় না যে, রোজ এত সংখ্যক চালকের শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরিকাঠামো এনবিএসটিসি'র আছে কি না। এই সংস্থার মতো রাজ্যের প্রায় সব রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম চলে ভরতুকিতে। পথে চলার মতো বাসের সংখ্যা যেখানে পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া নিয়োগ বন্ধ থাকায় বাস রক্ষণাবেক্ষণ করার কর্মীর অভাব। সংস্থা পরিচালনায় আধিকারিকেরও সংকট।

এনবিসিটিসি'র ডিপোগুলি অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়া বলে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে। এতসব সমস্যা সামলে যাত্রীসুরক্ষার দিকে নজর কমে যাওয়া স্বাভাবিক। ময়নাগুড়িতে ৬ জনের প্রাণ চলে যাওয়া সেই বিপদকে আরও একবার সামনে নিয়ে এল। ফলে যতই তদন্ত হোক, ভবিষ্যতে এমন কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হবে না- তার নিশ্চয়তা কি এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ দিতে পারবে? নাকি তদন্ত হচ্ছে বলে স্বজনহারা পরিবারগুলি নিশ্চিন্ত হতে পারবে?

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

মুকুটহীন মমতার পঞ্চাশদিন

ক্ষমতা হারানোর পঞ্চাশদিন পর পিছন ফিরে তাকালে স্পষ্ট হয়ে যায়, শুধু বিরোধীদের শক্তি নয়, বরং চরম অহংকার, অন্ধস্নেহ এবং একনায়কতন্ত্রই তিল তিল করে ধ্বংস করেছে মমতার একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাম্রাজ্যকে।

পল্লব বসু

তখন মধ্যমণি।। প্রতিবাদে রাজপথে।-ফাইল চিত্র

পদ্মপাতায় জলের মতো টলমল করতে করতে শেষপর্যন্ত গদিচ্যুত হয়েছে বাংলার একসময়ের প্রবল পরাক্রমশালী শাসকদল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেখতে দেখতে পঞ্চাশটা দিন পার হয়ে গেল। মুকুটহীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এমন এক রাজনৈতিক চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে তাঁর নিজের হাতে তিল তিল করে গড়া দলটাই কার্যত ধুলোয় মিশে গিয়েছে। কিন্তু কীভাবে হল এমনটা? ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর যে দলটা নিজেদের কার্যত অপরাজেয় এবং অজেয় ভাবতে শুরু করেছিল, তাদের এই তাসের ঘরের মতো পতনের নেপথ্যে ঠিক কী কী কারণ লুকিয়ে আছে, তা আজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই পতন কোনও এক রাতের জাদুমন্ত্রে হয়নি, বরং বছরের পর বছর ধরে দলের অন্দরে জমে ওঠা ক্ষোভ, চরম অহংকার আর স্বৈরাচারী মনোভাবের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আজ বাংলার অলিতে গলিতে একটাই আলোচনা—যে দলটা একসময় মানুষের স্পন্দনের কথা বলত, তারা এমন জনবিচ্ছিন্ন হল কী করে?

শাসকদলের এই পতনের প্রথম এবং প্রধান কারণ হল তাঁদের নিজেদের অপরাজেয় বা ঈশ্বরতুল্য ভাবার এক অলীক প্রবণতা। বিশেষ করে একুশ এবং চব্বিশের জোড়া সাফল্যের পর শীর্ষ নেতৃত্বের পা আর মাটিতে ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এক অদ্ভুত 'আমি, আমি আর শুধুই আমি' গোছের মনোভাব তৈরি হয়েছিল। 'আমরাই সব, আমরা যা করব সেটাই বাংলার শেষকথা'—এই চরম দম্ভ এবং অহংকার দলের ভেতরে সুস্থ গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছিল। দলে কারও কোনও নিজস্ব মতামত প্রকাশের জায়গা ছিল না, নীচুতলার কর্মীদের আবেগের কোনও মূল্য ছিল না। এঁদের কথাই ছিল প্রথম এবং শেষ কথা। যদি কোনও পুরোনো দিনের পোড়খাওয়া নেতা দলের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁকে চরম অপমানিত হতে হয়েছে, জুটেছে ঘাড়ধাক্কা। দলের অন্দরের এই শ্বাসরোধী পরিবেশ একটা সময় পর বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য ছিল, এবং শেষপর্যন্ত সেটাই হয়েছে।

অহংকারের এই চূড়ায় বসে শীর্ষ নেতৃত্ব লোক চিনতে চরম ভুল করেছিল। কাছের এবং যোগ্য মানুষদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত সুকৌশলে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের দম্ভ এবং একনায়কতন্ত্রের জেরে দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তাপস রায় বা সজল ঘোষের মতো দীর্ঘদিনের লড়াকু এবং মাটির কাছাকাছি থাকা নেতারা। আজ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস দেখুন, যাঁদের একদিন দলে ব্রাত্য করে দেওয়া হয়েছিল, যাঁদের অভিমতকে পায়ের তলায় পিষে ফেলা হয়েছিল, তাঁরাই আজ বিরোধী শিবিরের বিপুল জয়ের অন্যতম কান্ডারি হয়ে উঠেছেন। যোগ্য নেতাদের সরিয়ে চাটুকারদের দিয়ে দল চালানোর এই মারাত্মক প্রবণতা আদতে দলের শেকড়টাই কেটে দিয়েছিল। যাঁরা এই সমস্ত অপমান এবং অবজ্ঞা সহ্য করেও দলের ভেতরে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু দলে ভালোবেসে থাকেননি। তাঁরা কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এবং সঠিক সময়ে ভেতরে থেকে রাগের বশে চরম অন্তর্ঘাত করেছেন। দলের এই পতনে তাঁদের সেই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং নীরব অন্তর্ঘাত কোনও অংশে কম দায়ী নয়।

নেত্রীর নিজের ভাষার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোটাও এই ভরাডুবির অন্যতম বড় কারণ। বাংলার রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই তাঁর অদম্য জেদ এবং বাগ্মিতার জন্য পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার শেষ কয়েক বছরে তাঁর কথা এবং ভাষার মধ্যে এক অদ্ভুত অসংযম দেখা গিয়েছিল। তিনি এমন সব কুকথা বা অতিরঞ্জিত কথা জনসমক্ষে বলা শুরু করেছিলেন, যা শুনে রাজ্যের শিক্ষিত এবং সচেতন সমাজ শুধু অবাকই হননি, চরম লজ্জিতও হয়েছেন। তাঁর অনেক দাবি এতটাই ভিত্তিহীন ছিল যে, সেগুলোকে আজগুবি বললেও যেন কম বলা হয়। একজন মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে এই ধরনের লাগামহীন মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে সাধারণ মানুষের কাছে চরম হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল। রাজনীতির ময়দানে সংযম একটা বড় অস্ত্র, আর সেই অস্ত্রটাই তিনি অবলীলায় হাতছাড়া করেছিলেন।

মাত্রাতিরিক্ত অহংকার, স্বজনপোষণ এবং আইপ্যাকের মতো কর্পোরেট সংস্থার ওপর অন্ধ ভরসাই তৃণমূলের এই পতনের মূল কারণ। যোগ্য নেতাদের অবজ্ঞা করে দুর্নীতিগ্রস্ত চাটুকারদের প্রশ্রয় দেওয়ায় দলের অন্দরেই তৈরি হয়েছিল নীরব অন্তর্ঘাত। তবে এই প্রবল ভাঙন সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় মমতা আজও বিদ্রোহীদের চেয়ে যোজন দূরে। সুস্থ গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় বাংলার রাজপথে সেই চেনা লড়াকু বিরোধী নেত্রীর প্রত্যাবর্তন আজ অত্যন্ত জরুরি।

এর পাশাপাশি ছিল কিছু নির্দিষ্ট মানুষের প্রতি তাঁর অন্ধ প্রশ্রয়। অরূপ, স্বরূপ, বালু কিংবা ববি—নিজের এই প্রিয় ভাইদের তিনি কার্যত মাথায় তুলে রেখেছিলেন। এঁদের কারও কারও প্রকাশ্যে বেলেল্লাপানা, কারও সীমাহীন দুর্নীতি এবং ক্ষমতার আস্ফালন দেখেও তিনি অদ্ভুতভাবে চোখ বুজে থাকতেন। সাধারণ মানুষ সব দেখত, সব বুঝত, কিন্তু নেত্রীর এই ধৃতরাষ্ট্রের মতো নীরবতা মানুষের মনে চরম ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। ভাইদের এই সমস্ত কার্যকলাপ যে দলের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করছে, তা জেনেও তিনি কোনও কড়া পদক্ষেপ করেননি। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হল, বাংলার মসনদে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের মহিলারা কাঙ্ক্ষিত সম্মান এবং সুরক্ষা পাননি। যে নেত্রী মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলে দিনের পর দিন নির্বাচনি বৈতরণি পার হয়েছেন, তাঁর শাসনেই নারীদের প্রতি অবিচার এবং অসম্মানের একের পর এক ঘটনা সামনে এসেছে। আর সেইসব ক্ষেত্রে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে। মমতা ভেবেছিলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী দিয়ে মেয়েদের ভোটব্যাংক ধরে রাখবেন। কিন্তু তাঁর এই দ্বিচারিতা বাংলার নারীসমাজ মেনে নিতে পারেনি।

দলের এই চরম বিপর্যয়ের পেছনে আরও দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল—অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মমতার অন্ধস্নেহ এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা। ভাইপোর প্রতি এই অন্ধস্নেহের কারণে দলের পুরোনো এবং পোড়খাওয়া নেতারা ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। দলটা আর রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের কথায় চলত না, চলত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থাকা কিছু কর্পোরেট কর্মীর নির্দেশে। রাজনীতির মাটি না চেনা এই সংস্থার হাতে দলের সম্পূর্ণ রাশ তুলে দেওয়ার খেসারত আজ তৃণমূলকে কড়ায় গন্ডায় চোকাতে হচ্ছে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কর্পোরেট কায়দায় দল চালাতে গিয়ে তৃণমূল তার নিজস্বতা এবং মাটির টানটাই হারিয়ে ফেলেছিল। কে টিকিট পাবেন, কে পাবেন না, কে দলের কোন পদে বসবেন—সবকিছুই ঠিক করে দিতেন আইপ্যাকের আধিকারিকরা। রাজনৈতিক কর্মীদের আবেগ এবং ঘামের বদলে ডেটা আর প্রেজেন্টেশনের ওপর ভরসা করতে গিয়েই দলের এই হাল হয়েছে।

আজ ক্ষমতা হারানোর পঞ্চাশদিন পর পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, দলের ভেতরে হওয়া প্রবল বিদ্রোহ এবং ভাঙনের পর তৃণমূল কংগ্রেস নামক মূল দলটার আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। চতুর্দিকে শুধু দলবদলের খেলা আর বেইমানির মহোৎসব চলছে। কিন্তু রাজনীতির এই চরম ডামাডোলের মধ্যেও একটি রূঢ় সত্যকে কোনও রাজনৈতিক বিশ্লেষকই অস্বীকার করতে পারবেন না। আজ যে সাংসদ বা বিধায়করা বিদ্রোহ করে দল ছেড়েছেন বা কোনও ছদ্মনামী দলে ভিড়েছেন, তাঁদের সকলের সম্মিলিত জনসমর্থনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনসমর্থনের ধারেকাছে আসে না। ঋতব্রত, সন্দীপন, শতাব্দী, রচনা, জুন, দেবদের মতো বিদ্রোহীদের নিজেদের কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই। তাঁরা যা ভোট পেতেন, তা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমার জোরেই পেতেন। আজ দলটা হয়তো চুরমার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাংলার মানুষের একটা বড় অংশের মনে মমতার প্রতি আবেগ আজও অমলিন। তাঁর লড়াইয়ের ইতিহাসকে মুছে ফেলা এতটাও সহজ নয়।

ইতিহাস সাক্ষী আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মুখ্যমন্ত্রী বা একজন প্রশাসকের চেয়েও অনেক গুণ বেশি সফল এবং ভয়ংকর একজন বিরোধী নেত্রী। যখন তিনি ক্ষমতায় থাকেন না, তখন তাঁর লড়াই করার অদম্য ক্ষমতা, রাস্তায় নেমে মানুষের অধিকার ছিনিয়ে আনার যে আগুন তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছে, তা এ দেশের রাজনীতিতে সত্যিই বিরল। আজ পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থেই তাঁকে সেই পুরোনো ভূমিকায় ফিরে আসতে হবে। একটি সুস্থ গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের উপস্থিতি এবং ক্ষমতার ভারসাম্য থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। শাসকদল যাতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে, তার জন্য বিধানসভায় এবং রাজপথে একজন যোগ্য বিরোধী নেত্রীর প্রয়োজন। আজ সময় এসেছে সমস্ত ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার। বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, বিরোধী দলের রাশ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লড়াকু নেত্রীর আজ বড্ড প্রয়োজন। মুকুটহীন মমতা হয়তো আগামীদিনে তাঁর সেই পুরোনো এবং আসল রূপেই বাংলার রাজনীতিতে ফের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবেন। ক্ষমতা হয়তো হাতছাড়া হয়েছে, কিন্তু রাজপথ আজও তাঁর চেনা।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি ফুটবলার পিকে ব্যানার্জি।

১৯৫৩

ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

এই বাজেটের পর বিরোধীদের আর কিছু বলার নেই। এই বাজেটে পাহাড় হাসছে, তরাই-ডুয়ার্সও আছে, সুন্দরবনকে বাঁচানোর কথা আছে। তাও যদি কোনও ফাঁক থেকে যায়, পরবর্তী বাজেটে তা মিটিয়ে ফেলা হবে। বন্ধু হিসেবে কয়েকটি মাস সময় দিন আমাকে।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

চিনের শিচুয়ানে প্যারাগ্লাইডিংয়ের সময় এক ব্যক্তির প্যারাসুট বিশাল কনস্ট্রাকশন ক্রেনে আটকে যায়। ৬০ মিটার উঁচুতে শূন্যে ঝুলতে থাকেন তিনি। প্রায় ১ ঘণ্টা ঝুলে থাকার পর লম্বা মই দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

ভাইরাল/২

মিরাটের কৈলাস প্রকাশ স্পোর্টস স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের ঠিক আগে বিনামূল্যে যোগ ম্যাট বিতরণ করা হচ্ছিল। তা পাওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি। একে অন্যের হাত থেকে ম্যাট ছিনিয়ে নিতেও দেখা যায়।

জনমন
জনমত

একবিংশ শতাব্দীতে দেশপ্রেম

একসময় দেশপ্রেম মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। নিজের দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করাকে বড় গুণ হিসেবে দেখা হত। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, দেশপ্রেম কি এখনও আগের মতো দরকারি?

আজ পৃথিবী অনেক বদলে গিয়েছে। একজন ভারতীয় আমেরিকার কোম্পানিতে কাজ করছেন, চিনে তৈরি মোবাইল ব্যবহার করছেন, ইউরোপের খেলা দেখছেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের ফলে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি এসেছে। তাই শুধু একটি দেশের মধ্যে নিজেকে আটকে রেখে ভাবা এখন আগের মতো সহজ নয়।

আমি নিজেকে শুধু একটি দেশের নাগরিক হিসেবে দেখতে চাই না। আমি পৃথিবীর একজন মানুষ হিসেবেও নিজেকে দেখতে চাই। আমার জন্ম ভারতে হয়েছে, কিন্তু তাই বলে আমার ভাবনা কি শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে মানুষ যুদ্ধের কারণে ঘরছাড়া হলে, কোনও শিশু না খেয়ে থাকলে বা কোনও বড় বিপর্যয় ঘটলে সেটাও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

আমার মতে, সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন দেশপ্রেম অন্ধ সমর্থনে পরিণত হয়। অনেক সময় দেশের কোনও ভুল নিয়ে কথা বললেই তাকে দেশবিরোধী বলা হয়। অথচ কোনও দেশের উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন তার সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা যায়। খারাপ রাস্তা, দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা বা স্বাস্থ্যসেবার সমস্যা শুধু আবেগ দিয়ে দূর করা যায় না।

দেশপ্রেম মানুষকে এক করতে পারে, আবার আলাদাও করতে পারে। যখন মানুষ শুধু নিজের দেশের কথা ভাবতে শেখে, তখন অন্য দেশের মানুষের জীবন ও সমস্যাকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে 'আমরা' আর 'ওরা'র বিভাজন তৈরি হয়। আজ জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, অর্থনৈতিক সমস্যা বা যুদ্ধ কোনও দেশের সীমানা মানে না। এসব সমস্যার প্রভাব সবার ওপর পড়ে। তাই শুধু নিজের দেশ নয়, পুরো পৃথিবী নিয়েও ভাবা দরকার।

আমি নিজের দেশকে ভালোবাসি। নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও জন্মভূমির প্রতি টান থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার কাছে মানুষের পরিচয় তাঁর দেশের পরিচয়ের চেয়ে বড়। একজন মানুষকে তাঁর পাসপোর্ট দিয়ে নয়, তাঁর কাজ ও মানবিকতা দিয়ে বিচার করা উচিত।

তুমি কোন দেশের নাগরিক- এই প্রশ্ন না করে বরং প্রশ্ন করা উচিত তুমি মানুষ হিসেবে কী করছ? তাহলেই দেশপ্রেমের চেয়ে মানবতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বিবেক দাস
হ্যামিল্টনগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার।

পত্রলেখকদের প্রতি
যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।
-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

দলবদল এবং বিপন্ন ভারতীয় গণতন্ত্র

জনমতের অবমাননা রুখতে দলত্যাগ বিরোধী আইনের আমূল সংস্কার এবং কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন।

আবীর লাল মণ্ডল

অন্য পথে।। তৃণমূলের বিদ্রোহীরা।-ফাইল চিত্র

এক সময় ভারতের রাজনীতি ছিল আদর্শের লড়াই। রাজনৈতিক কর্মীরা আদর্শ রক্ষায় কারাবরণ, নির্যাতন সহ্য এমনকি প্রাণও বিসর্জন দিতেন। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, আদর্শের স্থান দখল করেছে নীতিহীন সুবিধাবাদ। দলবদল এখন ক্ষমতালাভের সংক্ষিপ্ত পথ। সাধারণ ভোটাররা নির্দিষ্ট প্রতীক, কর্মসূচি ও মতাদর্শের ওপর আস্থা রেখে ভোট দেন, অথচ নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিদের উলটো মেরুর দলে যোগ দিতে দেখে তাঁদের ভোটের মূল্য নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানার বিধায়ক গয়া লালের ঘনঘন দলবদল থেকে 'আয়ারাম, গয়ারাম' শব্দবন্ধের উৎপত্তি। বিগত এক দশকে এই প্রবণতা নতুন নজিরবিহীন মাত্রায় পৌঁছেছে।

এই দলবদলের সবচেয়ে নাটকীয় রূপ দেখা গিয়েছে মহারাষ্ট্রে। ২০২২ সালে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক বিধায়ক দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সরকারের পতন ঘটান। পরবর্তীকালে অজিত পাওয়ারও নিজস্ব গোষ্ঠী নিয়ে সেই জোটে শামিল হন, যাদের হারানোর জন্য মূলত ভোটাররা রায় দিয়েছিলেন। ২০২০ সালে মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করলে তাঁর অনুগামী বিধায়কদের পদত্যাগে নির্বাচিত সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতা বদল হয়। কর্ণাটকেও বহু বিধায়কের পদত্যাগ ও দলবদলের নজির রয়েছে। গোয়া, মণিপুর এবং অরুণাচলপ্রদেশের মতো রাজ্যেও কোথাও দুই-তৃতীয়াংশের দলীয় বিভাজন আবার কোথাও পদত্যাগকে অস্ত্র করে সরকার পরিবর্তনের একই ধারা দেখা গিয়েছে।

সাম্প্রতিককালে এই ব্যাধি রাজ্যসভার রাজনীতিতেও ছড়িয়েছে। আম আদমি পার্টির পরিচিত মুখ রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক এবং অশোক মিত্তাল সহ একাধিক সাংসদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া জাতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। আবার ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর একাংশের ক্ষোভ এবং এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার জল্পনা এই ধারাকেই স্পষ্ট করে। সাধারণত মন্ত্রিত্ব, দলীয় টিকিট বা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এর মূল কারণ। তবে আদর্শগত কারণে দলত্যাগের ইতিহাসও ভারতে রয়েছে। যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজস্ব দর্শনের ভিত্তিতে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ দেশহিতৈষী ও মহৎ।

এই অনৈতিকতা রুখতে ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধি সরকারের আমলে ৫২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে দশম তফশিলে দলত্যাগ বিরোধী আইন আনা হয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ভারতে তিন হাজারেরও বেশি বিধায়ক দলবদল করায় এই আইনের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথমে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের দল ভাঙার সুযোগ থাকায় ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকারের আমলে ৯১তম সংশোধনে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দলত্যাগকে বৈধতা দেওয়া হয়। তবুও এই ব্যাধি কমেনি, বরং রূপ বদলেছে। এর পেছনে অন্যতম বড় দুর্বলতা হল স্পিকারের ভূমিকা। স্পিকার নিজে দলীয় হওয়ায় অনেক সময় সিদ্ধান্ত বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখেন, ততদিনে সমস্ত রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করা হয়ে যায়।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কঠোর সংস্কার জরুরি। প্রথমত, দলবদল করলেই জনপ্রতিনিধির পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য হতে হবে এবং উপনির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় জনমত নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, দলবদলকারীকে পরবর্তী পাঁচ বছর বা পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত মন্ত্রীপদ দেওয়া নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। তৃতীয়ত, স্পিকারের বদলে নির্বাচন কমিশন ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত স্বাধীন সাংবিধানিক ট্রাইবিউনালকে ৯০ দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। বিশ্বজুড়ে এমন নজির রয়েছে। বাংলাদেশে সংবিধানের ৭০ নম্বর ধারা অনুযায়ী দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সদস্যপদ খারিজ হয়। সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতেরও এখন কঠোর পদক্ষেপের সময় এসেছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক। নদিয়ার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৭৮

পাশাপাশি : ১। একজন ঋষি অথবা পাখিও হতে পারে ৩। তারতম্য, বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য ৫। নানারকম বাধা বিপত্তি ৬। ছোট বা সামান্য বিষয় নয়, বড় ব্যাপার ৭। সংখ্যায় কমপক্ষে একশো তো হবেই ৯। সময়ের পারম্পর্য অনুসারে ১২। নোনতাভাব, সৌন্দর্যও হতে পারে ১৩। অধস্তন সরকারি কর্মচারী।

উপর-নীচ : ১। সমূহ সর্বনাশ ২। আনুষঙ্গিক বিষয় ৩। উপলব্ধি, জ্ঞান বোধ বা বিশ্বাস ৪। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ ৫। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু পুকুরে থাকে ৭। — হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ৮। টাকা পয়সা বা শিবের জটা ৯। দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন ১০। আলোর ঝলকানি বা দ্যুতি ১১। মিশতে যে দ্বিধাবোধ করে না।

সমাধান ■ ৪৪৭৭

পাশাপাশি : ১। মলিদা ৪। মালিশ ৫। হাব ৭। মাকড়া ৮। মছলন্দ ৯। কুরুবক ১১। পরখ ১৩। টেমি ১৪। কিন্নর ১৫। চামর।

উপর-নীচ : ১। মহিমা ২। দামড়া ৩। দমদম ৬। বরিন্দ ৯। কুচুটে ১০। কটকিনা ১১। পরচা ১২। খচ্চর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা

উত্তরসূরি কি অ্যান্ডি বার্নহাম

লন্ডন, ২২ জুন : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আর দলের প্রবল চাপে শেষমেশ নতিস্বীকার। ডাউনিং স্ট্রিটে মাত্র দু'বছরের ইনিংস শেষ করে সোমবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কিয়ের স্টারমার। একইসঙ্গে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন লেবার পার্টির নেতৃত্ব থেকেও। এদিন এই ঘোষণার সময় তাঁর পাশে ছিলেন স্ত্রী ভিক্টোরিয়াও। স্টারমার এবং তাঁর উত্তরসূরিকে ধরলে এক দশকের মধ্যে ব্রিটেন দেখে ফেলল সাত সাতজন প্রধানমন্ত্রীকে!

২০২৪ সালে লেবার পার্টিকে ঐতিহাসিক জয় এনে দিলেও ইদানীং অর্থনীতি, জনপরিষেবা ও দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন স্টারমার। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগতাড়িত গলায় স্টারমার জানান, রাজা তৃতীয় চার্লসকে তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধের কথা স্বীকার করে বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার দল জানতে চেয়েছিল আগামী নির্বাচনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমিই যোগ্য কি না। আমি দলের উত্তর শুনেছি এবং তা সসম্মানে মেনে নিচ্ছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তই ছিল দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য।'

স্টারমারের বিদায়ে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অ্যান্ডি বার্নহাম-এর নাম শোনা যাচ্ছে। গ্রেটার ম্যানচেস্টারের প্রাক্তন মেয়র অ্যান্ডি সম্প্রতি পার্লামেন্টে ফিরতেই স্টারমারের ইস্তফার দাবি জোরালো হয়। দলের একটি বড় অংশ মনে করছে, টালমাটাল পরিস্থিতি সামলাতে অ্যান্ডিই যোগ্য বিকল্প।

আপাতত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'কেয়ারটেকার' প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালাবেন স্টারমার। ৯ জুলাই থেকে শুরু হবে নতুন নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া। সব ঠিক থাকলে গ্রীষ্মকালীন অবকাশের পর ব্রিটিশ সংসদ ফিরে পাবে নতুন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, গত এক দশকে সাত জন প্রধানমন্ত্রী বদল ব্রিটেনের প্রশাসনিক অস্থিরতাকেই ফের প্রকট করল। ডাউনিং স্ট্রিট ছাড়ার সময় সস্ত্রীক স্টারমারকে কিছুটা ভেঙে পড়তেও দেখা যায়। বিদায়বেলায় তাঁর উপলব্ধি, দু'বছর আগে এই ডাউনিং স্ট্রিটে প্রবেশ ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

কে এই বার্নহাম

প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের নাটকীয় বিদায়ের পর ব্রিটেনের মসনদে বসার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন নাকি অ্যান্ডি বার্নহাম। গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টারের এই প্রভাবশালী মেয়র রাজনৈতিক মহলে 'কিং অফ দ্য নর্থ' হিসাবে পরিচিত। স্টারমারের ইস্তফার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৫৬ বছর বয়সি বার্নহাম প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নিজেকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মূল লক্ষ্য হবে অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনপরিষেবার দ্রুত মানোন্নয়ন। মেকারফিল্ডের উপনির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ ইংরেজি সাহিত্যে এমএ এই ছাত্রের অবস্থানকে দলীয় স্তরে আরও শক্তিশালী করেছে। লেবার পার্টির বামপন্থী আদর্শের কট্টর সমর্থক বার্নহামই এখন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের প্রধান দাবিদার।

১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের 'রিভলভিং ডোর'-এ যাঁরা

ডেভিড ক্যামেরন
ব্রেক্সিট গণভোটে বিচ্ছেদের পক্ষে রায় আসার পর নৈতিক দায়ভার গ্রহণ করে ২০১৬ সালে পদত্যাগ করেন।

থেরেসা মে
ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে পার্লামেন্টে অচলাবস্থা তৈরি হওয়ায় নিজ দলের চাপে ২০১৯ সালে বিদায় নেন।

বরিস জনসন
'পার্টিগেট' কেলেঙ্কারি ও একাধিক নীতিগত কেলেঙ্কারির জেরে মন্ত্রীদের গণ-ইস্তফার মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

লিজ ট্রাস
বিতর্কিত অর্থনৈতিক সংস্কার ও মিনি-বাজেট বিপর্যয়ের জেরে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় ইস্তফা দিতে হয়।

ঋষি সুনক
২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট ছাড়েন।

আলোচনায় মগ্ন... *অম্বুবাচি মেলায় দুই সন্ন্যাসী। সোমবার গুয়াহাটিতে।*

শিবসেনা-ইউবিটি'তে ভাঙন

শিন্ডে শিবিরে শামিল উদ্ধবের ৬ সাংসদ

মুম্বই, ২২ জুন : মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে ফের ভূমিকম্প। তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা-ইউবিটি। যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার লোকসভার ৬ জন শিবসেনা-ইউবিটি সাংসদ দলবদল করে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন আসল 'শিবসেনা'য়। লোকসভায় উদ্ধব শিবিরের মোট ৯ জন সাংসদ ছিলেন, যাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬ জনই এবার শিন্ডের নৌকায় সওয়ার হলেন।

দক্ষিণ মুম্বইয়ের ওয়াই বি চ্যবন সেন্টারে আয়োজিত এক হাই-ভোল্টেজ সাংবাদিক বৈঠকে এই মেগা দলবদলের কথা ঘোষণা করেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। দলবদলকারী সাংসদদের পাশে বসিয়ে শিন্ডে এই ঘটনাকে ২০২২ সালের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের 'দ্বিতীয় পর্যায়' বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং বালাসাহেব ঠাকরের আদর্শকে রক্ষা করতে এবং নিজেদের নির্বাচনি কেন্দ্রের উন্নয়নের স্বার্থে এই 'কট্টর শিবসৈনিক' সাংসদেরা তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

- একনাথ শিন্ডের দাবি, উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনায় ২০২২ সালের বিদ্রোহের এটি 'দ্বিতীয় পর্যায়'
- কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং বালাসাহেব ঠাকরের আদর্শকে রক্ষা করতে এই দলবদল

দলত্যাগী এই ৬ সাংসদের মধ্যে রয়েছেন ওমপ্রকাশ নিম্বলকর, সঞ্জয় দিনা পাতিল, সঞ্জয় দেশমুখ, সঞ্জয় যাদব, নাগেশ পাতিল আশতিকার এবং ভাউসাহেব ওয়াকচৌরে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের খাঁড়া থেকে বাঁচতে বিদ্রোহীদের ন্যূনতম ৬ জন সাংসদের প্রয়োজন ছিল। এই ভাঙনের ফলে লোকসভায় উদ্ধব সেনার শক্তি কমে মাত্র ৩-এ দাঁড়াল, অন্যদিকে শিন্ডে শিবিরের সাংসদ সংখ্যা বেড়ে হল ১৩।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-শিবসেনা-এনসিপি জোটের কাছে ধরাশায়ী হলেও লোকসভা ভোটে ভাল ফল করেছিল উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা-ইউবিটি, শারদ পাওয়ারের এনসিপি-এসপি এবং কংগ্রেসের জোট। এবার বিধানসভা ভোট যখন ফের দরজায় কড়া নাড়ছে ঠিক সেইসময় উদ্ধব শিবিরে ভাঙন গোটা বিরোধী জোটকে বড়সড়ো ধাক্কা দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সংসদীয় দলে ভাঙনের পর এবার শিবসেনা-ইউবিটির বিধায়কদের একাংশের শিন্ডে সেনায় যোগদান নিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে।

কোচিং সেন্টারে আগুনে মৃত ১৫

লখনউ, ২২ জুন : দিল্লির মালব্যনগরের গেস্ট হাউসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার অগ্নিকাণ্ড উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ে। সোমবার 'নবাবদের শহর' খ্যাত লখনউয়ের এক কোচিং সেন্টারে বিধ্বংসী আগুন লেগে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৫ জন। যাঁদের অধিকাংশই পড়ুয়া। সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ লখনউয়ের আলিগঞ্জ এলাকার একটি তিনতলা বাড়িতে আগুন লাগে। ওই বহুতলের দোতলায় একটি অ্যানিমেশন কোচিং সেন্টার চলত।

আগুন লাগার পর আতঙ্কিত পড়ুয়ারা প্রাণ বাঁচাতে জানলার কাচ ভেঙে দোতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দিতে শুরু করেন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অন্তত ১৫ জন পড়ুয়াকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। মৃতদের অধিকাংশেরই বয়স ১৬ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে চলছে উদ্ধার অভিযান। সোমবার লখনউয়ের আলিগঞ্জে।

পালাতে গিয়ে গুলিতে খতম

চণ্ডীগড়, ২২ জুন : সংশোধনাগার থেকে প্যারোলে ছাড়া পেলেও সংশোধিত হয়নি একাধিক খুনের অপরাধী হরিয়ানার গোপাল। ৭০ দিনের সাময়িক মুক্তির মেয়াদের মধ্যে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, গাড়ি চুরি সহ একের পর এক অপরাধ করে সে। এক ব্যক্তিকে খুন করতে গুলিও চালায়। প্যারোলে মুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ না করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল গোপাল। অবশেষে পুলিশ তাকে ধরার জন্য জাল বিছায়। শেষপর্যন্ত পুলিশের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে খতম হল গোপাল। সোনিপতের পুলিশ কমিশনার মমতা সিং জানিয়েছেন, পুলিশ দেখেই সে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। ঘটনায় আহত হয়েছেন হেড কনস্টেবল দেবেন্দর। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। এদিকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে এক নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্জন ক্ষেতে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ১৪ জুনের ঘটনা।

ভারতকে মার্কিন সমরাস্ত্র

ওয়াশিংটন, ২২ জুন : ভারতীয় সেনার শক্তি বাড়াতে এক বড় মাপের প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সবুজ সংকেত দিল আমেরিকা। ৪৮২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের (ভারতীয় মুদ্রায় ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি) সামরিক সহায়তা প্যাকেজে অ্যাপাচে যুদ্ধ হেলিকপ্টার ও এম-৭৭৭ আল্ট্রা-লাইট হাউইৎজার কামানের নতুন সংস্করণের যন্ত্রাংশ বিক্রি ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি রয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক পেন্টাগনের ডিফেন্স সিকিউরিটি কোঅপারেশন এজেন্সি (ডিএসসিএ) চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে কংগ্রেসকে জানিয়েছে। এই সামরিক সহায়তা প্যাকেজ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও নিবিড় করবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্যাকেজে রয়েছে অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের প্রয়োজনীয় খুচরো যন্ত্রাংশ।

ওপারের ছয় জেলায় সেনা

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২২ জুন : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৪৯ সালের এই দিনে ঢাকার ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ঐতিহ্যবাহী দলটির অবদান অপরিসীম। ২০২৫ সালের ১০ মে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন আন্তর্বর্তী

আওয়ামী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। পরবর্তীতে সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংশোধনের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। দলটির ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে ঘিরে বাংলাদেশের ৬টি জেলা ও মহানগরে সেনা মোতায়েনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ঢাকা প্রশাসন সূত্রে খবর, আওয়ামি লিগের শাখা সংগঠনগুলি দেশের নানা অংশে বেআইনি মিছিল, শোডাউন ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন করছে।

অনেকটা এগিয়েছি ইঙ্গিত ভান্সের

বারগেনস্টক, ২২ জুন : সুইৎজারল্যান্ডের বুর্গেনস্টক রিসর্টে কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় প্রথম দফার বৈঠকে আমেরিকা ও ইরান আগামী ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির নির্দিষ্ট পথনির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে। সোমবার বৈঠক শেষে এহেন 'উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতির' খবর শুনিয়েছেন কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীরা তো বটেই, এমনকি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সও।

দীর্ঘ সংঘাতের আবহে দু'দেশই শত্রুতা সরিয়ে লেবাননে যুদ্ধের অবসান এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পথ হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল সুনিশ্চিত করতে সম্মত হয়েছে। প্রথম দফার আঠারো ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার নির্যাস হিসাবে আমেরিকা ইরানের তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং হিমায়িত সম্পদ মুক্তির সবুজ সংকেত দিয়েছে। বিনিময়ে ইরান তাদের পরমাণু কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দিতে রাজি হয়েছে। এদিকে, এই ঐতিহাসিক অগ্রগতির খবর চাউর হতেই বিশ্ববাজারে তেলের দাম অনেকটাই কমেছে।

ইরান-আমেরিকা শান্তি চুক্তি

সোমবার সকালে বৈঠকের ইতিবাচক পরিবেশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে ভান্স জানান, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের অনুরোধ করেছেন ইরানের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আমূল বদলে ফেলতে।' ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচিও সমাজমাধ্যমে সন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় লেবানন যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি হয়েছে।'

আলোচনার অংশ হিসাবে ইরানের জন্য ৩০,০০০ কোটি ডলারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং সব ধরনের মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। ভবিষ্যতের ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে একটি 'কমিউনিকেশন লাইন' এবং লেবানন ফ্রন্টে সামরিক অভিযান বন্ধে একটি 'ডি-কনফ্লিকশন সেল' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও ইজরায়েলের অবস্থান এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে কিছু জটিলতা এখনও রয়েছে, তবু বুর্গেনস্টকের আলোচনাকে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির অভিমুখে এক শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসাবেই দেখছে ওয়াকিবহাল মহল।

২০ বছর পর বিধানসভায়

গুয়াহাটি, ২২ জুন : দু'দশক পরে অসম বিধানসভায় ফিরলেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)-এর প্রধান বদরুদ্দিন আজমল। সোমবার তিনি বিধায়ক পদে শপথ নিয়েছেন। অধ্যক্ষ রঞ্জিত কুমার দাস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। চলতি বছরে অসম বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর মে মাসে শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান হলেও সেই সময় বদরুদ্দিন হজে গিয়েছিলেন। শপথ নেওয়ার পর বিন্নাকান্দির বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি রাজ্যরাজনীতিতে ফিরতে চান। এ ব্যাপারে দলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ২০০৬ সালে প্রথম বিধায়ক হওয়ার তিন বছর পর ২০০৯ লোকসভা ভোটে জিতে দিল্লি চলে যান। সাংসদ থেকেছেন টানা ১৫ বছর। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর আবার অসমের রাজনীতিতে ফিরে আসেন তিনি। বদরুদ্দিন আজমলের প্রত্যাবর্তন অসমের বিরোধী শিবিরে নয়া সমীকরণ তৈরি করতে পারে।

কলেজিয়াম বিতর্কে ঢুকতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : বিচারক নিয়োগে কলেজিয়ামের গোপনীয়তা বজায় রাখতে অনড় শীর্ষ আদালত। হিমাচলপ্রদেশের এক বিচারকের পদোন্নতির আর্জি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানাল, কলেজিয়ামের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়।

হিমাচলপ্রদেশের জেলা জজ অরবিন্দ মালহোত্র অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করে তিনজন জুনিয়ার অফিসারকে হাইকোর্টে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে শীর্ষ আদালত তাঁর নাম ফের বিবেচনার নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর করা হয়নি বলে দাবি করেন তাঁর আইনজীবী বলবীর সিং। সোমবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি শোনার পর কোনও বিচারবিভাগীয় নির্দেশ দিতে সরাসরি অস্বীকার করে।

বিচারপতি নাগরত্ন কড়া পর্যবেক্ষণে বলেন, 'আমরা কলেজিয়ামের কার্যপদ্ধতি নিয়ে নতুন করে কোনও বিতর্কের প্যান্ডোরার বাক্স খুলতে চাই না।' তিনি আরও স্পষ্ট করে দেন, 'শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতা বা অভিজ্ঞতার নিরিখে তালিকায় ওপরের দিকে নাম থাকলেই কেউ সুপারিশ পাওয়ার অধিকারী হয়ে যান না।' আদালতের মতে, কলেজিয়ামের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নিজস্ব সন্তুষ্টির বিষয় এবং বিচারবিভাগীয় দিক থেকে শীর্ষ আদালত হাইকোর্ট কলেজিয়ামকে নির্দিষ্ট নাম বিবেচনার নির্দেশ দিতে পারে না।

'প্যান্ডোরার বাক্স খুলতে চাই না'

বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, কলেজিয়ামের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত গোপনীয়। হিমাচল হাইকোর্টের করা সুপারিশটি ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম দ্বারা অনুমোদিত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এই মামলার কোনও কার্যকারিতা নেই। শেষপর্যন্ত আদালতের পরামর্শে আবেদনকারী মামলাটি প্রত্যাহার করে নিলে আদালত বিষয়টি নিষ্পত্তি করে।

জল না পেলে যুদ্ধ, সিন্ধু নিয়ে পাক-হুমকি

ইসলামাবাদ, ২২ জুন : সিন্ধুনদের জল নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দড়ি-টানাটানি বহুদিন ধরে চলছে। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'জল না পেলে যুদ্ধ। জল আমাদের জাতীয় নিরাপত্তারই অংশ। যে মুহূর্তে আমরা অনুভব করব যে, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, সেই মুহূর্তে আমরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করব। এটা নিশ্চিত।'

২০২৫-এ জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত ঐতিহাসিক সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে। মোদি সরকারের স্পষ্ট বার্তা ছিল, সীমান্তপারের সন্ত্রাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি স্থগিতই থাকবে। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। সিন্ধুর জল পাকিস্তানের জীবনরেখা। কৃষি, সেচ এর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। ইতিমধ্যে তীব্র জল সংকট দেখা দিয়েছে সিন্ধু ও বালুচিস্তানে। অর্থনীতি ভেঙে পড়ার মুখে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিল বলেছেন, 'সিন্ধুনদের জলের যে অংশ ভারতে প্রবাহিত, তার এক ফোঁটাও যেন অন্য দেশে না যায়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভিডিও ক্লিপের ইঙ্গিত, ২০২৮-এর জুনের মধ্যে সিন্ধুর জলপ্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে পাকিস্তানে। এরপরেই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পাকমন্ত্রী।

২ মিনিট দেরি, পরীক্ষা দেওয়া হল না নিট প্রার্থীর

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : প্রশ্নফাঁস তথা জালিয়াতির জেরে নিট পুনর্পরীক্ষার আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছে এনটিএ, তাতেও এবার জালিয়াতির ছায়া। বিহারে ধরা পড়েছে জালিয়াত 'মুন্নাভাই' চক্রের দু-ডজন কুশীলব। অন্যদিকে যানজটে মাত্র দু-চার মিনিট দেরিতে পৌঁছোনোয় স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে নানা রাজ্যের বহু পরীক্ষার্থীর।

রবিবার দেশজুড়ে নিট-ইউজি পুনর্পরীক্ষা চলাকালীন বিহারের লক্ষ্মীসরাইয়ে বড় প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করেছে পুলিশ। আসল পরীক্ষার্থীদের বদলে টাকার বিনিময়ে নামী মেডিকেল ও নার্সিং কলেজের পড়ুয়াদের 'সলভার' হিসাবে বসিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত ২৪ জনকে। ধৃতদের মধ্যে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, এইমস এবং পাটনা মেডিকেল কলেজের পড়ুয়ারাও রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, চক্রের অন্যতম পান্ডা গয়ার মেডিকেল ছাত্র অর্পিত রাজ। বায়োমেট্রিক সংস্থার ১৪ জন কর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যারা টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢোকার রাস্তা মসৃণ করে দিচ্ছিল।

অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুতে যানজটে পরীক্ষার্থীদের স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে বিবৃতির লড়াই চলেছে বিজেপি-কংগ্রেসের মধ্যে। বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, 'কংগ্রেস ছাত্র স্বার্থের বদলে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।' পালটা তোপে কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াংক খাড়গের দাবি, 'কেন্দ্রীয় সরকার পড়ুয়াদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

এনকাউন্টারে হত্যা, ফুঁসছে ভোজপুর

পাটনা, ২২ জুন : বিহারের ভোজপুরে পুলিশের গুলিতে তরুণ সমাজকর্মী ভরত ভূষণ তিওয়ারির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিল প্রশাসন।

পুলিশের দাবি, গত ১৭ জুন বিলৌতি গ্রামে অভিযুক্ত ভরত এলোপাতাড়ি গুলি চালালে আত্মরক্ষার্থে পালটা জবাব দেয় যৌথ বাহিনী। তবে ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, গুলি চলার ঠিক আগেই তিনি অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করছেন। এই ঘটনায় 'ভুয়ো এনকাউন্টার'-এর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে প্রশাসনের দুর্নীতি ও ব্যর্থতা নিয়ে সরব হওয়াতেই ভুয়ো সংঘর্ষে প্রাণ দিতে হয়েছে ভরতকে।

তদন্তের নির্দেশ

ভরত ভূষণ তিওয়ারি।

এদিকে, বিক্ষোভ ও গাফিলতির জেরে শাহপুর থানার এসএইচও সহ চার পুলিশকর্মীকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ঘটনায় শাসক দল বিজেপির অন্দরেও তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রশাসনিক গাফিলতি খতিয়ে দেখে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে।' জনরোষের চাপে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, পুরো ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে দেশের শীর্ষ আদালতেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাজেটে আশা বহু, আছে সংশয়ও

অঞ্জন চক্রবর্তী

রাজ্যে নতুন ও প্রথম বিজেপি সরকারের কাজে সর্বস্তরের মানুষের বিপুল প্রত্যাশা। কারণ বাংলার মানুষ শুধু বিজেপিকে ভোট দেয়নি, ভোট দিয়েছে বিগত সরকারের বিরুদ্ধে জমা বিপুল জনরোষ থেকে। উত্তরবঙ্গ অবশ্য বিগত কয়েক বছর ধরেই বিজেপিমুখী হয়ে আছে। এবার তো ঝোলা উজাড় করে দিয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গে এবারের প্রতিনিধিত্ব সর্বকালীন রেকর্ড।

ফলে স্বপন দাশগুপ্তের অন্তর্বর্তী বাজেট (আগামী ৯ মাসের) নতুন সরকারের কাছে ছিল কঠিন পরীক্ষা। বিপুল প্রত্যাশা এবং বিজেপির সংকল্পপত্রের বাস্তবায়ন, বাংলাকে নতুন দিশা দেখানো এবং ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কার্যকারিতা প্রমাণ করার তাগিদও ছিল। অর্থমন্ত্রীর হাতে মেরেকেটে ১৫ দিন ছিল এই প্রত্যাশা মেটানোর জাদুকাঠি ঘোরানোর। অন্তর্বর্তী বাজেটকে নতুন উন্নয়নের দিকে নির্দেশিকার আলোকে দেখাটাই সংগত। অর্থমন্ত্রী সে পথে খুব কম সময়ে হেঁটেছেন, যা প্রশংসনীয়। প্রথমে মৌলিক পরিবর্তন এবং সংকল্পপত্রের নিরিখে দেখে নেওয়া যাক এই বাজেট। প্রথম বড় পরিবর্তন এতদিনের শতাধিক শ্রী যুক্ত বাজেটের। এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাতের অবসান। এযাবৎকাল বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো হয় চালু করা হয়নি বা চালু হলেও তার Compliance হয়নি। ফলে থমকে বা আটকে ছিল।

তৃণমূল স্তর অবধি দুর্নীতির যে প্রাতিষ্ঠানিককরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছিল, তাতে লাগাম টানার সার্বিক চেষ্টা আছে এই বাজেটে। কাটমানি ও সিন্ডিকেটরাজমুক্ত পশ্চিমবঙ্গের দিশা নির্দেশ রয়েছে যাতে ব্যয়ের পরিমাণ কমবে বিশেষত প্রকল্পভিত্তিক সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে। এখন অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি কার্যকরী হবে। যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে খরচ করে প্রকল্পগুলি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।

এই ঘটনা রাজস্ব সাশ্রয়ে সাহায্য করবে এবং ডাবল ইঞ্জিনের সুবিধা ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গ পাবে ধরে নেওয়া যায়। মূলত কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা পরিকাঠামো, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বিকাশের তারতম্যকে বাস্তবসম্মতভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা আছে বাজেটে।

সরকারি কর্মীরা অনেকটা বেশি (৩৮%) ডিএ পাবেন। তাঁদের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে জমি, বাড়ি, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়বে স্বাভাবিকভাবে। কৃষিক্ষেত্রে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের অনেকটা স্বস্তি দেওয়া হয়েছে এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা যাতে না কমে তার দিকে নজর দেওয়া আছে।

যদিও ২০ দিনে এত কিছু আশা করা যুক্তিসম্মত নয়। তবে নিশ্চয়ই নগরোন্নয়ন, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক সার উৎপাদন, ডাম্পিং গ্রাউন্ডমুক্ত ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, রাস্তাঘাটের সঙ্গে গাছের পুনর্বাসন ইত্যাদি ভবিষ্যতে ভাবা হবে। মানুষের প্রত্যাশা ও বাস্তবতা দুটোর মেলবন্ধন নতুন সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

(লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

অভিভাবকহীন পঞ্চায়েত সমিতি

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুন : অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর, সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কাকে অপসারণের নির্দেশিকা জারি করলেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা। একইদিনে ইস্তফা দিলেন সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়। ফলে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতি অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। শূন্যস্থান তৈরি হল বোর্ডের শীর্ষ দুই চেয়ারে।

নতুন সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতির এগজিকিউটিভ অফিসার (বিডিও) এবং প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বোর্ডের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হবে। সূত্রের খবর, তৃণমূলের সিংহভাগ সদস্যের সমর্থন নিয়ে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির পরবর্তী সভাপতি হতে পারেন শান্তি মার্ডি কিসকু। আগামীদিনে মহকুমা শাসকের ডাকা নতুন সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হতে পারে। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান মুখ প্রণবেশ মণ্ডলের কটাক্ষ, 'রিনা এক্কা লোক মারফত চিঠি পাঠিয়ে যে নাটক করতে চেয়েছিলেন, তা খাটেনি। শেষপর্যন্ত চাপের মুখে সহ সভাপতিকে পদত্যাগ করতে হল।'

এদিন মহকুমা শাসক নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, গত ১৮ জুন বিডিও অফিসে আয়োজিত বিশেষ তলবি সভায় উপস্থিত ১৪ জন সদস্য সর্বসম্মতভাবে সভাপতি রিনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেন। আইন অনুযায়ী, সেই অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় রিনাকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হচ্ছে। ২৪ জুনের মধ্যে তাঁকে পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সরকারি নথিপত্র, সিলমোহর ও সম্পত্তি এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে দিয়ে লিখিতভাবে দায়িত্বভার ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগে রিনা নিজের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার দাবি করেন। অনাস্থা ভোটে রিনার অপসারণ নিশ্চিত হওয়ার পর রাজনৈতিক লড়াইয়ে হারের আশঙ্কা ছিল চন্দ্রমোহনের রায়। তাঁর বিরুদ্ধেও সম্প্রতি ৮ জন সদস্য নতুন করে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় সভাপতির চেয়ার খালি হওয়ার সরকারি নির্দেশ আসার পর চন্দ্রমোহন আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাই তিনি সশরীরে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে ইস্তফা দিলেন।

বিশ্বরেকর্ড

প্রথম পাতার পর

মাঠের সবুজ ঘাসে কখনও খরস্রোতা, কখনও শান্ত। তাঁর জাদুকরি হাতছানি এড়াতে না পেরে ভিআইপি বক্সে হাজির পপ তারকা শাকিরাও। কমেন্ট্রি বক্সে উত্তেজনায় বারবার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন সের্জিও আগুয়েরো, ম্যাক্সি রডরিগেজরা।

মহারণ শুরু হতেই পরিষ্কার হয়ে যায়, রালফ র‍্যাঙ্গনিকের অস্ট্রিয়া বিনা যুদ্ধে জমি ছাড়বে না। তাদের হাই প্রেসিং ফুটবল মাঝমাঠকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। কিন্তু ৯ মিনিটে লওটারো মার্টিনেজ বক্সে ফাউলের শিকার হলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। স্পটে বল বসিয়ে স্বয়ং মেসি পেনাল্টি ফসকে বসলেন! বল বেরিয়ে গেল পোস্টের বাইরে। ডালাসের গ্যালারিতে অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য নামলেও, পরক্ষণেই 'লেও'-কে উৎসাহ দিতে গান ধরল গোটা স্টেডিয়াম। ১৮ মিনিটে বক্সে ফের সুযোগ নষ্ট করলেন জাদুকর। এক ইউরোপীয় ধারাভাষ্যকার মুচকি হেসে বললেন, 'মেসি যে আদতে একজন রক্তমাংসের মানুষ, এটা বোঝানোর জন্যই বোধহয় ও মিস করল!'

হাইড্রেশন ব্রেক এবং ভিএআরের মতো প্রযুক্তির বাড়াবাড়িতে ফুটবলের মাধুর্য নষ্ট হচ্ছে বলে ম্যাচ শেষে লিওনেল স্কালোনি বিরক্তি উগরে দিয়েছেন। সত্যিই, পেনাল্টি ফসকে যাওয়ার পর ওই বিরতিগুলির জেরে আর্জেন্টিনার খেলাটা খানিক এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। মার্সেল সাবিৎজার-কনরাড লাইমারদের প্রেসিংয়ে খেই হারাচ্ছিল দল। কিন্তু জাদুকর মাঠে থাকলে বিপক্ষের প্রতিরোধ ভাঙতে আর কতক্ষণ! ৩৮ মিনিটে বাঁদিক থেকে ফাকুন্দো মেদিনার নিখুঁত ক্রস পায়ের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দেন থিয়াগো আলমাদা। আর পেছন থেকে ক্ষিপ্র চিতাবাঘের মতো ধেয়ে এসে সেই চেনা, রাজকীয় ভলিতে বল জালে জড়িয়ে দেন মেসি।

ডালাসের গ্যালারি তখন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি! মিরোস্লাভ ক্লোসেকে টপকে ১৭টি গোল নিয়ে মেসি তখন বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার। পাশাপাশি জাঁ ফঁতে ও জাইরজিনহোর সঙ্গে একাসনে বসে টানা ছয়টি ম্যাচে গোল করার বিরল নজিরও গড়লেন তিনি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্ট্রাইকার ক্রিস সাটন বলছিলেন, 'যেখানে কোনও ফাঁকফোকর নেই, মেসি ঠিক সেখান দিয়েই গলে বেরিয়ে যায়।'

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই অস্ট্রিয়া মরিয়া হয়ে ওঠে। র‍্যাঙ্গনিক মাঠে নামান মার্কো আর্নাউতোভিচদের, অন্যদিকে স্কালোনিও বেঞ্চের শক্তি কাজে লাগিয়ে নামান হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকোদের। এদিন আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগও অ্যাসিড টেস্টে সফল। ম্যাচ যখন অন্তিম লগ্নে, অস্ট্রিয়া সমতা ফেরাতে নিজেদের অর্ধে জায়গা ফাঁকা ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক তখনই ফের জ্বলে উঠলেন সেই অতিমানব। ইনজুরি টাইমের শেষ মিনিটে (৯০+৫) আলভারেজের শট বিপক্ষ গোলকিপার আলেকজান্ডার শ্লাগার বাঁচিয়ে দিতেই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় জালে বল জড়িয়ে নিজের দ্বিতীয় এবং বিশ্বকাপে ১৮ নম্বর গোলটি তুলে নিলেন জাদুকর। ৩৯ ছুঁইছুঁই বয়সে টানা নব্বই মিনিট তিনি যে ফিটনেস দেখালেন, তা রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর।

খেলার শেষ বাঁশি বাজতেই নীল-সাদা ঢেউ উঠল গ্যালারিতে। আর্জেন্টিনা টানা দুই ম্যাচ জিতে পৌঁছে গেল রাউন্ড অফ ৩২-এ। জাদুকরের ৩৯তম জন্মদিনের ঠিক প্রাক্কালে, টেক্সাসের এই রুক্ষ মাটিতে ইতিহাসের যে নীল-সাদা গোলাপটি আজ সগর্বে ফুটল, তার সুবাসে চিরকাল নতজানু হয়ে থাকবে গোটা ফুটবল বিশ্ব।

১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ

তিস্তার জলে মেগা সেচপ্রকল্প

পূর্ণেন্দু সরকার

গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ। - ফাইল চিত্র

জলপাইগুড়ি, ২২ জুন : তৃণমূল জমানায় যে কাজ ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে ছিল, এবার তার স্থায়ী সমাধান হতে চলেছে উত্তরবঙ্গে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন সেচপ্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করছে নতুন সরকার। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং এই চার জেলায় দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে তিস্তা ব্যারেজের মাধ্যমে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা'র সফল রূপায়ণ হতে চলেছে। উত্তরের একটা বড় অংশের অসেচ জমিতে নতুন করে সেচের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার বাজেটে ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্প সফল করতে রাজ্য সেচ দপ্তর চিরাচরিত খালের বদলে সম্পূর্ণ আধুনিক 'পাইপ ইরিগেশন' বা পাইপলাইনের মাধ্যমে কৃষিজমিতে সেচের জল পৌঁছানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের কাছে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর পাঠানো হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'এই সেচপ্রকল্পকে পাইপ ইরিগেশনের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সেচের জল পৌঁছানোর ডিপিআর রাজ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের কাছে জমা পড়েছে।'

বর্তমানে তিস্তা ব্যারেজের তিস্তা-মহানন্দা লিংক ও মহানন্দা লিংক ক্যানালের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে নামমাত্র সেচের জল দেওয়া হয়। বাম আমল থেকে শুরু করে গত তৃণমূল সরকারের আমল পর্যন্ত তিস্তার ডানহাতি ও বামহাতি মূল খালগুলি বহু জেলাতেই কাটা সম্ভব হয়নি। ব্যারেজের অধীনে সরকারের হাতে প্রচুর পরিমাণ অধিগৃহীত জমি ফাঁকা পড়ে থাকলেও সেখানে সেচখাল তৈরি করার কোনও সদিচ্ছাই দেখায়নি বিগত শাসকদল। ফলে বছরের পর বছর সেচসেবিত এলাকা বাড়ানোর কাজ থমকে ছিল। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা'র রূপায়ণ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে দফায় দফায় বিস্তর আলোচনা করেছিল। কিন্তু সেচখাল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি জোগাড় করে দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় তদানীন্তন তৃণমূল সরকার। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের 'স্টেজ-১'-এর 'সাব-স্টেজ-১' দিয়ে এই মেগা সেচপ্রকল্প বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা আগেই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছিল। কিন্তু নবান্নের চূড়ান্ত অসহযোগিতার জন্য তা ফাইলবন্দি হয়েই থেকে যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এবার রাজ্য ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার থাকায় থমকে থাকা এই প্রকল্পকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রূপায়ণের মেগা পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের বর্তমান সরকার।

- উত্তরবঙ্গের চার জেলায় ৩ লক্ষ ৪২ হাজার হেক্টর অনাবাদি জমিতে পৌঁছাবে তিস্তার জল
- জমিজট এড়াতে ক্যানাল নয়, মাটির তলা দিয়ে 'পাইপ ইরিগেশন' পদ্ধতিতে হবে সেচ
- কেন্দ্রের অনুমোদন ও বাজেটে ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দে শুরু ডিপিআর তৈরির তৎপরতা

উত্তরবঙ্গে সেচখাল কাটার ক্ষেত্রে মূল বাধা জমি অধিগ্রহণ ও জমিসমস্যা। সেকথা মাথায় রেখেই সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা দুইভাবে ডিপিআর তৈরি করেছেন। যেখানে তিস্তা ব্যারেজের নিজস্ব ফাঁকা জমি উদ্বৃত্ত আছে, সেখানে সরাসরি প্রথাগত উপায়ে সেচখাল নির্মাণ করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে জমিসমস্যা প্রবল, সেখানে মাটির নীচ দিয়ে পাইপলাইন টেনে এই চার জেলায় সেচের জল পৌঁছে দেবে তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ।

বাজেটে এই মেগা প্রকল্পের জন্য ১১ হাজার কোটি টাকা ঘোষণার পর থেকেই তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনে তুমুল তৎপরতা শুরু হয়েছে। উত্তরের এই চার জেলায় বর্তমানে ঠিক কত জমিতে সেচের জল যায়, কতটা জমি এখনও সেচের আওতার বাইরে রয়েছে এবং সেচখাল নির্মাণের জন্য কোন জেলায় কত সরকারি জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। এমনকি ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণ করা বহু জমি যা আগে খাল নির্মাণে ব্যবহার হয়নি অথচ বর্তমানে বেদখল হয়ে রয়েছে, সেইসব জমিও চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর।

ব্যারেজ সূত্রে খবর, এই পাইপ ইরিগেশন পদ্ধতিতে জমি অধিগ্রহণের কোনও জটিল সমস্যা নেই। ফলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইনি ঝামেলাও একধাক্কায় এড়ানো যাবে। শুধু পাইপ পাতার সময় জমিতে থাকা যেটুকু ফসল নষ্ট হবে, তার উপযুক্ত বাজারমূল্য সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে দেবে কৃষি দপ্তর। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, মাটির তলায় পাইপ পাতার পর কৃষকরা সেই জমির ওপর স্বাভাবিক নিয়মে চাষাবাদ চালিয়ে যেতে পারবেন। পাশাপাশি, এই বন্ধ পাইপলাইন পদ্ধতিতে জলের অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ হবে। ব্যারেজ থেকে জল সরাসরি খেতে পাঠানোর আগে বিশেষ প্ল্যান্টে সেই জল সম্পূর্ণ আবর্জনামুক্ত করা হবে, যাতে পাইপলাইন বা কৃষিজমির কোনও ক্ষতি না হয়।

ত্রিশক্তির রোডম্যাপ

প্রথম পাতার পর

হোমগার্ড, ভিলেজ ও গ্রিন পুলিশ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা ও আশাকর্মী এবং মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার, হোমগার্ড ও এনভিএফদের ভাতা বাড়ছে মাসে ২ হাজার টাকা। আইসিডিএস, আশাকর্মী এবং প্যারাটিচারদের সাম্মানিক এক লাফে ৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের পেনশন ৫০০ টাকা বাড়ার পাশাপাশি মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের ভাতা বাড়ছে ১ হাজার টাকা। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রীর দাবি, চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক ঘাটতি এবং ঋণ- দুই-ই কমবে। পরে সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য করেন, 'এমন কোনও অংশ বাজেটে বাকি নেই, যা নিয়ে বিরোধীদের কিছু বলার মুখ আছে!' তাঁর কথায়, 'নতুন সরকারকে কাজ করার একটু সময় দিন, সহযোগিতা করুন।'

শুভেন্দু বলেন, 'একটা দলকে ৩৪ বছর দিলেন, যারা চিরকুটে চাকরি দিয়েছে। আরেকটাকে দিলেন ১৫ বছর যারা স্রেফ টাকা খেয়েছে আর চাকরি চুরি করেছে। আমরা পে কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছি, জানুয়ারিতে কার্যকর হবে। ২০ শতাংশ ডিএ পুজোতেই পকেটে ঢুকবে। বাকি ২২ শতাংশের জন্য পরের বাজেট পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন।'

প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে রাজ্যে পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বাজেটে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' এবং তিনটি নতুন মহিলা ব্যাটালিয়ন গঠনের কথা বলা হয়েছে, যারা কলকাতা ও জেলা স্তরে ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারি চালাবে। দুর্নীতি রুখতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের না রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোনও সরকারি সংস্থা ওই কাজ করবে।

চাকরিতে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ এই বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অন্নপূর্ণা যোজনা' সহ একঝাঁক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের পাশাপাশি কলেজ পড়ুয়া অবিবাহিত ছাত্রীদের ড্রপ আউট রুখতে এককালীন ৫০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব আছে বাজেটে। মাতৃত্বকালীন সহায়তায় মিলবে ২১ হাজার টাকা ও ৬টি পুষ্টি কিট। কৃষকদের জন্য পিএম কিষান যোজনায় কেন্দ্রের ৬ হাজার টাকার সঙ্গে রাজ্য আরও ৩ হাজার টাকা যোগ করবে। আলু চাষে ভরতুকি ও সেচের বিদ্যুতে ইউনিট পিছু ২ টাকা ছাড়ের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ডাক্তার সংখ্যা বাড়াতে এমবিবিএস পাশ ৬৫০টি শূন্যপদ তৈরি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুবাদে আগামী ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সাধারণ মানুষ এই বাজেটের সুফল হাতেনাতে পাবেন। পর্যটনকে চাঙ্গা করতে ৫২৭ কোটির বেশি বরাদ্দ করেছে রাজ্য। সনাতন আবেগকে ছুঁতে রাজ্যের প্রধান প্রধান শক্তিপীঠকে যুক্ত করে গড়ে তোলা হবে 'বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট।'

কাতারে মৃত ১২ ভারতীয়

কাতার, ২২ জুন : কাতারে একটি গ্যাস প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ১২ জনই ভারতীয় রয়েছেন। কাতারের এলএনজি উৎপাদনকেন্দ্র, 'রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি'-তে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণটি হয়। এই বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৬৬ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই ছিল যে ঘটনাস্থল থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরের দোহা থেকেও শোনা যায়। এদিন সরকারি সংস্থা কাতার এনার্জি দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটির এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারতীয় দূতাবাসও।

বাজেটকে স্বাগত

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২২ জুন : রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটকে স্বাগত জানাল উত্তরের শিল্প ও বাণিজ্য মহল। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সোমবার বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে উন্নয়নের পথে উত্তরবঙ্গের প্রগতি ঘটবে বলে মনে করছে সংগঠনগুলি। বাজেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১,৮২১.৫২ কোটি টাকা। যা উল্লেখ করে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গ জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা বলছেন, 'এতেই প্রমাণিত হয় সরকারের উত্তরবঙ্গের প্রতি কতটা নজর রয়েছে। পাশাপাশি, এখানে আইআইটি, আইআইএম এবং এইমস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ফলে এবার উত্তরবঙ্গের প্রকৃত উন্নতি হবে।' পর্যটন এবং এমএসএমই নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন তিনি। রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। পূর্বতন সরকারের সময়ে প্রত্যাহার করা সমস্ত ইনসেন্টিভ প্রকল্প পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান সরকার।

আশার আলো চা শিল্পে

নাগরাকাটা, ২২ জুন : রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া উত্তরের চা মহলে। চা শ্রমিক উন্নয়ন পর্ষদ, শিলিগুড়িতে ১০০ কোটি টাকায় কমন টি প্রসেসিং সেন্টার ও কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের সহযোগিতায় টি প্রসেসিং জোন তৈরির ঘোষণা আশার আলো দেখাচ্ছে উত্তরবঙ্গকে। তবে বণিকসভাগুলি জানাচ্ছে, চা বাগানগুলির পুনরুজ্জীবনে আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা বাজেটে থাকলে আরও ভালো হত। প্রাক-বাজেট পর্বে অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্তকে এমন আর্জির কথা চা শিল্পপতিরা জানিয়েছিলেন।

রাজ্য বাজেটে শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তাঁদের জন্য আলাদা উন্নয়ন পর্ষদের প্রস্তাব। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের নিম্নমানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিলম্বিত মজুরি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মতো নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রস্তাবিত ওই চা শ্রমিক উন্নয়ন পর্ষদ শ্রমিকদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের কাজের তত্ত্বাবধান করবে। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা নামে যে প্রকল্প অসম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানের মহিলা ও শিশুদের কল্যাণে চালু করা হয়েছিল সেই প্রকল্পটি এখন থেকে এখানেও শুরু হবে। আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে এজন্য ৩১৪ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ পড়ে রয়েছে বলে চা মহল সূত্রের খবর। ওই যোজনায় সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি আবাসন, শিক্ষা সংক্রান্ত সহায়তা, পুষ্টি বৃদ্ধি, জীবিকায় বৈচিত্র্য আনার একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ থাকবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন।

আগের সরকারের আমলে টি ট্যুরিজমের জন্য চা বাগানের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সেটা কমিয়ে এবারের ১৫ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। বিজেপি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠনগুলি তৃণমূল সরকারের টি ট্যুরিজম প্রকল্পে জমি নীতির বিরোধিতায় সরব হয়েছিল। চা বাগানগুলির অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও বাজেটে জানানো হয়েছে। টি প্রসেসিং জোন তৈরির যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে চা প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ইউনিট, নিলাম হাউস সহ উপযুক্ত বিশ্বমানের পরিকাঠোমো থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

হচ্ছেটা কী!

প্রথম পাতার পর

এই পদক্ষেপ কতটা আইনসম্মত, তা স্পষ্ট নয়।

কিন্তু তাঁদের যুক্তি, গঠনতন্ত্রে তিন বছর পরপর জাতীয় কর্মসমিতির পুনর্গঠন করার বিধান আছে। কিন্তু ২০২২-এর পর আর সেই কাজ হয়নি। সেজন্য তাঁরা পুরোনো কমিটি ভেঙে দিলেন। ফলে আড়াই দশকেরও বেশি যিনি ছিলেন দলের শেষ কথা, সুপরিকল্পিত অপারেশনে সর্বোচ্চ পদ থেকেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। শুধু বিধায়ক ও কাউন্সিলারদের নয়, দলের রাশও নিয়ন্ত্রণে নিতে সুকৌশলে ঘুঁটি সাজিয়েছিলেন ঋতব্রতরা।

জেলা স্তর থেকে দলের পুরোনো এবং মমতার একনিষ্ঠ অনুগতদের সরিয়ে নিজেদের লোক বসিয়ে কার্যত গোটা সংগঠনের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে এই গোষ্ঠী। অরূপ রায়কে যে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হল, তাও স্পষ্ট। আসল রিমোট কন্ট্রোল ঋতব্রত ও তাঁর কোর টিমের হাতেই। যে টিমের সন্দীপন সাহা, জাভেদ খান, আখরাজ্জুমানরা আছেন। মালদার সাবিনা ইয়াসমিনও ওই টিমের অন্যতম নেত্রী।

ঢেলে অর্থ, উত্তরে শিল্প কই!

প্রথম পাতার পর

ট্রেনের অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা। সিগন্যাল সবুজ হতেই হুসহুস করে ঢুকে পড়ে কেরল বা চেন্নাইগামী এক্সপ্রেস ট্রেন। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী বা বয়স্ক বাবা-মাকে চোখের জলে বিদায় জানিয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয় বাংলার তরতাজা তরুণরা। কারণ, তাদের দু'হাতের শ্রম কিনে নেওয়ার মতো কোনও কলকারখানা তাদের নিজের এলাকায় নেই। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের দীর্ঘশ্বাস আর খাঁখাঁ করতে থাকা শিল্পতালুকগুলোর আবহে দাঁড়িয়ে যখন ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেটের পাতা ওলটানো হয়, তখন উন্নয়নের বিরাট অঙ্কের মাঝেও এক নিদারুণ শূন্যতা বুকের ভেতর হুহু করে ওঠে।

উন্নয়নের খতিয়ানে অর্থের যে এতটুকুও কার্পণ্য নেই, তা বাজেটের হিসেবেই স্পষ্ট। আগামী অর্থবর্ষের জন্য শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের খাতে বরাদ্দ হয়েছে ১,৮২১.৫২ কোটি টাকা। সাধারণ মানুষের প্রশাসনিক কাজ সহজ করতে গাজোল, চাঁচল, টুঙ্গিদিঘি, শিবমন্দির ও জয়গাঁকে নতুন পুরসভা হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতেও অভাবনীয় সব প্রস্তাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় উত্তরবঙ্গে একটি আইআইটি এবং একটি আইআইএম স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে উত্তরের মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে ঘোষণা হয়েছে এইমস, ক্যানসার হাসপাতাল এবং দার্জিলিংয়ে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে নতুন মেডিকেল কলেজও করতে চলেছে রাজ্য সরকার। উচ্চশিক্ষা সুনিশ্চিত করতে কালিয়াচক ও তুফানগঞ্জের মতো জায়গায় তৈরি হবে মহিলা কলেজ।

যোগাযোগ ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন চাইছে বঙ্গের ডাবল ইঞ্জিন সরকার। সেই কারণে মালদা, বালুরঘাট এবং কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ১১,০০০ কোটি টাকার প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

কিন্তু এতসব চোখধাঁধানো উন্নয়নের মাঝেও একটা বিশাল ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এই পেল্লায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে যে লক্ষ লক্ষ দক্ষ তরুণ বেরিয়ে আসবেন, তাঁরা কাজ করবেন কোথায়? তাঁদের জন্য তো সেই গোরু চরা শিল্পপার্কগুলো ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই!

বাজেটে শিলিগুড়িকে একটি লজিস্টিক হাব ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ২০০ কোটি টাকা এবং শিলিগুড়ি আইটি পার্কের সম্প্রসারণের জন্য ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লজিস্টিক হাব বা আইটি পার্কের কয়েকটা সিট দিয়ে লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান কীভাবে সম্ভব, তা সত্যিই এক বিরাট রহস্য।

সবচেয়ে বড় হতাশার জায়গাটা হল উত্তরবঙ্গের কৃষিজ সম্পদকে অবহেলা করা। উত্তরবঙ্গের মাটি আক্ষরিক অর্থেই সোনা ফলায়। কিন্তু সেই সোনাকে শিল্পের কাঁচামালে পরিণত করার কোনও ইচ্ছে বা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এই বাজেটে নেই। মালদার আমের ফলন বৃদ্ধিতে ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বা প্যাকহাউস গড়ে তুলতে ৫০ কোটি টাকা এবং তরাই অঞ্চলে মশলা হাব গড়ার জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সামান্য উদ্যোগে বিশাল কোনও কর্মসংস্থান তৈরি হয় না। মালদার বিশ্ববিখ্যাত আম, হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনা, হলদিবাড়ির টমেটো বা বিধাননগরের আনারস নিয়ে বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনা ছিল। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ফসলগুলোর বিপুল ফলন হওয়া সত্ত্বেও, সেগুলোকে কেন্দ্র করে বড় মাপের মেগা ফুড পার্ক বা অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর গড়ে তোলার কোনও সদিচ্ছাই দেখা গেল না। কৃষকদের শুধু মাঠে ফসল ফলানোর দায়িত্ব দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই টমেটো বা আনারসকে প্রক্রিয়াকরণ করে জ্যাম, জেলি বা স্কোয়াশ বানিয়ে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে কারখানার চেন প্রয়োজন, তার একটা ইটও উত্তরের মাটিতে পোঁতা হয়নি। ফলে গ্রামের পর গ্রাম বেকারত্বে ধুঁকছে আর ফলন বেশি হলে কৃষকরা রাস্তায় ফসল ফেলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গের মাটিতে ভুট্টার চাষ বেড়েছে ব্যাপক হারে। এবার ভোটের আগে গোটা উত্তরবঙ্গ চষে বেড়াতে গিয়ে মাইলের পর মাইল শুধু ভুট্টাখেতই চোখে পড়েছে। ভিনরাজ্যে সেই ভুট্টা প্রক্রিয়াজাত হয়ে বিক্রি হয় আবার বাংলার বাজারেই। অথচ এখানে ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে কোনও ভাবনাই নেই। উত্তরের অর্থনীতির লাইফলাইন বলতে বোঝায় চা আর পর্যটন শিল্পকে। বাজেটে চা শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণে 'চা শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা এবং 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা' চালুর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়িতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি 'কমন টি প্রসেসিং সেন্টার' গড়ার ঘোষণাও রয়েছে। পাশাপাশি, দার্জিলিংকে ইকো-অ্যাডভেঞ্চার ও হেরিটেজ পর্যটনকেন্দ্র এবং ডুয়ার্সকে অরণ্য ও বন্যপ্রাণী পর্যটনের হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, পর্যটনশিল্প মরশুমনির্ভর। বছরের দু'তিনটে মাস উপচে পড়া ভিড় থাকলেও, বাকি সময়টায় এই শিল্প বেকার তরুণদের পেটের ভাত জোগাতে পারে না।

তিন দেশের সীমান্তঘেঁষা উত্তরবঙ্গের স্থলবন্দরগুলির আধুনিকীকরণ এবং কোচবিহারের শীতলপাটি বা দিনাজপুরের মুখোশের মতো ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়ার কোনও রূপরেখা বাজেটে অনুপস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অর্থনীতি অনেকটাই পাটের ওপর এবং কোচবিহার তামাক চাষের ওপর নির্ভরশীল। পাটের সঠিক সহায়কমূল্য নিশ্চিত করা এবং তামাকচাষিদের বিকল্প লাভজনক চাষে স্থানান্তরিত করার জন্য কোনও বিশেষ কৃষিনীতি বাজেটে দেখা যায়নি।

শিল্পহীনতার এই নির্মম বাস্তবের কাছে সরকারও যেন একপ্রকার আত্মসমর্পণ করেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া ঠেকাতে রাজ্যে শিল্পায়নের বদলে, সরকার তাদের ভিনরাজ্যের কারখানায় শ্রম দেওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে সুবিধাই করে দিচ্ছে। বাজেটে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আয়ুষ্মান ভারত কার্ড এবং ভরতুকিতে র‍্যাশন পেতে 'এক দেশ এক র‍্যাশন কার্ড' দেওয়ার কথা ঘটা করে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া অভিবাসীপ্রবণ এলাকার মানুষদের বিকল্প জীবিকার জন্য দক্ষতা বিকাশের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ রোগের মূল কারণ বেকারত্ব নির্মূল না করে, ভিনরাজ্যে র‍্যাশন আর চিকিৎসার কার্ড ধরিয়ে উপসর্গের উপশম খোঁজা হচ্ছে।

চকচকে রাস্তাঘাট, নতুন বিমানবন্দর বা বড় বড় হাসপাতাল তৈরি হওয়াটা নিশ্চিতভাবেই উন্নয়নের অঙ্গ। কিন্তু অর্থনীতির আসল চাকাই যদি থমকে থাকে, তবে এই পরিকাঠামো কাদের জন্য? পরিত্যক্ত শিল্পতালুকগুলোতে যতদিন না কারখানার চিমনি থেকে উৎপাদনমুখী ধোঁয়া উড়ছে, যতদিন না মালদার আম বা বিধাননগরের আনারসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট মেগা ফুড পার্ক গড়ে উঠছে, ততদিন এই চকচকে উন্নয়ন বেকার তরুণদের রুটিরুজির কোনও কাজে আসবে না। আর ততদিন অবধি কোচবিহার কি মালদার স্টেশনগুলো থেকে ওই দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেনের হুইসল কিছুতেই থামানো যাবে না।

উন্নয়নের হাজারো খতিয়ানের মাঝে পরিযায়ী তরুণদের এই ট্রেনযাত্রা এক গভীর ট্র্যাজেডির মতোই বাজতে থাকবে।

ঋণের বোঝা মাথায়

প্রথম পাতার পর

একদিকে রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ৮,১৫,৮৯১ কোটি টাকার বিশাল ঋণের পাহাড়, অন্যদিকে রয়েছে সাধারণ মানুষের বিপুল প্রত্যাশা। তবে আশার কথা হল, আয়ের চেয়ে বেশি খরচ করার যে প্রবণতা এতকাল ছিল, সরকার তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। চলতি অর্থবর্ষে রাজস্ব ঘাটতি (২.০৭% থেকে ১.০২%) এবং আর্থিক ঘাটতি (৩.৪০% থেকে ২.৯১%) কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের ভাষায় বলতে গেলে— ধার করে ঘি খাওয়ার বদলে, নিজস্ব আয় বাড়িয়ে সংসার চালানোর এক অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ।

বাজেটের মূল ভিত্তি হিসেবে 'পঞ্চশক্তি' এবং 'বিকশিত বাংলা'র কথা বলা হয়েছে। একটি রাজ্যের অর্থনীতিতে শুধু রাস্তাঘাট বানালেই হয় না, মানুষের পকেটে টাকা থাকা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকাও সমান জরুরি। তাই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির (যেমন, 'আয়ুষ্মান ভারত'-এ ৩,১০০ কোটি এবং 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় ২৫ লক্ষ বাড়ি) সঙ্গে রাজ্যের মেলবন্ধন একটি বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত, যা রাজ্যের ঘাড় থেকে খরচের বোঝা কিছুটা কমাবে। পাশাপাশি, যোগ্য নারীদের মাসে ৩,০০০ টাকা করে দিতে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় ৩৬,০০০ কোটি টাকার বিপুল বরাদ্দ বাজারে সাধারণ মানুষের হাতে নগদ টাকার জোগান বাড়াবে, যা ঘুরপথে চাহিদা তৈরি করে অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে সাহায্য করবে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বাজেটে উত্তরবঙ্গকে রীতিমতো পাখির চোখ করা হয়েছে। শিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারতের 'লজিস্টিক হাব' বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ২০০ কোটি টাকা এবং আইটি পার্কের জন্য ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ টানতে সাহায্য করবে। এর সঙ্গে আইআইটি, আইআইএম, এইমসের মতো জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ে নতুন মেডিকেল কলেজ গড়ার উদ্যোগ শুধুমাত্র শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের প্রসার ঘটাবে না, স্থানীয় অর্থনীতিতেও জোয়ার আনবে। তরাই অঞ্চলে ৫০ কোটি টাকার 'স্পাইস হাব' এবং চা শ্রমিকদের জন্য 'চা শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড' গঠন তৃণমূল স্তরের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার অত্যন্ত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। পাশাপাশি, চা বাগানের জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাবটিও পরিবেশ ও শিল্পের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

কর্মসংস্থান এবং শিল্পের প্রসার ছাড়া অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ অসম্ভব। সেই কথা মাথায় রেখেই নতুন বিনিয়োগ টানতে ৫,০০০ কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং ২ লক্ষ তরুণকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত সহজ ঋণ দিতে 'বাংলার উদ্যম ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের একধাক্কায় ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধি এবং ১ লক্ষ শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত বাজারে মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়াবে ঠিকই, তবে রাজকোষের ওপর প্রবল চাপও সৃষ্টি করবে। মোদ্দা কথা হল, ২০২৬-'২৭ সালের এই বাজেটটি সামাজিক সুরক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ তৈরির মধ্যে এক সুন্দর ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। এখন দেখার বিষয়, পাহাড়প্রমাণ ঋণের এই বিশাল বোঝা সামলে সুপরিকল্পিত এই রোডম্যাপ কতটা দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে বাস্তবের মাটিতে রূপ পায়।

নাটক শেষ, প্রশাসক পুরনিগমে

রণজিৎ ঘোষ ও নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : জল্পনায় জল। গৌতম দেব ইস্তফা দেওয়ার পর মেয়র কে হবেন, তা নিয়ে চর্চার শেষ ছিল না শহরে। তৃণমূলের অন্দরেও শুরু হয়েছিল উদ্যোগ। কিন্তু নানা টানাপোড়েন এবং নাটকের মাঝে সোমবার রাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রশাসক বসিয়ে দিল রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব আর বিমলাকে প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ছয় মাস অথবা নতুন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। ফলে তৃণমূলের নয়া বোর্ড গড়ার স্বপ্ন বিফলে গেল। তৃণমূল অবশ্য বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলার কুন্তল রায় বলেছেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের বোর্ড গঠনের সুযোগ দেওয়া হল না। এটা পুর আইন বিরোধী। বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' তবে রঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে একদল কাউন্সিলার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হেঁটেছেন। এনিয়ে অবশ্য প্রকাশ্যে কেউ কোনও মন্তব্য করছেন না। যদিও তাঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই বলে দাবি কুন্তলের। এমন পরিস্থিতির জন্য অবশ্য তৃণমূলকে দায়ী করছেন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূলের কোন্দল ও ব্যর্থতার জন্যই প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য।'

শুক্রবার গৌতম ইস্তফা দেওয়ার পর সোমবার পর্যন্ত তৃণমূলের চারজন কাউন্সিলার ইস্তফা দিয়েছেন। তবে দলের ২৪ জন কাউন্সিলার নাগরিক পরিষেবা বজায় রাখতে বোর্ড গড়তে মরিয়া ছিলেন। অন্যদিকে, রাজ্য সরকার পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে কাউন্সিলারদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে বলেছিল। ফলে সোমবার বিকেলের মধ্যে তৃণমূলকে সিদ্ধান্ত জানাতে হত। এ কারণেই এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ রঞ্জন সরকার, কুন্তল রায়ের নেতৃত্বে দলীয় কাউন্সিলাররা বৈঠকে বসেন। চারজন ইস্তফা দেওয়ায় তৃণমূলের কাউন্সিলার সংখ্যা ছিল ৩৩। কিন্তু এদিন সবমিলিয়ে ২৭ জন কাউন্সিলার বৈঠকে ছিলেন। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা সহ ছ'জন অনুপস্থিত থাকেন। বৈঠকের মাঝপথেই রঞ্জন সরকার বেরিয়ে ডেপুটি মেয়রের ঘরে যান। সেখানে ঢুঁ মেরেই তিনি পুরনিগম ছেড়ে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরেন। পরবর্তীতে অলোক ভক্ত এবং শম্পা নন্দীও বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান। বৈঠক চলাকালীনই ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলি শীল সিনহা ৩ নম্বর বরো চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন। পাশাপাশি বৈঠক থেকে বেরিয়ে আচমকাই রামভজন মাহাতো মেয়র পারিষদ পদে ইস্তফা দেন। সকালেই ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কমল আগরওয়ালও কাউন্সিলার পদ ছেড়েছেন।

বৈঠক শেষে ৩টা নাগাদ কুন্তলের নেতৃত্বে ২৪ জন কাউন্সিলারের সই করা চিঠি পুর কমিশনারের কাছে জমা পড়ে।

- বোর্ড গঠনের দাবিতে পুর কমিশনারের কাছে চিঠি দেন ২৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলার
- চিঠিতে ছিল না ডেপুটি মেয়রের সই, রাজ্য জানাল পুর আইন মেনে বৈঠক হয়নি
- রাতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমে বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্য সরকার, প্রশাসক আর বিমলা

চিঠিতে অবশ্য দলনেতার নাম উল্লেখ ছিল না। বরং রাজ্যের কাছে ২৪ জন কাউন্সিলারের সই করা চিঠিতে নতুন বোর্ড গঠনের আবেদন করা হয়েছিল। এই আবেদন পুর কমিশনার কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তৃণমূলকে আর সুযোগ না দিয়ে রাতেই প্রশাসক বসিয়ে দেয় রাজ্য। রাজ্যের পুর দপ্তরের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গৌতম দেব মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর অনেক কাউন্সিলার ইস্তফা দিয়েছেন। এদিন ২৪ জন কাউন্সিলার বোর্ড গঠনের দাবি জানালেও সেখানে ডেপুটি মেয়র সই করেননি। এমনকি পুর আইন মেনে কাউন্সিলারদের বৈঠকও হয়নি। তাই আইনের নির্দিষ্ট ধারা মেনে পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসানো হচ্ছে। আর বিমলাকে প্রশাসক করে দ্রুত তাঁকে দায়িত্ব বুঝে নিতে বলা হয়েছে। ফলে এখন ফের নির্বাচনের অপেক্ষা শহরে।

সোমবার ছিল পুরনিগমে তৃণমূলের বোর্ড গঠনের দাবি জানানোর শেষ দিন। এদিন সকালে বিধায়ক শংকর ঘোষ দুর্নীতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করেন। দুপুরে ২৭ জন কাউন্সিলার উদ্যোগী হলে সকলকে অবাক করে রঞ্জন সরকার সহ কয়েকজন নতুন বোর্ড গড়ার দাবি থেকে সরে আসেন এবং সভা ত্যাগ করেন। বাকিরা রঞ্জনকে বাদ দিয়েই বোর্ড গড়ার প্রস্তাব দেন।

শিলিগুড়িতেও দ্বিখণ্ডিত তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : নজিরবিহীন গৃহযুদ্ধে শিলিগুড়িতেও দ্বিখণ্ডিত হল তৃণমূল কংগ্রেস। গত শুক্রবার গৌতম দেব মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার নতুনভাবে বোর্ড গঠনের তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। সদ্য প্রাক্তন মেয়রও গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছিলেন। পদ ছাড়লেও বহু কাউন্সিলার তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী।

কাউন্সিলারদের বৈঠক ডেকে রঞ্জনকে পরিষদীয় দলনেতা এবং সঞ্জয় পাঠককে উপ দলনেতা মনোনীত করেছিলেন কিছু কাউন্সিলার। রঞ্জন দলনেতা মনোনীত হওয়ার পরেই তৃণমূলের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। একে একে কাউন্সিলার, মেয়র পারিষদরা ইস্তফা দিতে শুরু করেন। আর সোমবার পরিস্থিতি এমন হল যে রঞ্জন সরকারই মাঝপথে পরিষদীয় বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দলীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার রঞ্জন পরিষদীয় দলনেতা মনোনীত হলেও তিনি সোমবার বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তাব দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, আমাদের আর বোর্ড গঠনের দাবি না জানিয়ে ওয়াক-আউট করা উচিত। রঞ্জনের এমন আচমকা মেরু বদলে বৈঠকে উপস্থিত বাকি ২৬ জন কাউন্সিলার অবাক হন। তাঁরা বিষয়টি মানতে না চাওয়ায় রঞ্জন নিজেই পরিষদীয় বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান।

তৃণমূল কাউন্সিলার তথা দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায় বলেছেন, 'রঞ্জন সরকার বৈঠকের শুরু থেকে থাকলেও মাঝপথে বেরিয়ে গিয়েছেন। এর কারণ তিনিই বলতে পারবেন। এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।' রঞ্জন অবশ্য পুরনিগম ছাড়ার পরে আর ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রঞ্জনকে ছাড়াই বোর্ড গঠনের দাবি জানাতে পুর কমিশনারের কাছে যাচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলাররা। - সঞ্জীব সূত্রধর

২০২২ সালে তৃণমূল পুর বোর্ডের দখল নেওয়ার পরে রঞ্জন সরকার মেয়র হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তৃণমূল সরকারের দাপুটে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ নেতা হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়র হিসাবে গৌতম দেবের নাম ঘোষণা করে দেওয়ায় রঞ্জন আশাহত হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীতে অরূপের মাধ্যমেই রঞ্জন ডেপুটি মেয়রের চেয়ার পেয়েছিলেন। নিজের গাড়ির সামনে ডেপুটি ছোট্ট করে লিখে মেয়র শব্দটি বড় হরফে লিখেছিলেন রঞ্জন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়িতে পরাজয়ের দায় নিয়ে গৌতম দেব মেয়র পদ থেকে সরে যাবেন এমন আশাও অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু গৌতম প্রথমে ইস্তফা দিতে রাজি হননি। এরই মাঝে গত মাসের শেষে রঞ্জন পরিষদীয় দলনেতার পদ থেকে ইস্তফা দেন।

কিন্তু গত শুক্রবার গৌতম দেব মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, তৃণমূল বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসায় এবার পুরনিগমে প্রশাসক বসবে। কিন্তু গৌতম ইস্তফা ঘোষণা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই রঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে তৃণমূলের বেশকিছু কাউন্সিলার পুরনিগমে বৈঠকে বসেন। সেখানে রঞ্জনকে দলনেতা এবং সঞ্জয় পাঠককে উপ দলনেতা মনোনীত করে নতুন পুর বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাৎ রাজ্য সরকার সুযোগ দিলে রঞ্জনকে মেয়র এবং সঞ্জয়কে ডেপুটি মেয়র করে বোর্ড গড়া হবে। কিন্তু রঞ্জনের নাম প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধী বিজেপিতে তো বটেই, তৃণমূলের অন্দরেও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। রঞ্জনকে মানতে না পেরে একে একে কাউন্সিলাররা ইস্তফা দেন।

এরই মধ্যে সোমবার সকালে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখেন যে, 'দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।' কী কারণে বা কাকে উদ্দেশ্য করে এমন পোস্ট, সে ব্যাপারে অবশ্য মন্ত্রী কিছুই বলতে চাননি।

রাজ্যের দেওয়া ৭২ ঘণ্টার সময়সীমার সোমবারই ছিল শেষ দিন। তাই এদিন সকাল ১০টায় পুরনিগমে তৃণমূলের কাউন্সিলারদের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে রঞ্জন, সঞ্জয়, কুন্তল সহ মোট ২৭ জন কাউন্সিলার উপস্থিত হয়েছিলেন। সূত্রের খবর, বৈঠকের শুরুতেই রঞ্জন বলে বসেন যে, 'নতুন বোর্ড গড়ার দাবি পেশ না করে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত।' এই বক্তব্য শুনে একাধিক কাউন্সিলার বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলে বসেন, আপনাকে দলনেতা করা হল, আর আপনিই এখন বেরিয়ে যেতে চাইছেন। কেউ বলেন, মেয়র আমাদের না জানিয়ে দায়িত্ব ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এখন আমরাও যদি পালিয়ে যাই তাহলে ভালো হবে না। সেই সময় রঞ্জন নিজেকে দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে নেন। এর পরেই সঞ্জয় পাঠককে দলনেতা হিসাবে মনোনীত করার প্রস্তাব আসে। তখনই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান রঞ্জন সরকার। তাঁকে পুরনিগমের অফিস থেকে বেরিয়ে পান্থনিবাসের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। তার পরেই তিনি নিজের গাড়ি ছেড়ে একজনের মোটরবাইকে চেপে বাড়ি ফেরেন।

কাউন্সিলারদের অনেকেই এদিন বলেছেন, 'পরিস্থিতির চাপে হয়তো রঞ্জন সরকার এই পদক্ষেপের কথা বলছিলেন। কিন্তু আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। লড়াই না করে ময়দান কেন ছাড়ব? তাই দলনেতার নাম না রেখেই সরকারের কাছে বোর্ড গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে আর পুরনিগমমুখী হননি গৌতম। এদিন রাতে তিনি বলেন, 'প্রশাসক বসেছে বলে শুনেছি। আর কিছু বলতে চাই না।'

ঘটনাক্রম

- গত শুক্রবার গৌতম দেব মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন
- সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার নতুন বোর্ড গঠনে উদ্যোগী হন
- রঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে বেশকিছু কাউন্সিলার পুরনিগমে বৈঠকে বসেন
- সেখানে রঞ্জনকে দলনেতা এবং সঞ্জয় পাঠককে উপ দলনেতা মনোনীত করা হয়
- রঞ্জনকে মানতে না পেরে একে একে কাউন্সিলাররা ইস্তফা দেন
- সোমবার হঠাৎ বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তাব দেন রঞ্জন
- হঠাৎ এই অবস্থান বদলে বাকি ২৬ জন কাউন্সিলার অবাক হন

পুলিশ দেখুক

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : সারিকা রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের তরফে সেবক রোডের একটি বার কাম রেস্টুরেন্টের দুই মালিক সহ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। যদিও ঘটনার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে সোমবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার কাছে দ্বারস্থ হলেন সারিকার পরিবারের সদস্যরা। সারিকার পরিবারের সদস্যদের কথায়, 'পুলিশ প্রশাসনের ওপর আস্থা রয়েছে। তবে এখনও অভিযুক্তরা পাকড়াও হয়নি।'

আটক এক

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : সোমবার রাতে পরকীয়ার অভিযোগকে সামনে রেখে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল দেশবন্ধুপাড়া এলাকায়। এক তরুণ তাঁর স্ত্রী ও শিশু নিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকছিলেন। এদিন রাতের দিকে হঠাৎই এক তরুণী ওই তরুণকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর বাড়ির সামনে চলে আসেন। এরপরেই তরুণীর সঙ্গে তরুণের স্ত্রীর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। ছুটে আসেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী। পরে পুলিশ এসে ওই তরুণকে আটক করে নিয়ে যায়।

দেহ উদ্ধার

বাগডোগরা, ২২ জুন : পৃথক দুটি ঘটনায় জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার হল বাগডোগরায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কের কেষ্টপুর মোড়ে একটি পথ দুর্ঘটনা হয়। আহত হয় চারজন। একজনকে মেডিকেলে নিয়ে গেলে। সেখানেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়। পানিঘাটা মোড়ের একটি কুয়ো থেকে এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত ব্যক্তির নাম আদ্যা সিং।

যানজট মোকাবিলায় নৌকাঘাটে নতুন সেতু

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : যানজটে বিদ্ধ শিলিগুড়ি। প্রভাব পড়ছে মহকুমা এলাকায়ও। শহর ও সংলগ্ন এলাকাকে যানজটমুক্ত করতে এবার শিলিগুড়ির নৌকাঘাটে মহানন্দা নদীর ওপর আরেকটি নতুন সেতু তৈরি করবে এশিয়ান হাইওয়ে-২ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে জমি জরিপের কাজ শেষ হয়েছে। তৃতীয় মহানন্দা সেতুর পাশে সেটি নির্মাণ হবে। সেতু ও সংযোগকারী রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ করবে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। এই অধিগ্রহণের বিষয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন জমির মালিকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ কথা বলেছে। ওই বাসিন্দারা উন্নয়নের জন্য জমি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই ব্যাপারে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নৌকাঘাটে মহানন্দা নদীর ওপর আর একটি সেতু তৈরির জন্য এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষকে আগেই বলেছিলাম। সেইমতো কর্তৃপক্ষ নতুন সেতু গড়বে। আমরা এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। আশা করছি, তাড়াতাড়ি সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে।' যদিও বিষয়টি নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর রাজেশ সিনহাকে ফোন ও মেসেজ করা হলেও তিনি উত্তর দেননি।

২০২১ সালে মাটিগাড়ায় বালাসন সেতু ভেঙে যাওয়ার পর থেকে ভারী যানবাহন এবং বড় বাস চলাচলের জন্য তৃতীয় মহানন্দা সেতুতে চাপ বাড়তে শুরু করে। ফুলবাড়ি ব্যারেজ রোড বেহাল থাকায় ভারী ট্রাক তৃতীয় মহানন্দা সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু করে। যার জেরে রাত হতেই কাওয়াখালি থেকে মহানন্দা সেতু পর্যন্ত ট্রাকের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়ে যানজট হত। যানজটের জেরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যেতে সমস্যা হত।

নতুন সেতুর ব্যাপারে দেবাশিস সাহা নামে নৌকাঘাটের বাসিন্দা বলেন, 'দুটি সেতু খুব প্রয়োজন। বালাসনের ওপর একইভাবে সেতু তৈরি হচ্ছে।' এলাকার বিজেপি নেতা নীলু দত্ত বলেন, 'এক সপ্তাহ আগে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা এসে মাপজোখ করেছেন। আশা করছি, দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

২০০৪ সালে বাম সরকার তৃতীয় মহানন্দা সেতু তৈরি করে। সেতুটি তৈরির পর মাটিগাড়ার সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগের নতুন পথ খুলে যায়। মাটিগাড়াজুড়ে ব্যাপক নগরায়ণ শুরু হয়। কিন্তু সেতুর ওপর যান চলাচলের চাপ বৃদ্ধির পর থেকে নতুন সেতুর দাবি উঠছিল। নতুন সেতুটি নির্মাণের সংযোগকারী রাস্তা তৈরির জন্য একটি বহুতলের কিছুটা অংশ ভাঙা পড়বে বলে আপাতত স্থির হয়েছে। কয়েকটি গাছও কাটা পড়বে তা স্থির হয়েছে। বহুতলের কতটা অংশ ভাঙা পড়বে সেটি এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা চিহ্নিত করেছেন।

মহানন্দায় এই সেতুর পাশেই আরেকটি সেতু তৈরি করবে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ।

সোমবার মিত্র সম্মিলনী হলে দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের কনভেনশন।

পরিষেবা নিয়ে বাম কনভেনশন

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র, মেয়র পারিষদ এবং কাউন্সিলারদের পদত্যাগের ঘটনায় সমস্যায় নাগরিক পরিষেবা। সাধারণ মানুষের এই সমস্যা কীভাবে মেটানো যাবে, তা নিয়ে নাগরিক কনভেনশন করল বামফ্রন্ট। সোমবার মিত্র সম্মিলনী হলে দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের তরফে এই কনভেনশন আয়োজিত হয়। কনভেনশন থেকে ঘোষণা করা হয়, ৩০ জুলাই বামেদের তরফে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে। পাশাপাশি অবস্থান বিক্ষোভও করবে বামেরা। পুরনিগমের পাশাপাশি ৮ জুলাই মহকুমা শাসকের অফিস অভিযান করবে বামেরা। যদিও অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের সিপিএমের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের বলা হয় যেন নিজেদের এলাকায় গিয়ে জনসংযোগে জোর দেন।

এদিনের কনভেনশনে বর্ষার মুখে মেয়রের পদত্যাগকে 'দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া' বলে কটাক্ষ করেছেন পুরনিগমের বাম পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম। পানীয় জলের সমস্যা সমাধান না হওয়া, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের অব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং এসজেডিএ-র আর্থিক দুর্নীতির প্রসঙ্গও এই কনভেনশনে তুলে ধরা হয়। বামফ্রন্টের তরফে এদিন ১১টি মূল দাবি পেশ করা হয়েছে। অবিলম্বে পানীয় জলের সমস্যা মেটানো এবং শহরের নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, শিলিগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বৈজ্ঞানিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং বস্তি অঞ্চলের বাসিন্দাদের পাট্টা প্রদান, পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং ন্যায্য বেতন নিশ্চিত করা সহ আরও কয়েকটি দাবি তোলা হয়েছে।

৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছোটন সেনগুপ্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এমন নাগরিক কনভেনশন করার প্রস্তাব রাখেন। এনজেপি স্টেশন থেকে হকার উচ্ছেদ, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে বামেরা যাতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আইনি পরিষেবা দিতে পারে, সেই প্রস্তাব রাখেন কৃষ্ণ পাল নামে আরেক বাসিন্দা। এই আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য ছোট পথসভা ও প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগ গড়ে তোলা, ওয়ার্ডগুলোতে ফ্লেক্স, ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার জোরদার করার কথা জানান সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী, দীপ্ত কর্মকার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সমন পাঠক ও সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ।

কুমারীপুজো

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : কুমারীপুজোর মধ্যে দিয়ে সোমবার দশ মহাবিদ্যা কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে অম্বুবাচি উৎসব শুরু হয়েছে। ফাড়াবাড়ি নেপালিবস্তি এলাকায় এই পুজোকে ঘিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় দেখা যায়। মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে যে, এই কয়েকদিন মন্দিরে বাংলা ও নেপালি ভক্তিগান চলবে।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ২৭৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম অভিষেক গিরি। বাড়ি প্রকাশনগর এলাকায়। পুলিশ শহিদনগর এলাকায় মহানন্দা সেতুর নীচে বাইক নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করে। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

আট দফা দাবি

ইসলামপুর, ২২ জুন : আট দফা দাবিতে সোমবার ইসলামপুর বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দিয়েছে আরএসপি। চোপড়াঝাড় মৌজার রেকর্ড সংক্রান্ত অনলাইন পোর্টাল খোলা, সারের কালোবাজারি বন্ধ করা, তিস্তা সেচপ্রকল্পের কাজ শুরু করা সহ একাধিক দাবিতে দলের নেতা-কর্মীরা সরব হন। নেতৃত্ব দেন অভিজিৎ সাহা।

সাংগঠনিক সভা

ইসলামপুর, ২২ জুন : সোমবার প্রায় সাত বছর পর রামগঞ্জ ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সভা হয়। সভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা জানান, এই উদ্যোগের ফলে বাজারের পরিবেশ সুসংগঠিত হবে।

আবাসের তথ্য দাবি

ইসলামপুর, ২২ জুন : ইসলামপুর পুরসভা এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রাপকদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের দাবিতে সোমবার ইসলামপুর পুরসভায় আবেদন জমা পড়ল। ইসলামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দা কমল মিত্র সেই আবেদন জানিয়েছেন। তাতে ইসলামপুর পুরসভার অর্থাৎ ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ৩১ মে পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর সময়ে আবাস প্রাপকদের সকল তথ্য প্রকাশ করার আবেদন জানানো হয়। ইসলামপুর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার জয়ন্ত রায় বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সকল তথ্য জানিয়ে দেওয়া হবে।'

ফোর লেনে গর্ত বিপজ্জনক

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : ফোর লেনের কাজ চলায় রীতিমতো মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে দশ নম্বর জাতীয় সড়ক। সম্প্রতি খাপরাইলের কাছে পিলার তৈরির জন্য খোঁড়া গর্তে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার রাতে ফের আইজি অফিসের কাছে ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হয়েছেন বাইকে থাকা দুজন। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ ট্রাফিকের অন্য কর্তারা। আইজি অফিস সংলগ্ন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি ফোর লেনের একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেন তাঁরা। চেকপোস্ট থেকে বালাসন পর্যন্ত রাস্তার একাধিক জায়গায় বিপজ্জনক গর্ত নজরে পড়েছে।

পরিদর্শনের সময় দুর্ঘটনাপ্রবণ জায়গাগুলি ডিসিপি (ট্রাফিক) চিহ্নিত করেছেন। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'ফোর লেনের কাজের জায়গায় নতুন করে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' পরিদর্শন শেষে পুলিশ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বলে জানা গিয়েছে। রবিবারের দুর্ঘটনার জায়গায় রিফ্লেক্টিং টেপ লাগানোর পাশাপাশি আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবিবার রাতের দুর্ঘটনায় আহত ওই দুই তরুণ মণীশ লিম্বু ও বিশাল সুব্বা এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থাতেই রয়েছেন। ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে তাঁদের অস্ত্রোপচার হয়েছে।

মাল্লাগুড়ি থেকে দার্জিলিং মোড় হয়ে সংলগ্ন শপিং মলে যাওয়ার রাস্তার একপাশে দেখা যায়, গর্তে বৃষ্টির জল জমে যেন পুকুরের আকার নিয়েছে। অথচ জায়গাটির একটা বড় অংশ ঘিরে দেওয়া নেই। শুধু সেখানে নয়, বিশ্বাস কলোনিতে ঢোকার আগেও রাস্তার মাঝে তৈরি করা গর্তের মধ্যে জমা জলে দেখা গেল কয়েকজন কিশোর খেলছে। ওই জায়গার বেশিরভাগ অংশ ঘিরে দেওয়া নেই। ফলে রাতের অন্ধকারে কোনও গাড়ি বা পথচলতি সাধারণ মানুষের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

তবে শুধু গর্ত নয়, জায়গায় জায়গায় থাকা ডাইভারশনের অধিকাংশে কোনও সচেতনতামূলক বোর্ড বা রিফ্লেক্টিং টেপ না থাকায় বিপদ বাড়ছে। দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেলেও, রাস্তায় কোনও বাতি না থাকায় রাতে সমস্যা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে একটু অসচেতন হলেই বিপদ ঘটছে।

ওই রাস্তা দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করেন অচিন্ত্য দাস। তিনি বললেন, 'রাস্তায় সন্ধ্যার পর থেকে ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি আরও বেশি করে থাকা প্রয়োজন। কারণ ফাঁকা রাস্তায় অনেকে দ্রুতগতিতে বাইক, গাড়ি চালান। এ ছাড়া দুর্ঘটনাপ্রবণ জায়গাগুলি দ্রুত ঘিরে দেওয়া প্রয়োজন। না হলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে।'

মৃত শিশুদের বাড়িতে শংকর

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : পঞ্চনই নদীতে ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দিদি ও ভাইয়ের। সোমবার ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ কলোনিতে ওই দুই শিশুর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। শংকর বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমরা পরিবারের পাশে রয়েছি। নদীতে যাতে কোনও শিশু না নামে সেব্যাপারে পরিবারকে নজর রাখার অনুরোধ করব। প্রশাসনের সঙ্গেও এব্যাপারে কথা বলব।'

চুরি দুই প্রাক্তনীর

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : নেশার জালে জড়িয়ে নিজেদের স্কুলেই চুরি করতে গিয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশের জালে ধরা পড়েন ওই দুই বন্ধু। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। নেশার জন্য মোবাইল বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন ওই দুই বন্ধু। ওই টাকা শোধ করতেই তাঁরা স্কুলের মিড-ডে মিলের সামগ্রী চুরির ছক কষেন। পুলিশি জেরায় ধৃতরা জানান, বেশ কয়েক বছর আগে পড়াশোনা ছাড়লেও ওই স্কুলে তাঁদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। গত ৩ জুন সুকনার ওই স্কুলে চুরির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ওইদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেখেন গ্রিল সহ মিড-ডে মিলের সমস্ত বাসনপত্র উধাও। এমনকি গায়েব সিসিটিভি ক্যামেরাও। তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে মেথিবাড়ি এলাকা থেকে আর্টিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জেরা করে বাড়ি থেকে পাকড়াও করা হয় রাহুলকে। ধৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মোহরগাঁওয়ের জংলিকোথা এলাকার একটি পরিত্যক্ত জলের ট্যাংকের ঘর থেকে চুরি যাওয়া বাসনপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পাশেই মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয় সিসিটিভি ক্যামেরাও।

বিশ্বমঞ্চে যুগলবন্দির দাপট

ফুটবল মাঠে একা রাজা হওয়া যায়, কিন্তু সাম্রাজ্য গড়তে একজন যোগ্য সেনাপতি লাগে। সবুজ গালিচায় তাই 'হান্টিং ইন পেয়ার্স' বা জুটিতে শিকার করার রোমাঞ্চই আলাদা। পেলে-গারিঞ্চা, রোমারিও-বেবেতো, কিংবা অ্যান্ডি কোল-ডোয়াইট ইয়র্কের মতো কিংবদন্তি জুটিরা বারবার প্রমাণ করেছেন, যখন দুজনের পায়ের ছন্দ আর মনের টান এক তারে বাঁধা পড়ে, তখন বিপক্ষের ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। দলগত খেলা হলেও, বিশ্বমঞ্চে এমন কিছু যুগলবন্দির জন্ম হয়, যাঁদের রসায়ন হয়ে ওঠে ফুটবল কাব্য। এবারের বিশ্বকাপেও এমন কিছু নতুন জুটির উত্থান ঘটেছে, যাঁরা আগামীদিনে বিশ্ব ফুটবল শাসন করার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। নেদারল্যান্ডসের কোডি গাকপো ও ব্রায়ান ব্রবি কিংবা ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে ও মাইকেল ওলিসে-এমনই দুই ধ্বংসাত্মক জুটি ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টে নিজেদের জাত চিনিয়েছেন।

ফ্রান্সের নয়া টেলিপ্যাথিক জাদুকর

এমবাপে-ওলিসে

ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাস ঘাঁটলে ফেরেঙ্ক পুসকাস-জোসেফ বজসিক, রেমন্ড কোপা-জাঁ ফতেঁ কিংবা জোহান ক্রুয়েফ-জোহান নেস্কেন্সের মতো অনেক কিংবদন্তি জুটির সন্ধান মেলে। এঁরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন শুধুমাত্র নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রায় টেলিপ্যাথিক বোঝাপড়ার জোরে। সেনেগালের বিরুদ্ধে ৩-১ ব্যবধানে জেতা গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ফরাসি ফুটবল দলও ঠিক এমনই এক আইকনিক জুটির সন্ধান পেয়েছে-কিলিয়ান এমবাপে এবং মাইকেল ওলিসে।

মাঠের ভেতরে এই দুই তারকার রসায়ন যেন নিখুঁত জ্যামিতির এক ধ্রুপদি উদাহরণ। ওলিসের বাঁ পা যেন এক জাদুকরি তুলি। যা বিপক্ষের জমাট রক্ষণের মধ্যেও পাসের সবচেয়ে সূক্ষ্ম রাস্তাটা অনায়াসে খুঁজে নেয়। আর সেই পাসের ঠিকানায় বিদ্যুৎগতিতে পৌঁছে যান এমবাপে। সেনেগালের গোছানো রক্ষণে যখন ফরাসি আক্রমণ বারবার ধাক্কা খাচ্ছিল, তখনই এই জুটির জাদুকরি রসায়ন চোখে পড়ে। এমবাপের চোখের ইশারা বুঝে বিপক্ষের ডিফেন্স চিরে এমন এক নিখুঁত পাস বাড়ান ওলিসে, যা ফরাসি অধিনায়ক ছাড়া আর কেউ টেরই পায়নি! সেই পাস ধরে ঠান্ডা মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। কোচ দিদিয়ের দেশঁও এই রসায়নে মুগ্ধ। তাঁর মতে, ওলিসে মাঝমাঠে খেলার সুযোগ পেতেই দলের আক্রমণের ধার বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মজার বিষয় হল, মাঠের ভেতরের এই বিধ্বংসী রসায়নের আসল রহস্য লুকিয়ে আছে মাঠের বাইরের দুই মেরুর চরিত্রে। ২০১৮ সালের সেই লাজুক এমবাপে এখন ২৮ বছরের পরিণত অধিনায়ক। যিনি মাঠের ভেতরে ও বাইরে সমান ভোকাল। অন্যদিকে, ২৪ বছরের বায়ার্ন মিউনিখ তারকা ওলিসে চূড়ান্ত অন্তর্মুখী, যিনি প্রচারের আলো থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে ভালোবাসেন। এমবাপে কার্যত এই তরুণকে নিজের ডানায় পরম স্নেহে আগলে রেখেছেন।

এমবাপে বলেছেন, 'ওলিসের সঙ্গে খেলাটা খুব সোজা। ও সবসময় মাথা উঁচু করে খেলে এবং আমাকে খোঁজার চেষ্টা করে। ও মিডিয়ার সামনে বেশি কথা বলতে ভালোবাসে না। কিন্তু ওর হয়ে কথা বলে ওর ফুটবল স্কিল।' ভিন্ন মেরুর দুই তারকার এই অটুট মেলবন্ধনই এখন ফরাসি দলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সেনেগালের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই এই জুটির টেলিপ্যাথিক দাপট ফরাসি সমর্থকদের নতুন করে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে।

> ওলিসের সঙ্গে খেলাটা খুব সোজা। ও সবসময় মাথা উঁচু করে খেলে এবং আমাকে খোঁজার চেষ্টা করে। ও মিডিয়ার সামনে বেশি কথা বলতে ভালোবাসে না। কিন্তু ওর হয়ে কথা বলে ওর ফুটবল স্কিল।
> -কিলিয়ান এমবাপে

ডাচদের নতুন শিকারি জুটি

গাকপো-ব্রবি

ব্রায়ান ব্রবি ও কোডি গাকপোর খেলার ধরন যেন মুদ্রার দুইটি ভিন্ন পিঠ, আর ঠিক সেই কারণেই তাঁরা একে অপরের নিখুঁত পরিপূরক। বক্সের ভেতরে ব্রবি হলেন এক মূর্তিমান সাইক্লোন। তিনি যখন নিজের পেশিশক্তি দিয়ে বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের টেনে নিয়ে শারীরিক দ্বৈরথে মেতে ওঠেন। ঠিক সেই সুযোগেই ফাঁকা জায়গায় নিঃশব্দে হানা দেন গাকপো। ২০১৪ সালের ১৩ জুন সালভাডরের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে এক অমর জুটিতে পরিণত হয়েছিলেন আর্জেন রবেন এবং রবিন ভ্যান পার্সি। ঠিক বারো বছর পর, এবারের বিশ্বকাপে সুইডেনের বিরুদ্ধে সেই একই জাদুকরি রাতের পুনরাবৃত্তি ঘটল ডাচদের এই নতুন শিকারি জুটির হাত ধরে।

সুইডেনকে ৫-১ ব্যবধানে চূর্ণ করার ম্যাচে দুজনেই জোড়া গোল করে ছুঁয়ে ফেলেছেন রবেন-ভ্যান পার্সির সেই কীর্তিকে। ব্রবি তাঁর অদম্য শক্তি ও ক্ষিপ্রতাকে কাজে লাগিয়ে প্রথম ১৭ মিনিটের মধ্যেই জোড়া গোল করে দলকে চালকের আসনে বসান। আর বিরতির পর গাকপোর গতির জাদুতে তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে সুইডিশ রক্ষণ। ব্রবির গায়ের জোর যখন প্রতিপক্ষের রক্ষণের দেওয়াল ভাঙছে, গাকপোর শৈল্পিক ফিনিশিং তখন তাতে শেষ পেরেক পুঁতছে।

এমন ঐতিহাসিক এক রেকর্ডের অংশ হতে পেরে উচ্ছ্বসিত ব্রবি। তাঁর কথায়, 'রবেন আর ভ্যান পার্সি আমাদের দেশের কিংবদন্তি। তাঁদের সঙ্গে একই আসনে বসা আমার ও গোটা দলের কাছে দারুণ গর্বের।' ২০১৪ সালে গাকপোর বয়স ছিল মাত্র ১৫। টিভিতে ভ্যান পার্সির সেই বিখ্যাত ডাইভিং হেডার দেখেছিলেন। আজ তিনি নিজেই ডাচ ফুটবলের নতুন ইতিহাস লিখছেন। গাকপো অবশ্য এই সাফল্যের কৃতিত্ব পুরো দলকেই দিচ্ছেন। তাঁর মতে, বিশ্বমঞ্চের আলো যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, আসল শক্তি লুকিয়ে আছে গোটা দলের একতায়। রবেন-ভ্যান পার্সির হাত ধরে ২০১৪ সালে তৃতীয় হয়েছিল নেদারল্যান্ডস। এবার গাকপো-ব্রবির যুগলবন্দি কমলা-ঝড় তুলে ফুটবল বিশ্বকে কোন নতুন ঠিকানায় পৌঁছে দেয়, সেটাই এখন দেখার।

> রবেন আর ভ্যান পার্সি আমাদের দেশের কিংবদন্তি। তাঁদের সঙ্গে একই আসনে বসা আমার ও গোটা দলের কাছে দারুণ গর্বের।
> -ব্রায়ান ব্রবি

বিশ্বকাপে

পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তান ২৩ জুন, রাত ১০.৩০ মিনিট	পানামা বনাম ক্রোয়েশিয়া ২৪ জুন, ভোর ৪.৩০ মিনিট
ইংল্যান্ড বনাম ঘানা ২৪ জুন, রাত ১.৩০ মিনিট	কলম্বিয়া বনাম কঙ্গো ২৪ জুন, সকাল ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটেড স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

হিউস্টনে কি অস্তমিত হবে রোনাল্ডোর সূর্য?

স্বার্থপরতার অপবাদ আর বয়সের ভার

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

হিউস্টন, ২২ জুন : ফ্রন্টিয়ার এয়ারলাইন্সের বিমানে যখন আটলান্টা থেকে হিউস্টনে এসে নামলাম, তখনও পিঠে লেগে আছে মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামের সেই তুমুল স্প্যানিশ গর্জনের রেশ। পিঠোপিঠি ম্যাচের ক্লান্তি তো থাকেই, বিশেষ করে যখন দুই ইবেরিয়ান প্রতিবেশীর ভাগ্যলিপি লেখার দায়িত্ব কাঁধে থাকে। কিন্তু ফুটবলের এক অদ্ভুত জাদু আছে, যা শরীরের সমস্ত ক্লান্তি উড়িয়ে দিয়ে অ্যাড্রেনালিন সচল রাখে। হিউস্টনে পা দিয়েই টের পেলাম, এখানকার বাতাস ভারী, আর্দ্র এবং এক চরম উত্তেজনায় ফুটছে। মঙ্গলবার ভরদুপুরে টেক্সাসের এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এনআরজি স্টেডিয়ামে যখন ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজবে, তখন বাইরের কাঠফাটা রোদ বা আর্দ্রতা খেলোয়াড়দের গায়ে হয়তো লাগবে না। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে মাঠের ভেতরের স্নায়ুর চাপ আর উত্তেজনার পারদ যে হিউস্টনের গনগনে দুপুরকেও হার মানাবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্রয়ের পর পর্তুগিজ শিবিরে এখন এক অদ্ভুত থমথমে পরিবেশ। ফ্লোরিডার পাম বিচের শান্ত প্র্যাকটিস বেস ছেড়ে যখন দল এখানে এসে পৌঁছাল, তখন তাদের ঘিরে ধরেছে হাজারো বিতর্ক আর মিডিয়ার তীব্র স্ক্রুটিনি। সবচেয়ে বড় নাটকটা চলছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ঘিরে। বড় টুর্নামেন্টে টানা ১০ ম্যাচ গোলহীন থাকা ৪১ বছরের এই মহাতারকার উপস্থিতি এখন পর্তুগালের জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ, সেই তর্কে উত্তাল ফুটবল বিশ্ব। থিয়েরি অঁরির মতো কিংবদন্তি টিভি স্টুডিওতে বসে বলছেন, রোনাল্ডোর খেলার ধরন বড্ড স্বার্থপর, দলের গোল দরকার, ওর নিজের নয়। কঙ্গোর তরুণ ফুটবলাররা তো বলেই দিয়েছেন, রোনাল্ডোকে আটকানোর জন্য এখন আর আলাদা কোনও ছক কষতে হয় না।

সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণটা ঘটিয়েছেন ফ্রান্সিসকো কস্তেকাও। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থকদের ফতোয়া-'কেন রোনাল্ডোকে পাস দেওয়া হচ্ছে না?' তার জবাবে এই তরুণ উইঙ্গার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মাঠে কে দাঁড়িয়ে আছে তা দেখার সময় নেই, যে সেরা জায়গায় থাকে তাকেই বল দেওয়া হয়। রোনাল্ডো দলে আর পাঁচটা সাধারণ ফুটবলারের মতোই একজন। এই যে দলের ভেতরের রসায়ন আলগা হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন, একে সামলানোই এখন কোচ রবার্তো মার্টিনেজের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। রুবেন ডিয়াসের দলে ফেরা রক্ষণকে কিছুটা স্বস্তি দিলেও রবার্তো মার্টিনেজ কি পারবেন রোনাল্ডোর বিশাল ছায়া থেকে পর্তুগিজ ফুটবলকে বের করে এনে উজবেকিস্তানের প্রাচীর ভাঙতে?

ঠিক উলটো মেরুতে দাঁড়িয়ে উজবেকিস্তান। স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রথমবার বিশ্বকাপে আসা 'হোয়াইট উলভস'-দের হারানোর কিছু নেই। প্রথম ম্যাচে কলম্বিয়ার কাছে ৩-১ গোলে হারলেও তাদের কোচ ২০০৬ সালের বিশ্বজয়ী ইতালির অধিনায়ক ফ্যাবিও ক্যানাভারো খুব ভালো করেই জানেন পর্তুগালের এই ক্ষতবিক্ষত মনস্তত্ত্বকে কীভাবে আঘাত করতে হয়। ক্যানাভারোর সুশৃঙ্খল রক্ষণাত্মক ছকের প্রধান স্তম্ভ ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ডিফেন্ডার আব্দুকোদির খুসানভ। ক্যানাভারোর পরিকল্পনা পরিষ্কার- রোনাল্ডোর মন্থর গতিকে কাজে লাগিয়ে বক্সের ভেতর স্পেস বন্ধ করে দেওয়া, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ আর ভিতিনহার ক্রিয়েটিভিটিকে বোতলবন্দি করা এবং আব্বোসবেক ফায়জুল্লায়েভের গতিকে কাজে লাগিয়ে এলডোর শোমুরোদভের জন্য প্রতিআক্রমণের রাস্তা তৈরি করা।

হিউস্টনের গ্যালারিতেও দুই দলের সমর্থকদের আবেগের এক বিপরীত স্রোত দেখা যাচ্ছে। পর্তুগিজ সমর্থকেরা যেখানে একরাশ উৎকণ্ঠা আর বিদায়ের আতঙ্কে কাঁপছেন, সেখানে উজবেক সমর্থকেরা টেক্সাসের বুকে মেতে উঠেছেন এক ঐতিহাসিক উৎসবে। যে দেশের সমর্থকরা কয়েক দশক আগেও ফিফা ক্রমপর্যায়ে নিজেদের ভারতের নীচে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, আজ তারাই প্রথমবার বিশ্বকাপের মঞ্চে পা রাখার আনন্দে আত্মহারা। এই চাপহীন ফুটবলই হয়তো ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

ফুটবল আসলে এক মায়াবী ক্যানভাস। এখানে যেমন তারুণ্যের উদ্দামতা থাকে, তেমনই থাকে এক ক্ষয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের শেষ লড়াই। মঙ্গলবার হিউস্টনের সেই বদ্ধ স্টেডিয়ামের কৃত্রিম আলো আর বাইরের গনগনে দুপুরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পর্তুগাল কি পারবে তাদের হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে পেতে? নাকি রোনাল্ডোর অস্তমিত সূর্যের পটভূমিতে লেখা হবে শ্বেত নেকড়েদের নতুন রূপকথা?

বড় মঞ্চে গোলের রাস্তা খুঁজছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ভ্যাঙ্কুভারে ফারাওদের প্রথম সূর্যোদয়

সালাহ ম্যাজিকে ইতিহাস মিশরের

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সন্দীপন রায়

মিশর-৩ (জিকো, সালাহ, ত্রেজেগুয়ে)
নিউজিল্যান্ড-১ (সুরম্যান)

ভ্যাঙ্কুভার, ২২ জুন : টরন্টো থেকে হাজার মাইল দূরে, প্রশান্ত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বিসি প্লেস স্টেডিয়ামের গ্যালারি আজ এক ভিন্ন আবেগের মহাকাব্য লিখল। বুধবারের সুইৎজারল্যান্ড ম্যাচের আগে ভ্যাঙ্কুভারে তখন অলিখিত এক ইতিহাসের প্রহর গোনা। ক্যাসকেড পর্বতমালার ওপার থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা হাওয়া আর গ্যালারির হাজার হাজার মিশরীয় সমর্থকের বুকে জমে থাকা আশঙ্কার দোলাচল- সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভারী বাতাস। যে দেশের ফুটবল ঐতিহ্য ১৯৩৪ সাল থেকে একবিন্দু জয়ের মুখ দেখেনি, তাদের কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন যার পায়ে বাঁধা, সেই মহম্মদ সালাহকে আজ বড্ড একা লাগছিল প্রথমার্ধে। লিভারপুলের চেনা ডান উইং ছেড়ে মাঝমাঠের জটলায় ৩৪ বছরের ফারাও সম্রাট যখন একটু জায়গার জন্য ছটফট করছিলেন, তখন ১৫ মিনিটে টিম পেনের কর্নার থেকে ফিন সুরম্যানের জোরালো হেডার নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে দিল। গ্যালারিজুড়ে তখন শুধুই এক অবর্ণনীয় স্তব্ধতা।

কিন্তু ফুটবল দেবতা হয়তো এই সুদূর ভ্যাঙ্কুভারের বুকেই ফারাওদের দীর্ঘ ৯২ বছরের অভিশাপ মোচনের চিত্রনাট্য লিখে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে কোচ হোসাম হাসানের একটা মাস্টারস্ট্রোক পুরো দৃশ্যপটটাই বদলে দিল। সালাহকে একটু ওপরে, প্রথাগত সেন্ট্রাল স্ট্রাইকারের ভূমিকায় ঠেলে দিতেই মিশরের আক্রমণে যেন রুদ্রঝড় উঠল। ৫৮ মিনিটে মহম্মদ হানির ক্রস থেকে চমৎকার হেডারে সমতা ফেরালেন মোস্তফা জিকো। আর তার ঠিক নয় মিনিট পরেই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যার জন্য বুড়ো হয়ে যাচ্ছিল একটা গোটা প্রজন্ম। বক্সের মধ্যে জিকোর সঙ্গে নিখুঁত ওয়ান-টু খেলে নিউজিল্যান্ডের ডিফেন্ডারদের চোখের পলকে বোকা বানিয়ে বাঁ পায়ের জাদুতে বলটা জালে জড়িয়ে দিলেন সালাহ। বিসি প্লেসের মিডিয়া বক্স থেকে শুরু করে গ্যালারির লাল সমুদ্র তখন এক অবিশ্বাস্য আগ্নেয়গিরি। সালাহ যেন দুই হাত বাড়িয়ে ভ্যাঙ্কুভারের আকাশটাকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সেই চিরপরিচিত রান, সেই রাজকীয় অহংকার যেন ফিরিয়ে দিল অ্যানফিল্ডের চেনা দিনগুলোকে।

এরপর ৮২ মিনিটে সালাহর মাপা কর্নার থেকেই বদলি খেলোয়াড় ত্রেজেগুয়ে হেডে মিশরের জয় নিশ্চিত করলেন ৩-১ স্কোরে। ম্যাচের শেষে যখন বাঁশি বাজল, সালাহর চোখের কোণে তখন চিকচিক করছে জল। যে মানুষটি দেশকে দুটি বিশ্বকাপে তুললেও কখনও মূল পর্বে জয়ের স্বাদ পাননি, দেশের সোনালি প্রজন্মের সাফল্যের ছায়ায় যিনি এতদিন সমালোচিত হয়েছেন, আজ তিনি একাই সব অন্ধকার মুছে দিলেন। ভ্যাঙ্কুভারের বুকে আজ নেই কোনও চেনা রুটিন। গ্যালারি থেকে বেরোনোর সময় শুধু মনে হচ্ছিল, সালাহ আজ কেবল একটা ম্যাচ জেতাননি, তিনি একটি গোটা দেশের ফুটবল আত্মাকে শৃঙ্খলমুক্ত করলেন। ইতিহাস তার রাজপুত্রকে পাওনা সম্মানটুকু বুঝিয়ে দিল এই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরেই।

টিম বাসে ওঠার আগে স্টেডিয়ামের বাইরে থাকা সমর্থকদের সঙ্গে বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে মাততে দেখা গিয়েছে সালাহকে। দলের ঐতিহাসিক জয়ের পর সালাহ বলেছেন, 'দুর্দান্ত অনুভূতি। আমি আগেই বলেছিলাম, দেশকে আনন্দ দিতে চাই। মনে হয়, দেশের মানুষ আমাদের নিয়ে গর্ববোধ করছে। এই বিশ্বকাপে দেশকে আরও আনন্দ দেব। আজ আমরা একটা দারুণ ম্যাচ খেললাম।'

মিশরের জয়ে উল্লাস মহম্মদ সালাহর।

> দুর্দান্ত অনুভূতি। আমি আগেই বলেছিলাম, দেশকে আনন্দ দিতে চাই। মনে হয়, দেশের মানুষ আমাদের নিয়ে গর্ববোধ করছে। এই বিশ্বকাপে দেশকে আরও আনন্দ দেব। আজ আমরা একটা দারুণ ম্যাচ খেললাম।
> -মহম্মদ সালাহ

আমেরিকার মাটিতে অপরাজেয় ইরান

শক্তিশালী বেলজিয়ামকে রুখে দিয়ে ইরান সমর্থকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন মেহদি তারেমিরা। লস অ্যাঞ্জেলেসে।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রুমি বাগচী

বেলজিয়াম-০ ইরান-০

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২২ জুন : লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়ামের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিশাল বিমানের গর্জনও আজ ঢাকা পড়েছিল হাজার হাজার প্রবাসী ইরানির সমবেত উল্লাসে। ভূ-রাজনীতির কারণে যাঁদের হৃদয় দেশে ও প্রবাসে দ্বিধাবিভক্ত, গ্যালারিতে আজ তাঁরা রাজনীতিকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে নিখাদ দেশপ্রেমে মেতেছিলেন। সেই আবেগের আঁচে তেতে উঠেই পারস্যের প্রাচীরে শক্তিশালী রেড ডেভিলসদের রুখে দিল ইরান। আমেরিকার মাটিতে বুক চিতিয়ে লড়াই করে তারা এখনও অপরাজেয়।

এবারের বিশ্বকাপে ইরানের পথ চলাটা মোটেও সহজ নয়। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে আমেরিকায় তাদের বেস ক্যাম্প করতে দেওয়া হয়নি, থাকতে হচ্ছে মেক্সিকোর তিহুয়ানায়। ম্যাচের দিন লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে খেলা শেষ হতেই রিকভারির সুযোগ না দিয়ে তাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। পদে পদে বিছানো এমন কাঁটা সত্ত্বেও ফুটবলের এই মঞ্চে কিছুতেই মাথা নোয়ায়নি ইরান। উলটে তাদের এই অবিচল পদক্ষেপে যেন রক্তক্ষরণ হচ্ছে খোদ মার্কিন প্রশাসনের। ফুটবল ভক্তরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব

> ছয় মাস আগে আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। লিগ বন্ধ ছিল, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বাতিল হচ্ছিল। আমাদের প্রস্তুতি ছিল সবচেয়ে খারাপ। তবু ছেলেরা মাঠে নিজেদের সবটুকু দিচ্ছে, হৃদয় দিয়ে খেলছে।
>
> -আমির ঘালেনোই

হয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভের সঙ্গে মিশেছে আমেরিকার কর্তাদের নিয়ে নানা ব্যঙ্গাত্মক মিম।

মাঠের লড়াইটা ছিল যেন এক দক্ষ দাবাড়ুর সঙ্গে মরুভূমির ঝড়ের। গোটা ম্যাচে প্রায় ৭০ শতাংশ বলের দখল রেখে ছকের পর ছক সাজাচ্ছিল বেলজিয়াম। কেভিন ডি ব্রুয়েনের জাদুকরি পাস আর রোমেলু লুকাকুর শারীরিক শক্তির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ইরানের ডিফেন্ডাররা। প্রথমার্ধে ইউরি টিয়েলেম্যান্সের জোরালো শট অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচান ম্যাচের সেরা আলিরেজা বেইরানভান্ড। উলটোদিকে কিংবদন্তি এনজো শিফোর ১৭টি বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলার রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলা বেলজিয়ান গোলকিপার থিবো কুর্তোয়াও ছিলেন সমান ক্ষিপ্র। দারুণভাবে রুখে দেন হোসেইন কানানির শট। ২৫ মিনিটে মেহদি তারেমি বেলজিয়ামের জালে বল জড়ালেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হওয়ায় গ্যালারিতে আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস নামে।

দ্বিতীয়ার্ধে নিজের শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে মাঠে নামেন আলিরেজা জাহানবখশ। তাঁর ও সাঈদ এজাতোল্লাহির কড়া ট্যাকলে বেলজিয়াম মাঝমাঠের দখল নিতে পারেনি। ৬৬ মিনিটে তারেমিকে ফাউল করে বেলজিয়ামের সেন্টার ব্যাক নাথান এনগোয়ে লাল কার্ড দেখলে তারা ১০ জনের দলে পরিণত হয়। এরপর যাযাবর পরিবারে জন্মানো, একসময় ফুটবলের জন্য রাস্তায় রাত কাটানো অদম্য ইরানি গোলকিপার বেইরানভান্ড বেলজিয়ান ডিফেন্ডার ম্যাক্সিম ডি কুইপারের জোড়া আক্রমণ রুখে দিয়ে এই স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটান।

ম্যাচ শেষে দলের এই হার না মানা মনোভাব নিয়ে আবেগপ্রবণ ইরানের কোচ আমির ঘালেনোই বলেছেন, 'ছয় মাস আগে আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। লিগ বন্ধ ছিল, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বাতিল হচ্ছিল। আমাদের প্রস্তুতি ছিল সবচেয়ে খারাপ। তবু ছেলেরা মাঠে নিজেদের সবটুকু দিচ্ছে, হৃদয় দিয়ে খেলছে। ভবিষ্যতের ইতিহাসে ওরা নিশ্চিতভাবে থাকবে।'

নব্বই মিনিট শেষে গোলশূন্য ড্রয়ে কেউ হারেনি, জিতেছে কেবল ফুটবল। দুই ম্যাচ শেষে দুই দলেরই ঝুলিতে এখন ২ পয়েন্ট। নকআউটে যাওয়ার জন্য গ্রুপের শেষ মরণবাঁচন ম্যাচে বেলজিয়ামের সামনে নিউজিল্যান্ড এবং ইরানের সামনে মিশর। তবে টুর্নামেন্টের ভাগ্য যা-ই হোক, আমেরিকার মাটিতে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে ইরানের এই দৃপ্ত পদক্ষেপ ফুটবলের ইতিহাসের পাতায় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

« *বিশ্বকাপে প্রথম গোলের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ লামিনে ইয়ামালের।*

স্কুলের বেঞ্চ থেকে বিশ্বমঞ্চে নয়া ম্যাজিশিয়ান

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ডালাস, ২২ জুন : আটলান্টার স্টেডিয়ামে কিক অফের তখন ঠিক ৪৩ মিনিট বাকি। ৩৬০ ডিগ্রির বিশাল জায়েন্ট স্ক্রিনে আচমকাই ভেসে উঠল একটা হাসিমুখ। মুখে চুইংগাম, চোখেমুখে অমলিন সারল্য আর কৈশোরের ছাপ। নিজেকে স্ক্রিনে দেখেই নিজস্ব সেই সংক্রামক আনন্দে হাত নাড়ল ছেলেটি। আর গ্যালারি ফেটে পড়ল এক গগনভেদী গর্জনে! বল পায়ে পড়ার আগেই আটলান্টার আবহাওয়া বদলে দিলেন তিনি। বিশ্বকাপের মঞ্চে এখন জেন জেডের নতুন ক্রেজ-লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে বা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার নন, বরং স্পেনের ১৯ নম্বর জার্সিধারী ওই ছেলেটি। লামিনে ইয়ামাল! ইউএস জাতীয় দলের প্রাক্তন ম্যানেজার তথা স্প্যানিশ বেস ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিল নিউটাল এই পাগলামি দেখে হতবাক। তাঁর কথায়, 'হোটেলের বাইরে দেড় হাজার মানুষের ভিড়, আর তার মধ্যে অন্তত হাজার খানেক মানুষ শুধু ইয়ামালের জার্সি পরে দাঁড়িয়ে আছে!' ইনস্টাগ্রামে সাড়ে ৪৩ মিলিয়ন ফলোয়ারের গণ্ডি পেরোনো এই তরুণ জাদুকর এখন আমেরিকার রাজপথ থেকে সামাজিক মাধ্যম-সবখানেই একচ্ছত্র অধিপতি।

এপ্রিলের হ্যামস্ট্রিং চোট সারিয়ে কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে গোলশূন্য হতাশার ম্যাচে মাত্র ১৯ মিনিট খেলেছিলেন। কিন্তু সৌদি আরবের বিরুদ্ধে প্রথম স্টার্ট পেয়েই তিনি যেন এক মায়াবী তুলিতে গোটা দলের ছবি বদলে দিলেন। মাঠে নেমেই স্পেনের খেলায় ফেরালেন গতি, তেজ আর নির্ভীক এক আগ্রাসন। নিজের প্রথম বিশ্বকাপ স্টার্টে গোল করতে তাঁর সময় লাগল মাত্র ৫৯৮ সেকেন্ড। ১৮ বছর ৩৪৩ দিন বয়সে গোল করে ভেঙে দিলেন স্বয়ং মেসির (১৮ বছর ৩৫৭ দিন) রেকর্ড। ছুঁয়ে ফেললেন পেলেকে। ১৯৫৮ সালে ১৭ বছরের পেলের পর ইয়ামালই দ্বিতীয় ফুটবলার, যিনি ১৮ বা তার কম বয়সে নিজের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে গোল করার স্পর্ধা দেখালেন। এই গোলেই আটলান্টার গ্যালারি যেন আক্ষরিক অর্থেই নেচে উঠল। ৪-০ গোলের এই জয়ে মিকেল ওয়ারজাবালও মাত্র ২৫ মিনিটে জোড়া গোল ও এক অ্যাসিস্ট করে ইতিহাস ছুঁলেন ঠিকই, কিন্তু মাঠের আসল জাদুকর ছিলেন ওই বিস্ময় বালক। ম্যাচ শেষে ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসে ইয়ামাল বলছিলেন, 'প্রথম স্টার্টেই গোল-স্বপ্ন সত্যি হল! গত বিশ্বকাপটা তো আমি স্কুলের বেঞ্চে বসে দেখেছি।'

তাঁর এই উত্থান শুধু পরিসংখ্যানের পাতায় নয়, ফুটবল-বিশ্লেষক থেকে শুরু করে কিংবদন্তিদের চোখেও মুগ্ধতার ঘোর তৈরি করেছে। স্প্যানিশ সাংবাদিক গিলেম বালেগের চোখে ইয়ামাল যেন বিশ্বজয়ের দাম্ভিকতা নিয়ে মাঠে নামেন, 'এটা কি দম্ভ নাকি আত্মবিশ্বাস? আসলে দুইটিই। ও যেন পাড়ার পাঁচজনের ফুটবল খেলার নির্ভেজাল আনন্দটাই এই বিশ্বমঞ্চে খুঁজে পায়।' কিংবদন্তি ওয়েন রুনির বিশ্লেষণ আরও গভীর। রুনি বলছেন, 'তরুণ মেসি যখন বার্সেলোনায় আসে, তখন সেখানে রোনাল্ডিনহোর মতো মহাতারকারা ছিলেন। কিন্তু ইয়ামাল এমন এক সময়ে বার্সেলোনা ও স্পেনে এসেছে, যেখানে ও নিজেই দলের প্রধান ভরসা। এই বয়সেই গোটা দলের চাপ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়াটা সত্যিই অভাবনীয়।' প্রাক্তন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার সিজার অ্যাজপিলিকুয়েতার মতে, এই স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস কাউকে শেখানো যায় না। প্রতিপক্ষ কোচ জিওর্জিওস ডোনিসও একবাক্যে স্বীকার করেছেন, স্কিল নয়, খেলা পড়ার অবিশ্বাস্য ক্ষমতাটাই ইয়ামালকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে দেয়।

পরের রাউন্ডের কথা ভেবে প্রথমার্ধের পরই সতর্কতামূলকভাবে তাঁকে তুলে নেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। থমাস ফ্রাঙ্কের মতো কোচরা যখন ইয়ামালের এই অসামান্য প্রতিভার প্রশংসা করছেন, তখন একটাই সতর্কবার্তা দিচ্ছেন-'পা মাটিতে রাখাটা সবচেয়ে জরুরি।' ইয়ামালের ১৯তম জন্মদিনের ঠিক এক সপ্তাহ পরই বিশ্বকাপের ফাইনাল। এই মায়াবী রূপকথার শেষে, স্প্যানিশ ফুটবলের এই নতুন জাদুকর কি পারবেন তাঁর দলকে সেই স্বপ্নের মঞ্চে পৌঁছে দিতে? সময়ই হয়তো তার উত্তর দেবে, তবে আটলান্টার রাত অন্তত এক নতুন মহাতারকার জন্মের সাক্ষী হয়ে রইল।

ইরানের আলিরেজা বেইরানভান্ডের দুর্ভেদ্য গোলকিপিংয়ে আটকে গেল বেলজিয়াম।

কৈশোরেই লোরেস্তান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন রাজধানী তেহরানে। মাসের পর মাস রাত কেটেছে ফুটপাথে। দিন গুজরান করতে কখনও গাড়ি ধোয়া, কখনও রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, আবার কখনও পিৎজার দোকান বা পোশাক কারখানায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছেন।

ফুটপাথ থেকে বিশ্বমঞ্চে নায়ক আলিরেজা

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২২ জুন : কেপ ভের্দের ভোজিনহা থেকে কুরাসাওয়ের এলয় রুম। এবার সেই তালিকায় জুড়ল আরও একটা নতুন নাম। যাঁর বীর বিক্রমে শক্তিশালী বেলজিয়ামকে রুখে দিয়েছে ইরান। বিশ্বকাপ ফুটবলের মঞ্চে সাত সেভে নায়ক আলিরেজা বেইরানভান্ড।

কথায় আছে, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। ইরানের গোলকিপার আলিরেজা যেন তার যোগ্য উদাহরণ। ইরানের লোরেস্তান প্রদেশের এক যাযাবর পরিবারে জন্ম। শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যে। পরিবার চাইত না ছেলে ফুটবল খেলুক। তাই তাদের অগোচরে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে কৈশোরেই ঘর ছেড়েছিল ছেলেটা। লোরেস্তান থেকে পালিয়ে রাজধানী তেহরানে। অচেনা শহরে কোনও আশ্রয় ছিল না। মাসের পর মাস রাত কেটেছে ফুটপাথে। দিন গুজরান করতে কখনও গাড়ি ধোয়া, কখনও রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, আবার কখনও পিৎজার দোকান বা পোশাক কারখানায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছেন। তবে পেশাদার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি। দিনেরবেলা ফুটবলার, আর রাতে পথশিশু, এই ছিল তাঁর পরিচয়। একটা সময় তেহরানের স্থানীয় ক্লাবগুলিতে ট্রায়াল দিতে শুরু করেন। কোচদের নজরেও পড়ে যান। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। আলিরেজা এখন ইরান জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য।

শৈশবে পাহাড়ে ভেড়া চড়াতে গিয়ে 'দালপারান' নামে স্থানীয় এক খেলার সঙ্গে পরিচয়। যেখানে ভারী পাথর ছুড়তে হত। সেই অভ্যাস থেকেই অসাধারণ শারীরিক সক্ষমতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই শক্তি কাজে লাগিয়েছেন খেলায়। ফুটবলের ইতিহাসে দীর্ঘতম থ্রো ও দীর্ঘতম ড্রপ কিকের জন্য বর্তমানে গিনেস বিশ্ব রেকর্ডের মালিক ইরানি গোলকিপার আলিরেজা। যে নজির তিনি গড়েছিলেন ২০১৬ সালে। বেলজিয়াম ম্যাচের পর আলোচনায় তাঁর দুর্ভেদ্য গোলকিপিং। বিশ্বকাপের মঞ্চে দেশকে মহামূল্যবান এক পয়েন্ট এনে দিয়েছেন। দুই ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ নকআউটে খেলার স্বপ্ন দেখছে ইরান। যে স্বপ্নের সওদাগর নিঃসন্দেহে এই আলিরেজা।

বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করার পর সাজঘরে হাতে লেখা একটি চিরকুট রেখে গিয়েছেন ইরানের ফুটবলাররা। যা এই মুহূর্তে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। বিশ্বকাপে নানাবিধ জটিলতার মধ্যে দিয়ে এগোতে হচ্ছে ইরানকে। তারাই লস অ্যাঞ্জেলেসের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'এখানে আমরা সম্মানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, মাথা উঁচু করে ফিরছি। এই আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ। সমস্ত জাতির মধ্যে শান্তি, সম্মান ও বন্ধুত্ব অটুট হোক।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিরকুট সাজঘরে রেখে যান ইরানের ফুটবলাররা।

কী লেখা ছিল?

এখানে আমরা সম্মানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, মাথা উঁচু করে ফিরছি। এই আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ। সমস্ত জাতির মধ্যে শান্তি, সম্মান ও বন্ধুত্ব অটুট হোক।

মহাকাশে ট্রিওন্ডা

আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে পাঠানো হল বিশ্বকাপের ম্যাচ বল 'ট্রিওন্ডা'-কে। নাসা এই খবর জানিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে মহাকাশযানে বিজ্ঞানীরা ট্রিওন্ডা নিয়ে খেলছেন। মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব প্রায় থাকে না। সেখানে ফুটবলে লাথি মারলে কোথায় যাবে? কীভাবে যাবে? বলের গতি কেমন থাকবে? সেটাই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখবেন।

বিশ্বকাপে প্রথম গোলের পর সতীর্থদের নিয়ে সেলিব্রেশনে কেভিন পিনা। ছবি : এএফপি

> একবার মাঠে নেমে পড়লে সবাই সমান হয়ে যায়। বিশ্বমঞ্চে প্রতিপক্ষ যতই বড় হোক না কেন, অনেক জাতীয় দলই তখন এক সারিতে চলে আসে। আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম যে কেবল ফুটবলেই নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি প্রযোজ্য।
>
> -বুবিস্তা (কেপ ভের্দের কোচ)

নকআউটে চোখ রেখে মুখোমুখি ইংল্যান্ড-ঘানা

বোস্টন, ২২ জুন : গোটা একটা প্রজন্মের প্রত্যাশার চাপ কাঁধে নিয়েই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন হ্যারি কেনরা। ইংল্যান্ডের এই পথচলায় যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি টমাস টুচেল।

গ্যারেথ সাউথগেট জমানার হিসেবি ফুটবলের অধ্যায় শেষ। জার্মান কোচ টুচেল দায়িত্ব নেওয়ার পর ইংল্যান্ড শিবিরের মেজাজটাই বদলে গিয়েছে। তাঁর দলের ফুটবলাররাই বলছেন, টুচেল জমানায় বদলেছে সাজঘরের মানসিকতা। এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছেন যেখানে 'উইনার্স মেন্টালিটি' সাউথগেট পরবর্তী ইংল্যান্ডের নতুন পরিচয়। '২৬-এর বিশ্বকাপে ঠিক সেই কারণেই কেন, জুডে বেলিংহামদের এগিয়ে রাখছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘানার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে থ্রি লায়ন্স। প্রতিপক্ষ আফ্রিকান জায়েন্ট ঘানা।

দুই দলই নকআউটের পথে পা বাড়িয়ে রেখেছে। যে জিতবে রাউন্ড অফ ৩২-এ জায়গা পাকা করে ফেলবে তারা। সেক্ষেত্রে ফেভারিট নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ড। প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়েই টুচেলের দল জানান দিয়েছে, কেন তাদের খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে ধরা হচ্ছে। ঘানা ম্যাচের আগে টুচেলের দলের সদস্য মার্কাস র‍্যাশফোর্ড বলেছেন, 'আমরা জানি প্রত্যাশার চাপ কতটা। তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকার চেষ্টা করতে হবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, দলের অভ্যন্তরীণ রসায়নই চাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করছে।

তবে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে থ্রি লায়ন্সের রক্ষণে দুর্বলতা চোখে পড়েছে। ঘানার আক্রমণভাগও নেহাত মন্দ নয়। ফলে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে রিসি জেমস, নিকো ও'রেইলিদের। এই পরিস্থিতিতে জন স্টোনসের পাশে মার্ক গুয়েহিকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন ইংলিশ ফুটবলার জেমি ক্যারাঘার। শুধু তাই নয়, পানামার বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তের গোলে জয়ের পর বেশ আত্মবিশ্বাসী ঘানা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অঘটন ঘটিয়ে নকআউটের দরজা খুলে ফেলাই তাদের লক্ষ্য।

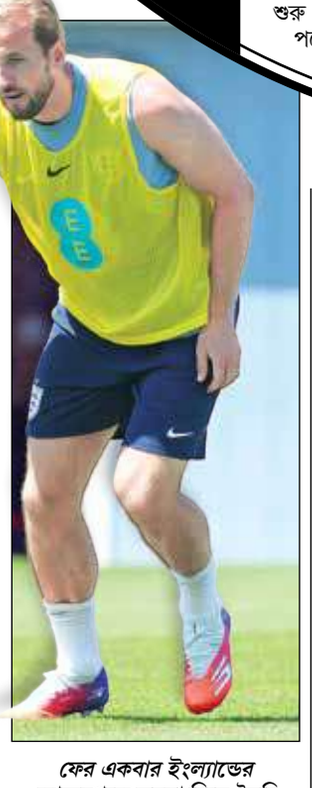

ফের একবার ইংল্যান্ডের আক্রমণকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন হ্যারি কেন। সোমবার।

দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিল ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র

উরুগুয়ে-২ (আরাউহো, ক্যানোব্বিও)
কেপ ভের্দে-২ (পিনা, ভারেলা)

মায়ামি, ২২ জুন : মায়ামি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তখন ৬৪ হাজার দর্শকের উপচে পড়া ভিড়। স্পেনের মতো মহাশক্তিধর দলকে গোলশূন্য রুখে দেওয়ার পর, এবার দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভের্দে। ফুটবল পণ্ডিতরা ভেবেছিলেন, স্পেনের বিরুদ্ধে হয়তো নেহাতই ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিল তারা। কিন্তু শনিবার মায়ামির সবুজ গালিচায় 'ব্লু শার্কস'-রা প্রমাণ করে দিল, রূপকথা রোজ রোজ ভাগ্যের জোরে লেখা হয় না! উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে রোমাঞ্চকর ড্র করে এবারের বিশ্বকাপে নিজেদের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রাখল কেপ ভের্দে।

স্পেনের বিরুদ্ধে তারা খেলেছিল নিখাদ রক্ষণাত্মক ফুটবল। কিন্তু এদিন উরুগুয়ের বিপক্ষে শুরু থেকেই চোখে চোখ রেখে আক্রমণ শানাতে থাকে এই খুদে রাষ্ট্র। ২১ মিনিটে কেভিন পিনার দূরপাল্লার আগুনে ফ্রি কিক উরুগুয়ের রক্ষণ ভেদ করে জালে জড়ালে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় গ্যালারি। পিছিয়ে পড়ে অবশ্য মরিয়া আক্রমণ শুরু করে উরুগুয়ে। অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে রক্ষণে কিছুটা ফাঁক রেখে ফেলেছিল কেপ ভের্দে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথমার্ধের শেষলগ্নে (৪৪ মিনিটে) ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহোর ডাইভিং হেডার এবং সংযোজিত সময়ে অগাস্টিন ক্যানোব্বিওর নিখুঁত ফিনিশে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লাতিন আমেরিকার দলটি।

কিন্তু কেপ ভের্দে যে হার না মানার মন্ত্র জপেই বিশ্বমঞ্চে পা রেখেছে! দ্বিতীয়ার্ধেও উরুগুয়ের লাগাতার আক্রমণের ঢেউ সামলে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন পিনারা। ৬১ মিনিটে উরুগুয়ের ডিফেন্ডার ম্যাথিয়াস অলিভেরা নিজেদের বক্সের ভেতরে এক চরম ভুল করে বসেন। শিকারির মতো ওঁত পেতে থাকা হেলিও ভারেলা বল ছিনিয়ে নিয়ে গোলকিপারকে কাটিয়ে অনায়াসে ফাঁকা জালে বল জড়িয়ে দেন। শেষদিকে ফেডেরিকো ভালভের্দের গোল অফসাইডের কারণে বাতিল না হলে উরুগুয়ে হয়তো জিতেই মাঠ ছাড়ত। তবে কেপ ভের্দের অদম্য লড়াকু মানসিকতার কাছে এই ড্র-ও যেন এক অবিস্মরণীয় জয়।

দুই ম্যাচ শেষে উরুগুয়ে ও কেপ ভের্দে-দুই দলেরই ঝুলিতে এখন ২ পয়েন্ট। গ্রুপের শেষ ম্যাচে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে তাই নকআউটের সোনালি স্বপ্ন দেখছে আত্মবিশ্বাসী কেপ ভের্দে। অন্যদিকে, স্পেনের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে রীতিমতো চাপে পড়ে গেল উরুগুয়ে শিবির।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ সাগর সাহা (দ্বিপন) : ২৫তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা। - বাবা গোপাল, মা বিউটি, দাদা পাপন, স্ত্রী বর্ণালী, পুত্র সুরাজ, মাসি বিজলী, মাথাভাঙ্গা।

ট্রেডে হার্দিকের ‘বদলি’ হয়তো যশস্বী

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : ঋষভ পন্থের সম্ভাব্য বদলি কুলদীপ যাদব? লখনউ সুপার জায়েন্টস, দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে যা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। আইপিএল ট্রেড নিয়ে এবার আরও চাঞ্চল্যকর খবর- হার্দিক পান্ডিয়ার বদলে যশস্বী জয়সওয়ালকে নেওয়ার জন্য মরিয়া মুম্বই ইন্ডিয়ান্স! ২০২৪ সালে হার্দিককে দলে ফেরানো হয় একেবারে অধিনায়ক করে। যদিও দ্রুত মোহভঙ্গ নীতা আম্বানিদের।

হার্দিক-বিদায়ের ‘রাস্তা’ খুঁজছে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি। খবর, এই ব্যাপারে একাধিক দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এরমধ্যে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা এগিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২০২৭ আইপিএলে যশস্বীকে দেখা যাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে। বদলি হিসেবে রাজস্থান শিবিরে হার্দিক!

হার্দিক নিজেও মরিয়া মুম্বই ছাড়তে। প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সতীর্থ, সমর্থকদের তোপের মুখে। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত, দলগত ব্যর্থতার সাঁড়াশি চাপ। অপরদিকে, দীর্ঘদিন রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটিংয়ের অন্যতম কারিগর হলেও যথাযথ মর্যাদা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট যশস্বী। সঞ্জু স্যামসন দল ছাড়ার পর ভেবেছিলেন নেতৃত্ব পাবেন। কিন্তু দায়িত্বে রিয়ান পরাগ। যশস্বীর বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে বৈভব সূর্যবংশীর ছায়ায় ক্রমশ ঢাকা পড়ে যাওয়া। হার্দিক-যশস্বী, দুই শিবিরের দুই তারকার যে মানসিকতা ট্রেডের ভাবনাকে আরও উসকে দিচ্ছে। পাশাপাশি ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার বিকল্পও তৈরি রাখার বিষয়টিও গুরুত্ব দিচ্ছে মুম্বই। ‘ব্যর্থ’ হার্দিকের বদলে তাই যশস্বীকে চিন্তাভাবনা।

চ্যাম্পিয়ন কৃতিকা, দয়িতা রানার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : কালিম্পংয়ে অল বেঙ্গল স্টেট র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির কৃতিকা শৈব। ফাইনালে কৃতিকা ৩-১ গেমে হারিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার অরিত্রি পালকে। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির দয়িতা রায় রানার্স হয়। ফাইনালে তাকে ১-৩ গেমে হারিয়ে দেয় উত্তর ২৪ পরগনার দেবান্না অরি।

ট্রফি নিচ্ছে কৃতিকা শৈব।

জয়ী মিলনপল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে সোমবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৪-০ গোলে চূর্ণ করেছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে। জোড়া গোল করেন রুয়েল এক্কা। তাদের বাকি গোল চিলিং তামাং ও ত্রিদীপ রায়ের। ম্যাচের সেরা হয়ে রুয়েল পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

জাদুকরের স্তুতিতে ফুটবল বিশ্ব

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ডালাস, ২২ জুন : আর্লিংটনের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সে বসে যখন প্রতিবেদনটি পাঠাচ্ছি, গ্যালারির নীল-সাদা জলোচ্ছ্বাস তখন বাইরের রাজপথে নেমে গিয়েছে। কিন্তু এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কাচের ঘরের ভেতরে ফুটবল বিশ্বের রথী-মহারথীদের চোখেমুখে বিস্ময়ের ঘোর যেন কিছুতেই কাটছে না। পেনাল্টি ফসকে যাওয়ার পর ডালাসের ওই বুক-চেরা নৈঃশব্দ্য কীভাবে জোড়া গোলের মহাকাব্যে রূপ নিল, তা নিয়েই এখন চলছে মুগ্ধতার চুলচেরা বিশ্লেষণ।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্ট্রাইকার ক্রিস সাটন ডালাসের এই প্রেস বক্সেই আমার থেকে সামান্য দূরে বসে বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভের হয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন। প্রবল উত্তেজনার রেশ তাঁর কথাতেও স্পষ্ট। সাটনের চোখে জাদুকরের এই রূপ এক অদ্ভুত মোহের মতো। তিনি বলছিলেন, ‘পেনাল্টি ফসকে যাওয়ার পর আমি নিশ্চিত ছিলাম, ম্যাচের কোনও না কোনও সময় ও ঠিক আরেকটা সুযোগ পাবে। আর যখন সুযোগটা এল, ও প্রমাণ করে দিল যে ও কতটা নির্মম হতে পারে! মাঠে বাকিরা যা খেলছে, মেসি যেন তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটা খেলায় মগ্ন। ওর ভিশন অন্যদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে। হাফ টার্নে ওর যে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা আর পারিপার্শ্বিক বোধ, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।’ সাটনের মতে, আর্জেন্টিনা হয়তো এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ফুটবল খেলা দল নয়, কিন্তু ওরা রাস্তার ফুটবলের সেই আদিম চতুরতাটা খুব ভালো করেই জানে। ওরা জানে কীভাবে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে এনে ম্যাচ জিততে হয়। আর দলের যে কোনও গোছানো আক্রমণের রূপরেখায় তো সেই একজনই- লিওনেল মেসি।

শুধু সাটন নন, সুদূর স্টুডিওতে বসে ফরাসি কিংবদন্তি অলিভার জিরুও মজেছেন এই মেসি-বন্দনায়। তাঁর মতে, সতীর্থদের কাছে মেসির সঙ্গে এক দলে খেলাটা বিশাল সম্মান এবং পরম প্রাপ্তির ব্যাপার। বিবিসি ওয়ানের অনুষ্ঠানে জিরু বলছিলেন, ‘আর্জেন্টিনার প্রতিটি ফুটবলার মাঠে বল পেয়ে শুধু ওকেই খোঁজে। ওরা আক্ষরিক অর্থেই মেসির জন্য খেলে। পরপর দুটো বিশ্বকাপ জেতার এই অদম্য বাসনায় ওরা হাসিমুখে মাঠে মেসির জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত! বয়স যত বাড়ছে, লিও যেন তত বেশি তীক্ষ্ণ আর ভয়ংকর হয়ে উঠছে। টানা দুটো ম্যাচে দলের সবকয়টি (পাঁচটি) গোলই তো এল ওর পা থেকে! ও সবসময় ঠিক সময়ে একদম ঠিক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝমাঠ থেকে গোটা খেলাটা তো ও-ই নিজের পায়ে তৈরি আর নিয়ন্ত্রণ করে।’

সতীর্থদের অন্ধভক্তি, প্রতিপক্ষের সমীহ আর বিশেষজ্ঞদের এই অকুণ্ঠ স্তুতি- সব মিলিয়ে ডালাসের এই মেঘলা রাত যেন একটা ধ্রুবসত্যকেই নতুন করে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করে গেল। ফুটবল নামক এই শিল্পে মেসি সত্যিই এক অন্য গ্রহের বাসিন্দা, যাঁর পায়ের জাদুতে সাধারণ একটি ম্যাচও মুহূর্তে মহাকাব্য হয়ে ওঠে।

লিওনেল মেসির সঙ্গে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের হৃদয়জুড়ে এখনও রয়ে গিয়েছেন দিয়েগো মারাদোনা। ডালাসে সোমবার। ছবি : এএফপি

সংখ্যায় মেসি

- বিশ্বকাপে সর্বাধিক ১৮ হয়ে গেল লিওনেল মেসির।
- পেশাদার কেরিয়ারে মেসি ৩৩ বার পেনাল্টি মিস করলেন।
- বিশ্বকাপে মেসির পেনাল্টি মিসের সংখ্যা দাঁড়াল ৩।
- মেসি বিশ্বকাপে সর্বাধিক ২৮টি ম্যাচ খেললেন।
- চলতি বিশ্বকাপে ৫টি গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবার আগে মেসি।
- বিশ্বকাপে যুগ্মভাবে সর্বাধিক ১৭টি ম্যাচ জিতলেন মেসি। সমসংখ্যক ম্যাচে জয় পেয়েছেন জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসেও।

‘আর্জেন্টিনাকে এবারও টানবে মেসি’

বন্ধু জাভির বয়ানে অজেয় লিওর অজানা রূপকথা

ডালাস, ২২ জুন : ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা জুটি বলা হয় তাঁদের। সবুজ গালিচায় একজন নিখুঁত ছন্দে খেলা তৈরি করতেন, আর অন্যজন প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়ে সেই শিল্পের পূর্ণতা দিতেন। জাভি হার্নান্ডেজ এবং লিওনেল মেসি-বার্সেলোনার সোনালি যুগের দুই প্রধান রূপকার। মাঝমাঠের স্প্যানিশ জাদুকর এবং আর্জেন্টাইন মহাতারকার এই রসায়ন শুধু মাঠের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মাঠের বাইরেও দুই দশকের বেশি সময় ধরে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক গভীর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক। জাভির পাস আর মেসির গোল-একসময় এই যুগলবন্দিতেই বিশ্ব শাসন করেছে কাতালান ক্লাবটি। সেই পুরোনো দিনের সতীর্থ এবং প্রিয় বন্ধুর চোখে ৩৯ বছরের মেসি আজ ঠিক কেমন? জাভি মনে করেন, মেসি কেবল সর্বকালের সেরা ফুটবলার নন, তিনি হলেন ফুটবলের ‘মাইকেল জর্ডন’।

জাভির বয়স তখন ২০। বার্সেলোনার লা মাসিয়া অ্যাকাডেমির এক কোচ তাঁকে বলেছিলেন, ‘আর্জেন্টিনা থেকে একটা বাচ্চা ছেলে আসছে। এমন প্রতিভা আমি জীবনেও দেখিনি!’ স্প্যানিশ মিডফিল্ডার প্রথমে খুব একটা আমল দেননি। বার্সেলোনার যুব দলে রোজ কত প্রতিভাবান ছেলেই তো আসে! প্রথম দলে চূড়ান্ত সুযোগ পেলে তবেই আসল বিচার করা যাবে বলে মনে করেছিলেন তিনি। কোচ সেদিন মুচকি হেসে শুধু বলেছিলেন, ‘জাভি, এই ছেলেটা কিন্তু আলাদা।’ এরপর কেটে গিয়েছে দুই দশক। সেই ‘আলাদা’ ছেলেটা আজ ফুটবল বিশ্বের অবিসংবাদিত সম্রাট।

২০০৪ সাল। সেই একই কোচ জাভিকে মেসেজ করলেন, ‘যে ছেলেটার কথা বলেছিলাম, সে আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে প্রথম দলের অনুশীলন করবে।’ জাভি ভেবেছিলেন, এবার দেখা যাবে ছেলেটার আসল দৌড়। কিন্তু প্রথম দিনের অনুশীলনেই কার্লেস পুওল, ভিক্টর ভালদেস, ডেকো, রোনাল্ডিনহোদের মতো তারকাদের চোখ কার্যত ছানাবড়া হয়ে গেল। বল কন্ট্রোল, ড্রিবলিং, পাসিং-সবেতেই ১৬ বছরের এক কিশোর যেন দলের বাকি সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। সিনিয়াররা একে অপরের দিকে শুধু বোকার মতো তাকিয়ে ছিলেন, যেন বলতে চাইছেন, ‘এটা স্বাভাবিক নয়!’

মাঠের বাইরে এই মেসিই ছিলেন চূড়ান্ত লাজুক। প্রথম দলে সুযোগ পাওয়ার পর এশিয়া সফরে জাভি আর মেসি একই ঘরে ছিলেন। জাভি স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছেন, ঘরে একটা টিভি চালানোর জন্যও মেসি তাঁর কাছে অনুমতি চাইতেন! জাভি তাঁকে ভরসা দিয়ে বলতেন, ‘আরে ঠিক আছে, এসবের জন্য আমার অনুমতির কোনও প্রয়োজন নেই।’ কিন্তু মাঠে পা রাখলেই সেই লাজুক ছেলেটা হয়ে উঠতেন এক ক্ষুধার্ত বাঘ। কোনও অপ্রয়োজনীয় ফুটওয়ার্কের দেখনদারি ছিল না, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিপক্ষের গোলপোস্ট। ম্যাচের মধ্যে মাঝেমধ্যেই জাভিকে নির্দেশ দিতেন মেসি, ‘ম্যাকি (জাভির ডাকনাম), এই ডিফেন্ডারটা বড্ড গায়ে গায়ে সেঁটে আছে, আমাকে ফাঁকায় বল বাড়াও।’ আবার বলের জোগান কম পেলে জাভি তাঁকে নীচে নেমে আসতে বলতেন। জাভির মতে, মেসির সঙ্গে খেলা বিশ্বের সবচেয়ে সহজ কাজ। কারণ, ও সবসময় সতীর্থের সুবিধাজনক পায়ে মাপা বলটি বাড়ায়।

জাভি নিজে ৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবল খেলেছেন ঠিকই, কিন্তু শেষের দিকে তিনি ছিলেন কাতারের লিগে। আর ওই একই বয়সে দাঁড়িয়ে মেসি সদ্য আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন! জাভির চোখে, মেসি একটুও বদলায়নি। তাঁর পায়ের ওই নড়াচড়া, সেই চেনা ছোট্ট দ্রুত ড্রিবলিং-তিক, তিক, তিক-এখনও আগের মতোই আছে। ২০২২ বিশ্বকাপ জেতার পর অন্য যে কেউ হলে হয়তো অবসর নিয়ে নিত। কিন্তু মেসির জেতার খিদেটা পশুর মতো। তিনি এক চরম লড়াকু মানসিকতার মানুষ, যাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি এবারও বিশ্বকাপ জিততে পারেন।

জাভির মনে কোনও সন্দেহ নেই যে আর্জেন্টিনা এবারও শেষ পর্যায়ে পৌঁছাবে। স্প্যানিশ কিংবদন্তির কথায়, ‘আমরা সেরা মেসিকেই দেখতে পাব। এটা ওর সময়। অনেকেই হয়তো বলছিল ওর শারীরিক অবস্থা আগের মতো নেই, ও ফুরিয়ে গিয়েছে। আর ঠিক তখনই ও মাঠে নেমে হ্যাটট্রিক করে জবাব দিল। ও নিজেকে মানসিকভাবে ঠিক এভাবেই তৈরি করেছে।’

আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম গোলটিতে মেসির আসল রহস্য লুকিয়ে ছিল। রডরিগো ডি পলের পাসের আগে মেসি তিনবার ঘাড় ঘুরিয়ে মাঠের অবস্থান মেপে নিয়েছিলেন। কখনও হয়তো মনে হচ্ছে মেসি শুধু হাঁটছেন, কিন্তু ওই হাঁটার মধ্যেই তাঁর মস্তিষ্কের রাডার বিপক্ষের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার থেকে শুরু করে ফাঁকা জায়গা-সবকিছুর নিখুঁত নকশা তৈরি করে নেয়। বর্তমান মেসির শরীরী ভাষা নিয়ে জাভির মূল্যায়ন, ‘ওর মানসিকতা এককথায় অসাধারণ। এটাই ওকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দেয়। ও হারতে একদম ভালোবাসে না। ফুটবলের জন্য একদম নিখুঁত মেজাজ এবং নিখুঁত শারীরিক গড়ন ওর। আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে করা গোলগুলির কথা নাহয় ভুলেই যান। ওর সামগ্রিক খেলা, শারীরিক সক্ষমতা ও মাঠে ওর তীব্র জেদ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে একবার তাকান। ওর মতো চ্যাম্পিয়ন মানসিকতা আর কারও হতে পারে না।’

ম্যাচ শেষে জাভি তাঁকে মেসেজ করেছিলেন, ‘তুমি ফুটবলটাকে একটা ঠাট্টায় পরিণত করেছ! তোমার খেলা দেখে আমি শুধু হাসতে পারি।’ মেসির এই অতুলনীয় ফুটবল মস্তিষ্ক এবং দীর্ঘ ২০ বছর ধরে শীর্ষে থাকার মানসিকতা তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করেছে। খেলাটার প্রতি তাঁর তীব্র আবেগ এবং হার না মানার মানসিকতা পুরোপুরি আর্জেন্টাইন সত্তা থেকে উঠে আসা। মেসি শুধু একজন স্ট্রাইকার নন। চাইলে তিনি আন্দ্রে ইনিয়েস্তা, সের্জিও বুসকেটস বা জাভির পজিশনেও বিশ্বের সেরা হিসেবেই নিজেকে প্রমাণ করতে পারতেন। জাভি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন যে তিনি ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মেসির সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

২০০৯ সালে বার্সেলোনার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর লিওনেল মেসির সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন জাভি হার্নান্ডেজ।

সেরা দুর্জয়

শিলিগুড়ি, ২২ জুন : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার অধীনে চম্পাসারির সাতভাই সংঘে আয়োজিত একদিবসীয় ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দুর্জয় ঘোষ। ফাইনালে তিনি ২-১ গেমে জিতেছেন সঞ্জয় সরকারের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে সঞ্জয় ২-০ গেমে সাগর কবিরাজকে হারিয়েছেন। দুর্জয় ২-১ গেমে পৃথ্বী সাহাকে হারিয়ে দেন।

SBI
আরবিও-II, শিলিগুড়ি (১৪৮৭৯)
হোমল্যান্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয়তলা, সেবক রোড
শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৮

আশিঘর নতুন শাখার জন্য উপযুক্ত বাণিজ্যিক প্রেমিসিসের প্রয়োজন

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আশিঘর এলাকার কাছাকাছি এটিএম সহ ব্যাংক প্রেমিসিসের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লিজে একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসিস অধিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। প্রস্তাবিত প্রেমিসিসটি পছন্দনীয়ভাবে নীচতলায় হওয়া উচিত, যার ব্যবহারযোগ্য মেঝের ক্ষেত্রফল ২৫০০ বর্গফুট-৩০০০ বর্গফুট (আনুমানিক) হতে হবে, এবং সেখানে ভালো সম্মুখভাগ এবং পর্যাপ্ত দৃশ্যমানতা থাকতে হবে। প্রেমিসিসটিকে অবশ্যই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক ব্যবসায়িক কার্যালয়- II, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয়তলা, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে সংগ্রহ করা আবেদনপত্রে উল্লেখিত মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে বাণিজ্যিক লাইসেন্স এবং সম্পত্তির স্পষ্ট মালিকানা স্বত্ব থাকা উপযুক্ত প্রেমিসিসের মালিকরাই কেবল এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর কাছে আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আবেদনপত্রগুলি অবশ্যই একটি বন্ধ খামে জমা দিতে হবে। যার উপর "OFFER FOR SBI ASHIGHAR BRANCH & ATM"- লেখা থাকতে হবে এবং এটি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-II, দ্বিতীয়তলা, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৮-এর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতে কাউকে কোনও এজেন্সি কমিশন দেওয়া হবে না। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোনও কারণ না দর্শিয়ে যেকোনও বা সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
আরবিও-II, শিলিগুড়ি

SBI
আরবিও-II, শিলিগুড়ি (১৪৮৭৯)
হোমল্যান্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয়তলা, সেবক রোড
শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৮

অম্বিকানগর নতুন শাখার জন্য উপযুক্ত বাণিজ্যিক প্রেমিসিসের প্রয়োজন

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অম্বিকানগর এলাকার কাছাকাছি এটিএম সহ ব্যাংক প্রেমিসিসের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লিজে একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসিস অধিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। প্রস্তাবিত প্রেমিসিসটি পছন্দনীয়ভাবে নীচতলায় হওয়া উচিত, যার ব্যবহারযোগ্য মেঝের ক্ষেত্রফল ২৫০০ বর্গফুট-৩০০০ বর্গফুট (আনুমানিক) হতে হবে, এবং সেখানে ভালো সম্মুখভাগ ও পর্যাপ্ত দৃশ্যমানতা থাকতে হবে। প্রেমিসিসটিকে অবশ্যই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক ব্যবসায়িক কার্যালয়- II, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয়তলা, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে সংগ্রহ করা আবেদনপত্রে উল্লেখিত মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে বাণিজ্যিক লাইসেন্স এবং সম্পত্তির স্পষ্ট মালিকানা স্বত্ব থাকা উপযুক্ত প্রেমিসিসের মালিকরাই কেবল এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর কাছে আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আবেদনপত্রগুলি অবশ্যই একটি বন্ধ খামে জমা দিতে হবে। যার উপর "OFFER FOR SBI AMBIKANAGAR BRANCH & ATM"- লেখা থাকতে হবে এবং এটি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-II, দ্বিতীয়তলা, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৮-এর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতে কাউকে কোনও এজেন্সি কমিশন দেওয়া হবে না। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোনও কারণ না দর্শিয়ে যেকোনও বা সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
আরবিও-II, শিলিগুড়ি

ফিল্ডিংকে দুষলেন হরমনপ্রীত

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুন : পাকিস্তান ম্যাচ সহ জোড়া জয় দিয়ে শুরু। যদিও তৃতীয় ম্যাচে হোঁচট খেতেই ছবিটা বদলে গিয়েছে। অনিশ্চয়তার দোলাচল সেমিফাইনালের টিকিট নিয়ে। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে হারের জন্য অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর খারাপ ফিল্ডিংকে দায়ী করলেন।

জিতলে পরের রাস্তা অনেকটাই মসৃণ হয়ে যেত। অস্ট্রেলিয়ার কাছে কয়েকদিন আগে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের কাছে হারলে দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে যেত। যদিও বিধিবাম। উলটে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে শেষ দুই ম্যাচে বাংলাদেশ (২৫ জুন) ও অস্ট্রেলিয়াকে (২৮ জুন) হারাতেই হবে পরিস্থিতি। বিশেষত, ক্যাঙারুদের কাছে হারা যাবে না। থাকছে নেট রান রেট, একাধিক ‘যদি’, ‘কিন্তু’-ও।

১৫৮ রানের পুঁজি নিয়ে একসময় প্রতিপক্ষকে ২৫/২ করে দেয় ভারত। এরপর সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে ভারতের হাত থেকে ম্যাচ নিয়ে চলে যান তাজমিন ব্রিৎজ (৪০) ও মারিজানে ক্যাপ (অপরাজিত ৮১)। দুইজনের যে প্রয়াসে একাধিক ক্যাচ ফেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন ভারতীয় ফিল্ডাররা।

ব্যাটিং অর্ডারে ভুল দেখছেন মিতালি

ব্রিৎজের একটি এবং ক্যাপের দুইটি ক্যাচ পড়ে।

হরমন বলেছেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একাধিক ক্যাচের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা তা হাতছাড়া করেছি। এখনও দুই ম্যাচ আছে গ্রুপ লিগে। পজিটিভ থাকতে হবে। এদিন (নাল্লাপুরেড্ডি) শ্রীচরণি ও শেফালি (ভার্মা) দারুণ বল করল। কিন্তু ফিল্ডারদের থেকে সাহায্য মেলেনি। বাকি দুই ম্যাচ নিয়ে নতুন করে ভাবব। কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন, তা গুরুত্ব পাবে।’

নয়া ভাবনার জায়গাতেই হরমনদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ মিতালি রাজের। বলেছেন, ‘খারাপ ম্যাচ ভারতের জন্য। জিতলে গ্রুপে শীর্ষে পৌঁছে যেত। এখন সেমিফাইনালে পৌঁছোতে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো ছাড়া রাস্তা নেই। ব্যাটিং অর্ডারে ভুল হচ্ছে, বদল দরকার। পাঁচ নম্বরে জেমিমা (রডরিগেজ) প্রচুর রান করেছে। অথচ, পাঁচে খেলছে হরমন। দুইজনের ব্যাটিং অর্ডারে বদল হওয়া উচিত। চারে হরমন, পাঁচে জেমিমা।’

ক্রিকেটের ফেডেরার মাহি, ঘোষণা সঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ২২ জুন : ক্রিকেট তাঁর পেশা। দীর্ঘসময় ধরে ক্রিকেট খেলছেন। আর ক্রিকেটের পাশে নেশা হল লন টেনিস।

সঞ্জু স্যামসনের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য। আর সেই বৈচিত্র্যের টানেই উইম্বলডন শুরুর দিনে তিনি সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়ে জানিয়েছেন তাঁর মনের কথা। ক্রিকেট ও টেনিসের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। জানিয়েছেন, মহেন্দ্র সিং ধোনি হলেন টেনিসের দুনিয়ার রজার ফেডেরারের মতো। সঞ্জুর কথায়, ‘আপনারা কি জানতে চান ক্রিকেটের রজার ফেডেরার কে? সহজ জবাব হল মাহি। দুইজনই অসম্ভব ঠান্ডা মাথার। পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। জানে কীভাবে পরিস্থিতিতে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।’

আয়ারল্যান্ডের পথে টিম ইন্ডিয়া

মাহিকে ক্রিকেটের ফেডেরার আখ্যা দেওয়ার পাশে বিরাট কোহলিকেও টেনে এনেছেন সঞ্জু। স্প্যানিশ টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার সঙ্গে বিরাটের মিল পেয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার। সঞ্জুর কথায়, ‘আলকারাজের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আগ্রাসন রয়েছে। অনেকটা কোহলির মতো। দুইজনই আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে নিজেদের খেলাটা খেলতে জানে।’ এদিকে, আয়ারল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ২৬ ও ২৮ জুন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বেলফাস্টে জোড়া টি২০ ম্যাচ রয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের টিম ইন্ডিয়ার। ২৫ জুন বেলফাস্টের স্টরমন্টের মাঠে অনুশীলন রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। উল্লেখ্য, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজেই আন্তর্জাতিক অভিষেক হতে চলেছে বৈভব সূর্যবংশীর।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা নাসিরা বিবি - কে

03.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72D 57575 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি এক কোটি টাকার পুরস্কারের অর্থ প্রদান করে আমাদের আর্থিক কষ্টের অংশীদার হয়েছে। এটি আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে। এই বিপুল পরিমান পুরস্কারের অর্থ নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।